উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৪ আশ্বিন ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 1 October 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 135

কোচের দায়িত্ব থেকে সরলেন কোয়াদ্রাত

বারোর পাতায়

আইনজীবীকে ধমক প্রধান বিচারপতির

সাতের পাতায়

মৃত বেড়ে ১৯২

টানা বৃষ্টি, ধস, হড়পায় বিপর্যস্ত নেপাল। মাত্র ৩ দিনে সেখানে মৃতের সংখ্যা ১৯২-এ পৌঁছে গিয়েছে। নিখোঁজ ৪৫। রবিবার কাঠমান্ডুর জাতীয় সড়কে বিরাট ধসের নীচে চাপা পড়ে ৩টি গাড়ি।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

ফের কর্মবিরতির ভাবনা

রাজ্যজুড়ে ফের কর্মবিরতি শুরু করতে পারেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। খুব শীঘ্রই এই ঘোষণা হবে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানিতে রাজ্য সরকারের ভূমিকায় চরম ক্ষুব্ধ তাঁরা।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে ডাকা বনধ সফল করতে রোহিণীর রাস্তায় বসে পড়েছেন চা শ্রমিকরা। সোমবার সকালে। ছবি : সূত্রধর

কথায় কথায়

সূত্রের গল্প আর খবরের সত্যি-মিথ্যে

আশিস ঘোষ

চিলে কান নিয়ে গেছে শুনে যাঁরা চিলের পিছনে দৌড়োন, তাঁদের মধ্যে সাংবাদিকরা থাকেন না। অন্তত থাকার কথা নয় তাঁদের। তাঁদের কাজই হল কথাটা আদৌ সত্যি কি না, সত্যি হতে পারে কি না তা আগে যাচাই করা। তারপর তা নিয়ে কথা বলা। তার আগে নয়।

এভাবেই সিনিয়ার সাংবাদিকদের কাছে শিখেছিলাম আমরা। ভুল লেখার থেকে না লেখা ভালো, পইপই করে বলতেন তাঁরা। সেভাবেই আমরা সাংবাদিক তৈরি হতাম। সেভাবেই কাটিয়ে দিলাম চার দশকেরও বেশি সময়। এখন দিনকাল বদলেছে। এখন সার্কুলেশন আর টিআরপি-র মারকাটারি প্রতিযোগিতা। এই দৌড়ে আর সবাইকে পিছনে ফেলে দিতে হবে। তাই সময় নেই খতিয়ে দেখার। তাই চিলে কান নিয়ে গেছে শুনে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে দৌড়োতে হবে। একবার কানে হাত দিয়ে দেখার সময় তাঁদের নেই।

না, সাংবাদিকতার ক্লাস নিতে বসিনি। কথাগুলো মনে ভিড় করল গত মাসখানেক খবরের কাগজ পড়ে আর চ্যানেলে খবর দেখে। প্রসঙ্গ আরজি কর। এই ক'দিন নানারকম মুচমুচে খবরের বন্যা আমাদের ভাসিয়ে দিয়েছে। বৈঠকখানা থেকে পাড়ার চায়ের ঠেক, অফিসকাছারি থেকে ট্রামে-বাসে কান পাতলেই শুনতে পাবেন নানারকম রোমহর্ষক কাহিনী। সবাই গোয়েন্দা। সবাই ষোলোআনা নিশ্চিত তাদের গল্পটাই ঠিক। আর গন্ডায় গন্ডায় সামাজিক মাধ্যম তো আরও এক কাঠি সরেস। কোথায় লাগে সিবিআই, কোথায় লাগে ইডি। সবাই সেসব দেখেশুনেই যে যার মতো তৈরি করছে তাদের মতামত।

গোয়েন্দারা যখন তদন্ত করেন তা করেন অত্যন্ত গোপনীয়তা বজায় রেখে। আসল অপরাধী যেন কোনওভাবে পালিয়ে যেতে না পারে, যেন কোনও প্রমাণ লোপাট না করতে পারে সেদিকে নজর থাকে তাঁদের। আমি কখনও দেখিনি সিবিআই বা অন্য কোনও তদন্ত সংস্থা রোজ সাংবাদিক বৈঠক ডেকে

এরপর দশের পাতায়

সাসপেন্ড পরিবহণকর্তা

বিডিওর ভূমিকা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : অসম-বাংলা সীমান্ত থেকে জঙ্গিপুর পর্যন্ত প্রায় পাঁচশো কিলোমিটারজুড়ে এমভিআই সিন্ডিকেটের দেদার তোলাবাজিতে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরকন্যার প্রশাসনিক সভা থেকেই কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেন তিনি। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সিন্ডিকেটের অন্যতম মাথা আলিপুরদুয়ারের অ্যাসিস্ট্যান্ট রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অফিসার (এআরটিও) সুভাষ বর্মনকে সাসপেন্ড করল পরিবহণ দপ্তর। তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ার থেকেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল সিন্ডিকেট। পর্দার আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছিলেন এক প্রভাবশালী বিডিও। সূত্রের খবর, ওই বিডিওর ভূমিকাও প্রশাসনিক স্তরে খতিয়ে দেখতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তোলাবাজ সিন্ডিকেটের পর্দাফাঁস করেছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ধারাবাহিক প্রতিবেদনে কারা, কীভাবে তোলাবাজির কারবার চালাচ্ছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল। এদিন সন্ধ্যায় পরিবহণসচিব সৌমিত্র মোহনের স্বাক্ষরিত নির্দেশিকা জেলা ও রাজ্য প্রশাসনের কর্তাদের কাছে পৌঁছায়। সেখানে উত্তরবঙ্গ সংবাদের অন্তর্তদন্তে উঠে আসা সব অভিযোগকেই মান্যতা দেওয়া হয়েছে। সুভাষের বিরুদ্ধে ট্রাক ও অন্য গাড়ি থেকে বেআইনি উপায়ে টাকা আদায়, তোলাবাজ সিন্ডিকেট চালানো, আইন ভেঙে বাস পারমিট প্রদান সহ নানা অনৈতিক কাজকর্মের অভিযোগের কথা বলা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের আরটিও সুশোভন মণ্ডলের বক্তব্য, 'পরিবহণসচিবের নির্দেশমতো পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এআরটিওকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।'

কড়া প্রশাসন

- তোলাবাজ সিন্ডিকেটে প্রভাবশালী বিডিওর ভূমিকা খতিয়ে দেখা শুরু
- তোলাবাজি, বেআইনি বাস পারমিট প্রদান সহ নানা অনৈতিক কাজ করতেন সুভাষ
- শাগরেদের সঙ্গে মিলে নিজেই একটি বাস কোম্পানি চালাচ্ছেন এআরটিও
- কয়েক বছরে সম্পত্তি বেড়েছে কয়েকগুণ
- সুভাষের সাসপেনশনে খুশি বাস ও ট্রাক মালিকরা
- সুভাষ সাসপেন্ড হতেই ডেরা বন্ধ করে পালাল দালালরা

তোলাবাজির ধারাবাহিক প্রতিবেদন দেখে রবিবার উত্তরকন্যার প্রশাসনিক সভা শেষেই বিষয়টি নিয়ে উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও মন্ত্রীদের কাছে জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী। যারা সিন্ডিকেট চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। সূত্রের খবর সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, মালদা ও মুর্শিদাবাদের আরও এক ডজনেরও বেশি ইনস্পেকটর ও আধিকারিকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের প্রক্রিয়া শুরু করেছে পরিবহণ দপ্তর। সিন্ডিকেটের বেশ কিছু দালালের নামের তালিকা তৈরি করে ইতিমধ্যেই পুলিশকে দেওয়া হয়েছে। যে কোনওদিন তাদেরও গ্রেপ্তার করা হতে পারে। সুভাষের সাসপেন্ডের খবর ছড়াতেই বারবিশায় সিন্ডিকেটের ডেরায় তালা লাগিয়ে পালিয়ে গিয়েছে দালালরা।

সুভাষকে সাসপেন্ড করায় খুশি ফেডারেশন অফ ওয়েস্টবেঙ্গল ট্রাক অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সজল ঘোষ। তাঁর কথা, 'দীর্ঘদিন থেকেই আমরা সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছিলাম। দেরিতে হলেও মুখ্যমন্ত্রী পদক্ষেপ করায় আমরা খুশি। তবে সিন্ডিকেটের অন্য মাথাদেরও শাস্তি হওয়া জরুরি।' সুভাষকে সাসপেন্ড করায় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন নিউ আন্ধ্রা মোটর ট্রাকারস অ্যাসোসিয়েশন (নামতা)-এর সভাপতি পিজেআরএস মহারাধি। তাঁর বক্তব্য, 'জোর করে টাকা আদায়ের কারবারের ঘাঁটি আলিপুরদুয়ার। সেখানকার আধিকারিককে সাসপেন্ড করে উচিত কাজ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

ট্রাক মালিকদের সংগঠনগুলি ছাড়াও সুভাষের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে পরিবহণসচিব, মুখ্যসচিব সহ বিভিন্ন মহলে অভিযোগ জানিয়েছিল বাস মালিকদের সংগঠন নর্থবেঙ্গল প্যাসেঞ্জার্স ট্রান্সপোর্ট ওনার্স কোঅর্ডিনেশন কমিটি। এদিন কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রণব মানি বলেন, 'যেমন কর্ম তেমন ফল হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

অচল পাহাড়

কোথাও বনধ হয়নি, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

রণজিৎ ঘোষ ও খোকন সাহা

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ৩০ সেপ্টেম্বর : বোনাস ইস্যুতে চা শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকা বনধে কার্যত অচল হল পাহাড়। কালিম্পং শহর বাদ দিলে গোটা পাহাড়ের দোকান-বাজার, স্কুল-কলেজ এবং যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ ছিল। বনধ সফল করতে সুকনা থেকে শুরু করে দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের গরুবাথান সর্বত্রই শ্রমিক নেতা-নেত্রীরা পথে নেমেছিলেন। বনধের জেরে পর্যটক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হয়েছেন।

পাহাড়ের আটটি চা শ্রমিক সংগঠনের পক্ষে শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) শ্রমিক সংগঠন হিল তরাই ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন লেবার ইউনিয়নের সম্পাদক জেবি তামাং বনধ পুরোপুরি সফল বলে দাবি করেছেন। বনধকে ঘিরে কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই বলে দার্জিলিং জেলা পুলিশ জানিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য এদিন কলকাতায় ফেরার সময় বাগডোগরা বিমানবন্দরে দাবি করেছেন, 'পাহাড়ে কোনও বনধ হয়নি। আমি এই ধরনের বনধকে সমর্থন করি না।' তাঁর কথায়, 'চা শ্রমিকদের বোনাস সমস্যা ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমেই মেটাতে হবে। আমি এনিয়ে হস্তক্ষেপ করব না।'

চরম ভোগান্তি

- দার্জিলিং, কার্সিয়াং, মিরিক, রোহিণী সহ সর্বাত্মক বনধ হয়েছে
- দোকান-বাজার, যানবাহন চলাচল, স্কুল-কলেজ পুরোপুরি বন্ধ ছিল
- সকাল থেকে একাধিক জায়গায় পিকেটিং করেছেন বনধ সমর্থকরা
- কালিম্পংয়ে শুধুমাত্র গরুবাথানে বনধের প্রভাব পড়েছে
- পাহাড়ি পথে উঠতে ও নামতে গিয়ে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে পর্যটক ও সাধারণ মানুষকে

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট আবার রাজ্যের ঘাড়েই দায় চাপানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর মন্তব্য, 'বোনাস সমস্যা মেটাতে রাজ্য সরকারের অবিলম্বে পদক্ষেপ করা উচিত। এই ইস্যুকে ঘিরে পাহাড়ে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হলে তার দায় রাজ্যকেই নিতে হবে।'

তরাই ডুয়ার্সের চা বাগানের শ্রমিকদের বোনাস রফা ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। অনেক বাগানের শ্রমিকরা হাতে বোনাস পেয়ে পুজোর বাজারও শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু এখনও পাহাড়ের চা বাগানের বোনাস নিষ্পত্তি হয়নি। প্রথমে দ্বিপাক্ষিক এবং পরপর চারটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। রবিবার বোনাস নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে শ্রমিকপক্ষ ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে অনড় থাকলেও মালিকপক্ষ ১৩ শতাংশের বেশি দিতে নারাজ। সরকারপক্ষের হস্তক্ষেপের পরও মালিকপক্ষ নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকায় আটটি শ্রমিক সংগঠন একজোট হয়ে সোমবার ১২ ঘণ্টার পাহাড় বনধ ডেকেছিল।

এদিন সকাল থেকেই সুকনা, শিমুলবাড়ি, রোহিণী মোড়, রোহিণী টোল গেট, পাঙ্খাবাড়ি রোডের লংভিউ চা বাগানের সামনে পিকেটিং করেন বনধ সমর্থনকারীরা। রোহিণী টোল প্লাজায় পিকেটিংয়ে উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সকাল থেকেই এখানে সমন পাঠক সহ অন্য শ্রমিক নেতাদের উপস্থিতিতে পিকেটিং শুরু হয়।

এরপর দশের পাতায়

৫৪ কিমি হেঁটে কর্মস্থলে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : দু-চার-পাঁচ কিলোমিটার নয়, গাড়ি না পেয়ে দার্জিলিং থেকে সুকনা পর্যন্ত পাক্কা ৫৪ কিলোমিটার পথ হেঁটে কর্মস্থলে পৌঁছালেন শিক্ষা দপ্তরের চতুর্থ শ্রেণির এক কর্মী। পাকদণ্ডি বেয়ে এতটা পথ আসা যে চাট্টিখানি কথা নয়, তা সকলেই জানেন বেশ। তাই তো ৮ ঘণ্টা হেঁটে সুমীরণ শর্মা যখন কলেজপাড়ার অফিসে পৌঁছালেন, তখন তাঁর বিধ্বস্ত মুখ দেখে হইচই পড়ে গেল সহকর্মীদের মধ্যে। অনেকেই বললেন, কাজের টানে এভাবেও ছুটে আসা যায়!

চা বাগানে ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের ডাকা বনধে এদিন স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল গোটা পাহাড়। দার্জিলিং, কার্সিয়াংয়ে বনধের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। এদিকে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের মাইনে ও বোনাস সম্পর্কিত কাগজপত্র ট্রেজারি ভবনে

এরপর দশের পাতায়

ঘরের দুগ্গা

বাতাসে আগমনীর সুর। তার ছোঁয়া লেগেছে বাংলার ঘরে ঘরে। ময়নাগুড়িতে। সোমবার অর্ঘ্য বিশ্বাসের তোলা ছবি।

কর্মবিরতি নিয়ে বিরক্তি, তোপে রাজ্য

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর : মামলার কিনারা হতে যে আরও বহুদূর, তা স্পষ্ট সুপ্রিম কোর্টের সোমবারের শুনানিতে। তবে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের মামলায় সোমবার যেমন রাজ্য সরকার অনেক প্রশ্নের মুখে পড়েছে, তেমনই রেহাই পাননি জুনিয়ার ডাক্তাররা। বিশেষ করে তাঁদের কর্মবিরতি নিয়ে কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজে নতুন একটি হামলার যুক্তি জুনিয়ার ডাক্তারদের আইনজীবীরা দিতে চাইলেও তাতে আমল দেননি তিনি।

আবার নিহত চিকিৎসকের ছবি ও নাম ছড়িয়ে পড়া আটকাতে রাজ্য সরকারের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রসঙ্গটি সোমবারের শুনানিতে উল্লেখ করেছিলেন জুনিয়ার চিকিৎসক ও নিহত চিকিৎসকের পরিবারের আইনজীবীরা। রাজ্য সরকারের আইনজীবী বলেন, 'এটা বন্ধ করার কথা আগেই বলা হয়েছিল। এজন্য সরকার দায়ী নয়।'

ডিভিশন বেঞ্চ সেই যুক্তি মানেনি। বরং বলেছে, নিযাতিতার ছবি প্রকাশ রুখতে রাজ্যকেই পদক্ষেপ করতে হবে এবং তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রককে দায়িত্ব নিতে হবে। নিহত চিকিৎসকের পরিবারের আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার ব্যাপারটি

এরপর দশের পাতায়

জীবন কেড়েছে সব, কেঁদে ভাসালেন সুফলা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : দোরগোড়ায় পুজো। সবার চোখে স্বপ্ন। টাকিমারির সুফলা দাসের অবশ্য স্বপ্ন দেখার জো নেই। থাকবেই বা কী করে! জীবন যে একঝটকায় তাঁর জীবন পুরোপুরি অন্ধকার করে দিয়েছে। হুকিং করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঘটনা সুফলার বাবা-মা ও ভাইয়ের পাশাপাশি ১৯ মাসের একরত্তি ছেলেটাকেও কেড়ে নিয়েছে। মর্মান্তিক ওই ঘটনাটি শুক্রবার ঘটে। অস্বাভাবিক মৃত্যু। তাই সোমবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সুফলা আর তাঁর আরেক ভাই অনিমেষ মিলে যতটা পেরেছেন, কাছের মানুষদের এদিনের অনুষ্ঠানে ডেকেছিলেন। অনেকেই এর আগে বহু শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে শামিল হয়েছেন। কিন্তু কারোই এমন মর্মান্তিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে শামিল হওয়ার অভিজ্ঞতা নেই। সুফলাদের দেখে অনেকেই এদিন চোখের জল ঠেকাতে পারেননি।

বাড়িতে বেশ কয়েকটি গবাদিপশু ছাড়াও সুফলার বাবার বেশ কয়েক বিঘা জমি রেখে গিয়েছেন। সুফলা নিজেও চাষের খেত দেখাশোনার পাশাপাশি সবজি বিক্রি করেন। ঘটনার দিন তিনি চাষের খেত দেখতে গিয়েছিলেন। ওই সময় তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলে নিষ্ঠুর নিয়তি হয়তো তাঁকেও ছাড়ত না বলেই প্রতিবেশীদের ধারণা। তাঁদেরই একজনের কথায়, 'সুফলা সবার সমস্যাই মেটাতে এগিয়ে যায়। সেদিন ঘটনাস্থলে থাকলে ও নিশ্চিতভাবে বাকিদের বাঁচাতে যেত।' কেঁদে ভাসানো তরুণীকে সান্ত্বনা দিতে দিতে আরেক প্রতিবেশী বললেন, 'যা আছে সেটা নিয়েই বাকি জীবনটা চলতে হবে।' কিন্তু কী নিয়ে বাকি জীবনটা চলবে

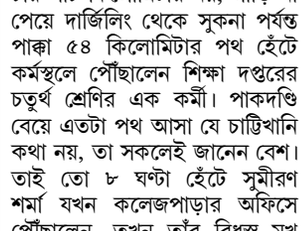

সুফলার বাড়ির কাছে পড়শিদের জটলা। টাকিমারিতে।

সেটাই সুফলার জানা নেই, 'বাবা-মায়ের পাশাপাশি ছেলেটাও চলে গেল। জানি না কী নিয়ে বাঁচব!'

কয়েক বছর আগে চেলিবাড়িতে বিয়ে হলেও সুফলা সাধারণত টাকিমারিতে বাপের বাড়িতেই থাকতেন। সুফলার ছোট ভাই অনিমেষ কেরলে কাজ করেন। শুক্রবারের ঘটনাটির পর বর্তমানে বাড়ি ফিরে এসেছেন। এরপর আর কেরলের কাজে ফিরে যেতে পারবেন কি না সেটা তাঁর জানা নেই। ভাই-বোন আপাতত একে অপরকে কোনওতে সামলাতে ব্যস্ত।

ফিল্মি মৃগয়ায় রূপকথা বাংলার মিঠুনের

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

হয়তো সম্ভ্রান্ত সমাজের বাঙালির কাছে নয়, কিন্তু গত শতাব্দীর শেষ থেকে নতুন শতকের বেলা গড়িয়ে গেলেও দেখা যায় তিনি, শ্রীযুক্ত মিঠুন চক্রবর্তী আমাদের ডাউনটাউনে না হোক, সংস্কৃতির শহরতলিতে ও মফসসলে প্রায় অরণ্যদেব। সেই তিনি ভারতীয় সিনেমার সর্বোচ্চ পুরস্কার দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেলেন, তা বাঙালির কাছে গৌরবের।

তিনি যে অভিনেতা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, যা নিয়ে নান্দনিক উত্তাপ দেখা যায়, তা হল তাঁর উৎকর্ষ নিয়ে। আসলে বাঙালি বুদ্ধিজীবী জনপ্রিয়তার ধারণাটিকে সন্দেহ করেন। লক্ষ্মী-সরস্বতীকে তারা সমস্তরীয় ভাবতে ইচ্ছুক নন। কাজেই মিঠুনের আসমুদ্রহিমাচলে ব্যপ্ত বাণিজ্য সফলতাই তাঁকে স্বভূমি বাংলাতে সন্দেহের বস্তু করে তোলে। আমরা ভুলে যাই অভিনয়কে করতলধৃত আমলকীর মতো আয়ত্ত না করলে তিনি আবির্ভাব লগ্নে, সেই ১৯৭৬ সালে কিনুয়ার মতো আদিবাসী যুবক সাজতে পারতেন না। এইটুকুই সত্য নয়। মাত্র ছয় বছর বাদে আমরা দেখলাম তাঁর কাল্ট ছবি-ডিস্কো ড্যান্সার।

হে পাঠক, দয়া করে ভাবুন, যখন বিচার চলছে ফাঁসি হবে কি হবে না তখন আহত বাঘের মতো যুবকটি খাঁচার এপার ওপার করছে, কী দেহভঙ্গি। কী পেশি সঞ্চালন! মৌন শরীর কত বাঙ্ময় হতে পারে মৃণাল সেনের সৌজন্যে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। প্রায় বিপরীতধর্মী 'ডিস্কো ড্যান্সার' (১৯৮২) তো একটি বিশেষ নাচকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল।

নাট্যাচার্য স্তানিশ্লভিস্কি একদা বলেন, যে অভিনয় ফুটপাথে পড়ে রয়েছে তা থেকেও প্রকৃত নটের শিখতে হবে। অর্থাৎ হাটে-বাজারের নুড়ি পাথরও উপযুক্ত দক্ষতা দিতে পারে। মিঠুন সেটাই পারেন। তিনি পাড়ার বিসর্জনে তাসা পার্টির নাচ আর পেশাদারি নাচের অসামান্য রসায়নকে ব্যবহার করেন। কিন্তু সেই প্রয়োগবিধি তাঁকে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'তাহাদের কথা' (১৯৯২) করতে বাধা দেয় না। ব্যর্থ দেশপ্রেমিক শিবনাথের যে মর্মবেদনা মিঠুনের অভিব্যক্তিতে মূর্ত হয় তা দেখে আমার বারেবারেই মনে হয়েছে ইনিই কি দেশজুড়ে জ্বলে থাকা 'নক্ষত্র'? ইনিই কি পরাভূত মানুষের নিয়তির রেখাচিত্র?

দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার

কলকাতায় একটি ছবির শুটিংয়ে এলেন মিঠুন চক্রবর্তী। সোমবার।

অনস্বীকার্য যে মিঠুন চক্রবর্তী স্টার। প্রত্যেক স্টারই যে সু-অভিনেতা হবেন তার মানে নেই। যেমন হলিউডে জন ওয়েইন তেমন প্রতিভাশালী অভিনেতা না হয়েও প্রমাণিত তারকা। ছবি বিশ্বাস অনবদ্য

এরপর দশের পাতায়

টেন্ডার নং. ঃ এনবি২৪৫৬২৩
তারিখ ঃ ২৫-০৯-২০২৪

নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেমের বর্ণনা ঃ এলএইচবি কোচগুলির অঙ্কন নং. আরডিএসও/সিজি/ডিআরজি/২৪০৩৪ -এর, (হার্ডওয়্যার আইটেমের সঙ্গে হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট এম ১৬×৪৫, হেক্সাগোনাল ক্যাসেল নাট এম ১৬ এবং স্প্লিট পিন ৪×৪০)। পরিমাণ ঃ ২০০০ টি। পিএল কোড (গ্রুপ) ঃ ৩৩১৩০৩১৫০০৬৫; বায়না মূল্য ঃ ১,১৬,৫৮০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৮-১০-২০২৪ তারিখে ১৪:৩০ ঘণ্টায়। টিকাঃ- বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডেপুটি সিএমএম/ডি, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No. 10 (2024-25) Memo No. 509, Dated-30/09/2024 & of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned Last date of submission is 22/10/2024. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt of West Bengal http// wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
E.O
Blg, P.S

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

রামশাইয়ে বন দপ্তরের কালীপুর ও রাইনো কটেজ।

সংস্কার হবে বলে পুজোয় বন্ধ থাকবে গরুমারার ৭ বাংলো

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : গত জুনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে জলদাপাড়ায় হলং বনবাংলো পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এরপরই গরুমারার বনবাংলোগুলির নিরাপত্তা নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে সংশ্লিষ্ট বন্যপ্রাণ বিভাগ। প্রায় ১৫ দিন ধরে বনবাংলোগুলির সংস্কারের কাজ চলছে। সেইসঙ্গে চলছে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার কাজ।

কিন্তু এখনও কাজ শেষ না হওয়ায় পুজোর মধ্যে চালু হচ্ছে না গরুমারার সাতটি বাংলো। কাজ শেষ হয়ে কবে সেগুলো চালু হবে, নিশ্চিত করে বলতে পারেনি বন্যপ্রাণ বিভাগ। প্রশ্ন উঠছে, তিন মাস জঙ্গল বন্ধ থাকার সময় কেন বাংলোগুলির মেরামতির কাজ শেষ করা হল না। পুজোর মুখেই বা কেন সংস্কারকাজ শুরু হল।

ডুয়ার্সের পাহাড়ি এলাকায় রয়েছে মৌচুকি বনবাংলো, মূর্তি বাংলো। ১০-১৫ দিন ধরে সেগুলির সংস্কারকাজ চলছে। রামশাইয়ের রাইনো কটেজ এবং কালীপুর কটেজ, ধূপঝোরার গাছবাড়ি এবং লাটাগুড়ির হর্নবিল নেস্টেও কাজ চলছে। অন্যদিকে, চালসার পানঝোরা ওয়াইল্ডনেস নেচার ক্যাম্পের অবস্থাও শোচনীয়। তিন মাস জঙ্গল বন্ধ থাকার পরে পুজোর সময়ও বনবাংলোয় থাকার অভিজ্ঞতা পাবেন না পর্যটনপ্রেমীরা। কোচবিহারের বাসিন্দা মৌসম রক্ষিতের কথায়, 'পুজোর সময় কলকাতা থেকে আত্মীয়রা ডুয়ার্সে আসবেন । কিন্তু কালীপুর বা মৌচুকির মতো সুন্দর লোকেশনে থাকার কোনও বাংলোই বুকিং করা যায়নি। অগত্যা বেসরকারি রিসর্ট বুক করতে হয়েছে।'

বেশ কয়েকবছর ধরে বিশেষ করে করোনার আগে থেকে মৌচুকি এবং পানঝোরা বন্ধ রয়েছে। তারপর থেকে সেগুলো আর খোলা হয়নি। গতবছর জঙ্গল বন্ধ থাকার পর খুললে দেখা যায় বাকি পাঁচটি বনবাংলো এবং ইকো পর্যটনকেন্দ্রে মেরামতির প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তারপর সেরকম কোনও পদক্ষেপ না করায় এবছর সেগুলো ব্যবহারের আরও অযোগ্য হয়ে ওঠে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন জানান, বনবাংলোগুলির সংস্কারকাজ চলছে। চেষ্টা করা হচ্ছে, পুজো থেকে যেন বনবাংলোগুলি খুলে দেওয়া হয়। এদিকে কাজ চললেও বাংলোগুলিতে সরাসরি বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। তাই ইনভার্টার বা সৌরবিদ্যুতের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। পাশাপাশি বাংলোগুলির অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাও ঢেলে সাজানো হচ্ছে বলে জানান ডিএফও।

এবার সিকিমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঘনঘন বৃষ্টির জন্য মাঝেমধ্যে দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের মতো সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এদিকে, বনবাংলোগুলো বন্ধ থাকার জন্য এবার ডুয়ার্সে পর্যটকদের ভিড়ের সেরকম সম্ভাবনা নেই। ডুয়ার্সে সরকারি ফরেস্ট বাংলোগুলি চালু থাকলে পর্যটকের ভিড় উপচে পড়ত বলেই মনে করছেন অনেকে।

> পুজোর সময় কলকাতা থেকে আত্মীয়রা ডুয়ার্সে আসবেন বেড়াতে। কিন্তু কালীপুর বা মৌচুকির মতো সুন্দর লোকেশনে থাকার কোনও বাংলোই বুকিং করা যায়নি। অগত্যা বেসরকারি রিসর্ট বুক করতে হয়েছে।
>
> -**মৌসম রক্ষিত**, পর্যটনপ্রেমী

ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সভাপতি দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'বেসরকারি কটেজের মজা একরকম। বিভিন্ন লোকেশনে বনবাংলোগুলির আকর্ষণ আলাদা।' তবে রামশাইয়ের বনবাংলোগুলো শুধু সংস্কার করা হলেই পর্যটকরা আসবেন না। কারণ এখনও রামশাইয়ের হাতি সাফারি এবং জলাশয়ে বোটিং পরিষেবা চালু হয়নি। অন্যগুলিতে অবশ্য পর্যটকরা কাছাকাছি হাতি সাফারির পরিষেবা নিতে পারবেন। রামশাইয়ের বাসিন্দা অলোক রায় বললেন, 'রামশাইয়ের জলাশয় সংস্কার করে সেখানেও বোটিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারত। তাছাড়া হাতি সাফারিও বন্ধ। ফলে পর্যটকরা এখনই রামশাইমুখী হচ্ছেন না।'

উৎসবের সময় আবহাওয়ার কন্ট্রোল রুম

জলপাইগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : মহালয়ার দিন থেকে জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তার আগে ১ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত জেলাজুড়ে কন্ট্রোল রুম চালু থাকবে। যে কোনও পরিস্থিতি সামাল দিতে জেলা শাসকের অফিস, সমস্ত মহকুমা শাসক এবং বিডিও অফিসে কন্ট্রোল রুম চালু হচ্ছে বলে জানালেন জেলা শাসক শামা পারভিন। জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসকের অফিসের কন্ট্রোল রুম নম্বর, ০৩৫৬১-২৩০৪০০ এবং ৯৪৭৫৩৪৯৩৪৬।

কর্মখালি

Malda Society of People Living with HIV/AIDS, Kanir More, Malda, West Bengal Hiring! Program Coordinator (one), M & E (one), Accountant (Part-Time) (one), CLH (four). Mail CV to mspplus09@gmail.com, Details : https://sites.google.com/view/msphiringsite/home (C/112799)

অ্যাফিডেভিট

আমি সাহাজুদ্দিন আলম এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে আমার পুত্রের নাম সমস্ত কাগজপত্রে সামিম আলম আছে কিন্তু ভুলবশত জন্ম শংসাপত্রে মহঃ সামিম আছে। গত 23.09.24 তারিখে E.M. কোর্ট, জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে সামিম আলম এবং মহঃ সামিম আলম এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। (C/111797)

সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা, সম্পাদন ইত্যাদির কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এসএন্ডটি_সিওএন_২০২৪_০৭, তারিখ ঃ ২৫-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডারের আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং. ঃ ডিওয়াইসিএসটিই_সি_এনজেপি_২০২৪_০৭_০৬; কাজের নাম ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (নির্মাণ) কাটিহার ডিভিশনের কাটিহার-মুকুরিয়া জং. সেকশনে (৩৪ কিমি) কাটিহার-মুকুরিয়া জং. ডাবল লাইন প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত পাঁচটি স্টেশনে যথা দণ্ডখোরা (ডিএনকিউ), সোনাইলি (এসআই), কাডিয়া (জেএইউ), সালমারি (এসআরআই) এবং মুকুরিয়া জং. (এমএফএ) স্টেশনে ইনডোর এবং আউটডোর সিগন্যালিং গিয়ারের ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং -এর সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা, সম্পাদন এবং সংশ্লিষ্ট কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩৮,৬৮,৫৬,২৯০.৭০/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২০,৮৪,৩০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৮-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডেপুটি সিএসটিই/সিওএন/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

BENFED
Southend Conclave, 3rd Floor
1582, Rajdanga Main Road
Kolkata - 700107

NOTICE INVITING e-TENDER
e-Tenders are invited from eligible contractors for Construction of 5 Nos. 100MT Godowns, Construction of 4 Nos. of SHG Work Shed, Installation of 5 Nos. of Oil Mill, Installation of 1 No. Seed Processing Unit, Repairing Works of Gabgachi Godown, District - Malda and Electrical Work of BENFED Office, District - Nadia.
Details are available in the website:https://wbtenders.gov.in/nicgep/app
Sd/-
General Manager (Admin)

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের মালদা টাউন (এমএলডিটি) স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্কিং-২০২৪-১০। অকশন শুরুঃ ১৪.১০.২০২৪ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। লট নংঃ পার্কিং-এমএলডিটি-এমএলডিটি-এমএক্স-১৩-২৪-১। স্টেশন ঃ মালদা টাউন। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-102/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং (টি) স্টল-এর চুক্তি প্রদানের জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ ক্যাটারিং-২০২৪-১। অকশন শুরু ঃ ০৫.১০.২০২৪ ও ০৭.১০.২০২৪ তারিখ সকাল ১০টায়। মালদা ডিভিসনে ক্যাটারিং(টি) স্টল-এর জন্য ই-অকশন। ক্র.নং; এসইকিউ নং; লট নং/ক্যাটাগরি ও ক্যাটারিং (টি) স্টলের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ ১; এএ/১; সিএটিজি-এমএলডিটি-এমপিওয়াই-জিএমইউ-৬৩-২২-১ ও মুরারপুর। ২; এএ/২; সিএটিজি- এমএলডিটি-কেকেটিএ-জিএমইউ-৮৭-২৩-১ ও কেহিনী খুটাহা। ৩; এএ/৩; সিএটিজি- এমএলডিটি-জিজিএ-জিএমইউ-৭১-২৩-১ ও ঘোঘা। ৪; এএ/৪; সিএটিজি-এমএলডিটি-জিআইএফ-জিএমইউ-৬০-২২-১ ও গরিফা। ৫; এএ/৫; সিএটিজি-এমএলডিটি- এমআরএইচএ-জিএমইউ-১৯-২২-১ ও মুরাহরা। ৬; এএ/৬; সিএটিজি-এমএলডিটি- জিআইবিপি-জিএমইউ-৩৫-২২-১ ও ঘোঘী বরিয়ারপুর। ৭; এএ/৭; সিএটিজি-এমএলডিটি-এনএনএইচটি-জিএমইউ-৬৪-২৪-৩ ও নোনীহাট। ৮; এএ/৮; সিএটিজি-এমএলডিটি-জেএমকিউ-জিএমইউ-৪১-২২-১ ও জামিরঘাটা। ৯; এএ/৯; সিএটিজি-এমএলডিটি-টিডিএলই- জিএমইউ-৩৯-২২-১ ও তিলডাঙ্গা। ১০; এএ/১০; সিএটিজি-এমএলডিটি-টিএলজে-জিএমইউ-১০০-২৩-১ ও তালঝারী। ১১; এএ/১১; সিএটিজি-এমএলডিটি-এমজেপি-জিএমইউ-৮২-২৩-১ ও মহারাজপুর। ১২; এএ/১২; সিএটিজি-এমএলডিটি-বিইএলটি-জিএমইউ-৭৪-২৩-১ ও বেলা হল্ট। ১৩; এএ/১৩; সিএটিজি-এমএলডিটি-টিইএলওয়াই-জিএমইউ-৯৯-২৩-১ ও তেলিয়া হল্ট। ১৪; এএ/১৪; সিএটিজি-এমএলডিটি-কেপিআরডি-জিএমইউ-১২-২২-১ ও কল্যাণপুর রোড। ১৫; এএ/১৫; সিএটিজি-এমএলডিটি-কেটিজে-জিএমইউ- ৬৮-২২-১ ও খালতিপুর। ১৬; এএ/১৬; সিএটিজি-এমএলডিটি-আরজেএল-জিএমইউ-১-২২-১ ও রাজমহল। ১৭; এএ/১৭; সিএটিজি-এমএলডিটি-এসভিআরপি-জিএমইউ-৭২-২৩-১ ও শিবনারায়ণপুর। ১৮; এএ/১৮; সিএটিজি-এমএলডিটি-এইচপিএলই-জিএমইউ-৫৯-২২-১ ও হাটপুরৈনী হল্ট। ১৯; এএ/১৯; সিএটিজি-এমএলডিটি-পিএটিএম-জিএমইউ-৪৮-২২-১ ও পাটিম হল্ট। ২০; এএ/২০; সিএটিজি-এমএলডিটি-বিডিবিএস-জিএমইউ-৬২-২২-১ ও বিন্দুবাসিনী। ২১; এএ/২১; সিএটিজি-এমএলডিটি-এমএসডিএন-জিএমইউ-৩-২২-১ ও মসুদন। ২২; এএ/২২; সিএটিজি-এমএলডিটি-পিইটিএ-জিএমইউ-৯৫-২৩-১ ও পাভেটোলা হল্ট। ২৩; এএ/২৩; সিএটিজি-এমএলডিটি-কেপিটিও-জিএমইউ-৯০-২৩-১ ও করণপুরাতো। ২৪; এএ/২৪; সিএটিজি-এমএলডিটি-টিএলজে-জিএমইউ-১০১-২৩-১ ও তালঝারী। ২৫;এএ/২৫; সিএটিজি-এমএলডিটি-একেএন-জিএমইউ-৭৯-২৩-১ ও আকবরনগর। ২৬; এএ/২৬; সিএটিজি-এমএলডিটি-পিজেএলই-জিএমইউ-৫৬-২২-১ ও পঞ্জওয়ারা রোড। ২৭;এএ/২৭; সিএটিজি-এমএলডিটি-ডিআরটিপি-জিএমইউ-৫-২২-১ ও দশরথপুর। ২৮; এএ/২৮; সিএটিজি-এমএলডিটি-পিডব্লিউবিএন-জিএমইউ-৪৫-২২-১ ও পাওয়াই ব্রহ্মস্থান হল্ট। ২৯; এএ/২৯; সিএটিজি-এমএলডিটি-এমআরএইচএ-জিএমইউ-৮১-২৩-১ ও মুরাহরা। ৩০; এএ/৩০; সিএটিজি-এমএলডিটি-জিজেডএম-জিএমইউ-৪৩-২২-১ ও গৌড় মালদ। ৩১; এএ/৩১; সিএটিজি-এমএলডিটি-বিকেএলই-জিএমইউ-৭৭-২৩-১ ও বাকুডী। ৩২; এএ/৩২; সিএটিজি-এমএলডিটি-এসআরবি-জিএমইউ-৪৭-২২-১ ও সারোবাগ। ৩৩; এবি/১; সিএটিজি-এমএলডিটি-কেআরএমএ-এসএমইউ-৮৪-২৪-১ ও করমটোলা। ৩৪; এবি/২; সিএটিজি-এমএলডিটি-জেডিপিটি-এসএমইউ-৮৫-২৪-১ ও ঝাপটেরঢাল। ৩৫; এবি/৩; সিএটিজি-এমএলডিটি-জিএনএনএ-এসএমইউ-১১-২৪-১ ও গনগনিয়াঁ। ৩৬; এবি/৪; সিএটিজি-এমএলডিটি-আরএমপিআর-এসএমইউ-৩৩-২৪-১ ও রামপুর হল্ট। ৩৭; এবি/৫; সিএটিজি-এমএলডিটি-বিডিএজি-এসএমইউ-৩৭-২৪-১ ও বোনীডাঙ্গা। ৩৮; এবি/৬; সিএটিজি-এমএলডিটি-সিটিএমপি-এসএমইউ-৫৫-২৪-১ ও ছীটমকন্দপুর। ৩৯; এবি/৭; সিএটিজি-এমএলডিটি-পিপিডিআই-এসএমইউ-৯৭-২৪-১ ও পীপরাডীহ। ৪০; এবি/৮; সিএটিজি-এমএলডিটি-কেইউএমটি-এসএমইউ-৮৯-২৪-১ ও কুরমাহাট। ৪১; এবি/৯; সিএটিজি-এমএলডিটি-আরআইকেডি-এসএমইউ-৯৮-২৪-১ ও ঋষিকুন্ড। ৪২; এবি/১০; সিএটিজি-এমএলডিটি- এমজেপি-এসএমইউ-৩৮-২৪-১ ও মহারাজপুর। ৪৩; এবি/১১; সিএটিজি-এমএলডিটি- পিএনএসএ-এসএমইউ-৫৭-২৪-১ ও পুনসিয়া। ৪৪; এবি/১২; সিএটিজি-এমএলডিটি- কেএপিপি-এসএমইউ-৫১-২৪-১ ও খড়িয়াপীপরা। ৪৫; এবি/১৩; সিএটিজি-এমএলডিটি- কেএক্সই-এসএমইউ-৯১-২৪-১ ও কল্যাণচক। ৪৬; এবি/১৪; সিএটিজি-এমএলডিটি- এমভিডি-এসএমইউ-৫৪-২৪-১ ও মহেশী। ৪৭; এবি/১৫; সিএটিজি-এমএলডিটি- কেএডিএল-এসএমইউ-৮৬-২৪-১ ও কমরাভোল। ৪৮; এবি/১৬; সিএটিজি-এমএলডিটি-সিএমএক্স-এসএমইউ-৪০-২৪-১ ও চামাগ্রাম। ৪৯; এবি/১৭; সিএটিজি-এমএলডিটি- এসজেজে-এসএমইউ-৫৮-২৪-১ ও সাঁঝাহল্ট। ৫০; এবি/১৮; সিএটিজি-এমএলডিটি- কেএমজিএইচ-এসএমইউ-৮৮-২৪-১ ও কমরগঞ্জ। ৫১; এবি/১৯; সিএটিজি-এমএলডিটি- এসএলজে-এসএমইউ-২৪-২৪-১ ও সকরীগলী। ৫২; এবি/২০; সিএটিজি-এমএলডিটি- জিওজি-এসএমইউ-৫০-২৪-১ ও ঘোরঘট। ৫৩; এবি/২১; সিএটিজি-এমএলডিটি-বিকেএলই-এসএমইউ-৭৮-২৪-১ ও বাকুডী। ৫৪; এবি/২২; সিএটিজি-এমএলডিটি- এমজিএলই-এসএমইউ-৯৪-২৪-১ ও মনিগ্রাম। ৫৫; এবি/২৩; সিএটিজি-এমএলডিটি-এসবিও-এসএমইউ-১০২-২৪-১ ও সবৌর। ৫৬; এবি/২৪; সিএটিজি-এমএলডিটি- টিপিএইচ-এসএমইউ-৬৯-২৪-১ ও তীনপাহাড়। ৫৭; এবি/২৫; সিএটিজি-এমএলডিটি- বিকেএসএল-এসএমইউ-৪৯-২৪-১ ও বিক্রমশীলা। ৫৮; এবি/২৬; সিএটিজি-এমএলডিটি-কেটিজে-এসএমইউ-৬৭-২৪-১ ও খালতিপুর। ৫৯; এবি/২৭; সিএটিজি-এমএলডিটি-এমডিভিবি-এসএমইউ-৯৩-২৪-১ ও মন্দার বিদ্যাপীঠ। ৬০; এবি/২৮; সিএটিজি-এমএলডিটি- আরপিইউআর-এসএমইউ-২০-২৪-১ ও রতনপুর। ৬১; এবি/২৯; সিএটিজি-এমএলডিটি- ডিএএনই-এসএমইউ-৮০-২৪-১ ও ডাঁড়ে। ৬২; এবি/৩০; সিএটিজি-এমএলডিটি- এজেইউজি-এসএমইউ-৫২-২৪-১ ও আবজুগঞ্জ। ৬৩; এবি/৩১; সিএটিজি-এমএলডিটি- এলএমএম-এসএমইউ-২২-২৪-১ ও লৈলখ মমলখা। অতিরিক্ত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-105/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল শিলিগুড়ি শহরবাসীকে জানানো যাচ্ছে যে, অতি সত্বর শিলিগুড়ি পৌর এলাকা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত শৌচবিহীন+ {Open Defecation Free+ (ODF+)} শহর রূপে স্বীকৃত পেতে চলেছে। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় পৌরবাসীর যদি কোনওরূপ আপত্তি, অভিযোগ কিংবা কোনও সুচিন্তিত মতামত থাকে তবে লিখিত আকারে আগামী ০১.১০.২০২৪ থেকে ০৫.১০.২০২৪ এবং ২১.১০.২০২৪ থেকে ২৬.১০.২০২৪ তারিখের মধ্যে শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশন অফিসে এসে জমা দিতে পারবেন।
এক্ষেত্রে আরও জানানো যাচ্ছে যে, যদি কোনও ব্যক্তিকে মুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করতে দেখা যায় তাহলে তাকে ২০০ (দুইশত) টাকা জরিমানা দিতে হবে।
Sd/- সচিব
শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

টিভিতে মহালয়ার বিশেষ অনুষ্ঠান

মহালয়ার পুণ্যলগ্নে

মহালয়ায় কালার্স বাংলা : ভোর ৪.০০ মহিষাসুরমর্দিনী- শ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠ, ভোর ৫.৩০ নবরূপে মহাদুর্গা, সকাল ৭.৩০ গন্নু দাদার দুর্গা পূজা, সকাল ৯.৩০ দুগ্গা মায়ের গপ্পো কথা

দেবীপক্ষের সূচনায় **গুড মর্নিং আকাশে** থাকছেন জয়তী চক্রবর্তী। সকাল ৭টায় **আকাশ আটে**

নবরূপে মহাদুর্গা ভোর ৫.৩০ মিনিটে **কালার্স বাংলায়**

নবরূপে দেবী দুর্গা ভোর ৫টায় **জি বাংলায়**

মহিষাসুরমর্দিনী ভোর ৫টায় **সান বাংলায়**

রণংদেহী ভোর ৫টায় **স্টার জলসায়**

আজকের সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ শ্রীমান ভূতনাথ, বিকেল ৪.৩০ ঘাতক, সন্ধ্যা ৭.৩০ শুধু একবার বলো, রাত ১১.০০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বিধাতার খেলা, দুপুর ১.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, বিকেল ৪.০০ অগ্নিপরীক্ষা, সন্ধ্যা ৭.০০ আওয়ারা, রাত ১০.০০ আপন হল পর
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ সত্যম শিবম সুন্দরম, দুপুর ২.২০ শিমুল পারুল, বিকেল ৪.৫৫ মঙ্গলদীপ, রাত ৮.০০ গুরুদক্ষিণা, রাত ১১.০০ সুবর্ণলতা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মহাগুরু
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পম্পা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জয় বিজয়

আররিয়া কোর্ট স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম

আররিয়া কোর্ট স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৫।

অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-পার্কিং-এআরকিউ২৪		
এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-এআরকিউ-এমএক্স-১২৭-২৪-১	আররিয়া কোর্ট স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্য পার্কিং লট (কাটিহার মণ্ডল)

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-১০-২০২৪ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-১০-২০২৪ তারিখে ১১.৩০ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম নীতিং মোডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট

ইওআই-বিজ্ঞপ্তি নং. সি/৪৭০/এপি/ওএসওপি/২০২৩-VII তারিখ ঃ ২৬-০৯-২০২৪
ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (আইসি), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল, আলিপুরদুয়ার, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য এবং পক্ষে, এতদ্বারা আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ২৮টি সংখ্যক স্টেশনে ৪১ টি ইউনিটে ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য দেশীয় পণ্য নিয়ে কাজ করা ব্যক্তি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এসএইচজি-গুলি), প্রান্তিক বা সমাজের দুর্বল অংশ ইত্যাদির কাছ থেকে সিল করা প্যাকেটে (একক) এবং নির্ধারিত বিন্যাসে আবেদনের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।
কাজের নাম ঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ২৮টি সংখ্যক স্টেশনে দেশীয়/স্থানীয় পণ্য প্রদর্শন/বিক্রয় করে ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন। প্রকল্পের নির্বাচিত স্টেশন এবং শুরুর তারিখ: ১) আলিপুরদুয়ার জং. = ০৩ ইউনিট, ২) নিউ আলিপুরদুয়ার = ৪ ইউনিট, ৩) নিউ কোচবিহার = ২ ইউনিট, ৪) ধূপগুড়ি = ০২ ইউনিট, ৫) নিউ মাল জং. = ৪ ইউনিট, ৬) জলপাইগুড়ি রোড = ০২ ইউনিট, ৭) কোকরাঝাড় = ০৩ ইউনিট, ৮) হাসিমারা = ০১ ইউনিট, ৯) ফালাকাটা = ০১ ইউনিট, ১০) নিউ ময়নাগুড়ি = ০১ ইউনিট, ১১) কামাখ্যাগুড়ি = ০১ ইউনিট, ১২) গুলমা = ০১ ইউনিট, ১৩) ফকিরাগ্রাম = ০১ ইউনিট, ১৪) দলগাঁও = ০১ ইউনিট, ১৫) কোচবিহার = ০১ ইউনিট, ১৬) বামনহাট = ০১ ইউনিট, ১৭) গোসাইগাঁও হাট = ০১ ইউনিট, ১৮) হ্যামিল্টনগঞ্জ = ০১ ইউনিট, ১৯) গোলকগঞ্জ = ০১ ইউনিট, ২০) সেবক = ০১ ইউনিট, ২১) বাগরাকোট = ০১ ইউনিট, ২২) মাদারিহাট = ০১ ইউনিট, ২৩) রাজা ভাত খাওয়া = ০১ ইউনিট, ২৪) দেওয়ানহাট = ০১ ইউনিট, ২৫) ধুবড়ি = ০১ ইউনিট, ২৬) আলতাগ্রাম = ০১ ইউনিট, ২৭) চালেকাটি = ০১ ইউনিট, ২৮) বাসুগাঁও = ০১ ইউনিট, ২৮টি স্টেশনে মোট - ৪১টি ইউনিট। ইওআই ফর্ম/কাগজপত্র প্রদানের শুরু হওয়ার তারিখ ঃ ৩০-০৯-২০২৪, সিল করা কভার জমা করার শেষ তারিখ ও সময় (ইওআই) ঃ ২২-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা, সিল করা ইওআই বক্স খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২২-১০-২০২৪ তারিখে ১৬:০০ ঘণ্টায়, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল) অফিস/ডিসিএম/আইসি/চেম্বার, আলিপুরদুয়ার জংশন -এ। ইওআই নথির বিশদ বিবরণ এবং শর্তাবলী উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট, যথা www.nfr.indianrailways.gov.in -এ পাওয়া যাবে।
ডিসিএম (আইসি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ভারত সরকার
রেলওয়ে মন্ত্রালয়
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড
কেন্দ্রীভূত রোজগার বিজ্ঞপ্তির সংযোজন (সিইএন) নং- ০২/২০২৪
টেকনিশিয়ান পদে নিয়োগ
সূচনামূলক বিজ্ঞপ্তি

আবেদনপত্রে কেবলমাত্র অনলাইন মোডে অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

জরুরী তারিখ
আবেদন পত্র দাখিল করার আরম্ভর তারিখ ঃ ০২ অক্টোবর ২০২৪
আবেদন পত্র দাখিল করারশেষ তারিখ ঃ ১৬ অক্টোবর ২০২৪ ২৩.৫৯ সময়

পদের নাম	৭ম সিপিসি অনুযায়ীবেতন স্তর	প্রাথমিক বেতন	মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড	০১.০৭.২০২৪ তারিখে বয়স*	মোট আনুমানিক শূন্য পদ (সমস্ত আরআরবিএস)
টেকনিশিয়ান গ্রেড - III	২	১৯,৯০০/-	০৯.০৩.২০২৪ তে ইস্যু করা বিস্তারিত সিইএন ০২/২০২৪ (অ্যানেক্সচার-এ) এতে প্রসঙ্গক্রমে এবং ২৭.০৯.২৪ এতে ইস্যু করা সংশোধনী ও সংযোজনী নং ২ (অ্যানেক্সচার-এ২) দেখুন।	১৮-৩৩ বছর	১৩২০৬

অংশগ্রহণকারী আরআরবিএস-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দেখুন।

আহমেদাবাদ www.rrbahmedabad.gov.in	আজমেঢ় www.rrbajmer.gov.in	বেঙ্গালুরু www.rrbbnc.gov.in	ভোপাল www.rrbbhopal.gov.in
ভুবনেশ্বর www.rrbbbs.gov.in	বিলাসপুর www.rrbbilaspur.gov.in	চণ্ডীগড় www.rrbcdg.gov.in	চেন্নাই www.rrbchennai.gov.in
গুয়াহাটী www.rrbguwahati.gov.in	জম্মু-শ্রীনগর www.rrbjammu.nic.in	কোলকাতা www.rrbkolkata.gov.in	মালদা www.rrbmalda.gov.in
মুম্বাই www.rrbmumbai.gov.in	মুজাফফরপুর www.rrbmuzaffarpur.gov.in	পাটনা www.rrbpatna.gov.in	প্রয়াগরাজ www.rrbald.gov.in
রাঁচি www.rrbranchi.gov.in	সেকেন্দ্রাবাদ www.rrbsecunderabad.gov.in	শিলিগুড়ি www.rrbsiliguri.gov.in	তিরুবনন্তপুরম www.rrbthiruvananthapuram.gov.in
গোরখপুর www.rrbgkp.gov.in	****	****	****

নং.- আরআরবিএসবি/আরসি/অ্যাডভাট/০২/২০২৪
তারিখ : ০১.০৯.২০২৪
চেয়ারপার্সন্স
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ডস
প্রতারক, দালাল এবং জব র‍্যাকেটার্স সম্পর্কে সচেতন হোন

নাবালিকা ধর্ষণে সশ্রম কারাদণ্ড

জলপাইগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : বিশেষভাবে সক্ষম নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে এক ব্যক্তিকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। সোমবার জলপাইগুড়ি বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক ইন্দিবর ত্রিপাঠী এই সাজা ঘোষণা করেছেন।

ঘটনার সূত্রপাত হয় ২০১৫ সালে। মাল থানার অন্তর্গত একটি চা বাগানের শ্রমিক লাইনের বাসিন্দা ছিল ওই নাবালিকা ও অভিযুক্ত, দুজনেই। প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে তারা একে-অপরের পরিচিতও ছিল। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ওই নাবালিকা চা বাগানের একটি নদীর পাড়ে যায়। সেই সময় ওই নদীতে স্নান করছিল অভিযুক্ত। নাবালিকাকে একা নদীর পাড়ে দেখতে পেয়ে অভিযুক্ত তাকে টেনে চা বাগানের একটি ঝোপের আড়ালে নিয়ে যায়। তারপর সেখানে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। দীর্ঘ সময় নাবালিকা বাড়ি না ফেরায় তার ছোট বোন দিদিকে খুঁজতে বের হয়। বোন দেখতে পায়, দিদি কাঁদতে কাঁদতে বাগানের রাস্তা দিয়ে বাড়ির দিকে আসছে। বাড়ি ফিরে পরিবারের সদস্যদের পুরো ঘটনা জানায় নাবালিকা। এরপর মাল থানায় ওই নির্যাতিতার বাবা অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

মামলা চলাকালীন ধৃত ব্যক্তি জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দি ছিল। এই পকসো মামলার সরকারপক্ষের আইনজীবী দেবাশিস দত্ত বলেন, '৮ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে। বিচারক অভিযুক্তকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। সেইসঙ্গে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে তিন মাসের অতিরিক্ত কারাদণ্ডের নির্দেশও দিয়েছেন তিনি।'

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

আজকের দিনটি
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসার জন্য ধার করতে হতে পারে। আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহার সতর্ক থাকুন। **বৃষ :** রাজনৈতিক মন্তব্য করে সমস্যায়। ছেলেমেয়ের জন্য বেশ কিছু অর্থব্যয় হবে। **মিথুন :** কোনও প্রতারকের পাল্লায় পড়ে কিছু টাকা নষ্ট হতে পারে। বন্ধুর সঙ্গে আজ দেখা হওয়ায় আনন্দ। **কর্কট :** হঠাৎ বাবার জন্য দুশ্চিন্তা। বাড়ি সারাইয়ের কাজে নেমে পড়শির সঙ্গে ঝামেলা। **সিংহ :** ছেলের চাকরি পাওয়ার সংবাদে আনন্দ। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **কন্যা :** পড়াশোনার জন্য বেশ খরচ হবে। কোনও গোপন তথ্য প্রকাশ্যে আসায় সমস্যা হবে। **তুলা :** অন্যায়ের প্রতিবাদ করে জনপ্রিয় হবেন। রাজনীতি থেকে সমস্যা। **বৃশ্চিক :** ব্যবসার জন্য ঋণ নিতে হতে পারে। কোনও পুরোনো ফ্ল্যাট কেনার ভালো সুযোগ পাবেন। **ধনু :** অফিসে আপনার কাজের জন্য জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। প্রেমে শুভ। **মকর :** হঠাৎ দূরে যেতে হতে পারে। পেটের অসুখে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। **কুম্ভ :** পরিবারের সঙ্গে দিনটা কাটিয়ে আনন্দ। চোখের সমস্যা কেটে যাবে। **মীন :** বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে যাবেন না।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৪ আশ্বিন ১৪৩১, ভাঃ ৯ আশ্বিন, ১ অক্টোবর ২০২৪, ১৪ আহিন, সংবৎ ১৪ আশ্বিন বদি, ২৭ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৩১, অঃ ৫।২৩। মঙ্গলবার, চতুর্দশী রাত্রি ৯।৬। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ১০।১৫। শুক্রযোগ রাত্রি ৩।৫৫। বিষ্টিকরণ দিবা ৮।১৩ গতে শকুনিকরণ রাত্রি ৯।৬ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ১০।১৫ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, অপরাহ্ণ ৪।৫২ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ,দিবা ১০।১৫ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ৯।৬ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৭।০ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ১২।৫৬ গতে ২।২৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৫৪ গতে ৮।২৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার নিশিপালন। আন্তর্জাতিক রক্তদান দিবস। আন্তর্জাতিক বর্ষীয়ান (প্রবীণ) নাগরিক দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২৭ মধ্যে ও ৭।১২ গতে ১০।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩২ গতে ৮।২৩ মধ্যে ও ৯।১৪ গতে ১১।৪৬ মধ্যে ও ১।২৮ গতে ৩।৯ মধ্যে ও ৪।৫১ গতে ৫।৩২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৩২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

চোপড়ার চা বাগানে বোনাস ১৪ শতাংশ

চোপড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘ বৈঠকের পর সোমবার ঘোষণা হল চোপড়া সহ উত্তর দিনাজপুর জেলার বড় চা বাগানগুলির পুজোর বোনাস। এদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলে বৈঠক। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, এবছর শ্রমিকদের ১৪ শতাংশ বোনাস দেওয়া হবে। গত বছরও যেখানে ১৭.২৫ শতাংশ বোনাস দেওয়া হয়েছিল, সে জায়গায় এবছর ৩.২৫ শতাংশ বোনাস কম দেওয়ার কারণ হিসাবে জানানো হয়েছে বাগানের সামগ্রিক খারাপ পরিস্থিতির কথা।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক দীপক রায়, যুগ্ম সম্পাদক কালু সিংহ, সিটুর তরফে স্বপন গুহনিয়োগী, কার্তিক শীল, এনইউপিডব্লিউ নেতা অশোক রায়, নাজিমুদ্দিন, টিপার সম্পাদক মলয় মিত্র, টিবিআইটি'র সম্পাদক রানা দে প্রমুখ। এছাড়াও এই বৈঠকে ১০০ জনের বেশি শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। গতবারের মতো ১৭.২৫ শতাংশ বোনাসের দাবি জানানো হলেও, মালিকপক্ষ ১৪ শতাংশেই অনড় থাকে। সিটু নেতা কার্তিক শীল বলেন, '১৪ শতাংশ বোনাসের বিষয়টি শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করেই ঠিক করা হয়েছে।' ফলে পুজোর আগে বোনাস পেতে চলেছেন মোট ৩৫টি বড় বাগানের প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী। অন্যদিকে, দীপক রায় জানান, আগামী ৩ অক্টোবর বটলিফ কারাখানাগুলির বোনাস সংক্রান্ত বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে দাগাপুর শ্রমিক ভবনে।

সম্প্রীতির বার্তা দিতে সভা

ইসলামপুর ও চোপড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর : আসন্ন দুর্গাপুজোয় সকলের মধ্যে সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দিতে এবং উৎসবের দিনগুলিতে শান্তি বজায় রাখতে সোমবার ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে সভার আয়োজন করেছিল অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল, সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মৌলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস সহ ইমাম, মুয়াজ্জিনরা। সকলেই শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে উৎসব পালনের বার্তা দেন।

অন্যদিকে, সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে চোপড়া থানার পুলিশের উদ্যোগে এলাকার পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল সোমবার। শান্তিপূর্ণভাবে পুজো পালনের পাশাপাশি বিসর্জন নিয়েও আলোচনা হয় এই বৈঠকে।

১২ ঘণ্টার বনধের প্রভাব পাহাড়ে, ধসে বন্ধ সিকিমের লাইফলাইন

জাতীয় সড়ক নিয়ে ক্ষোভ সিকিমেও

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : একেই ধসে বিধ্বস্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। ঘুরপথে সমতলের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে হচ্ছে কালিম্পং ও সিকিমকে। তার ওপর সোমবার সপ্তাহের প্রথমদিন পাহাড় বন্ধে বিকল্প পথেও ভোগান্তি পোহাতে হল জনতাকে। গরুবাথান থেকে শুরু করে জোড়বাংলো সর্বত্রই আন্দোলনকারীদের মুখে পড়ে নাকাল হতে হয়েছে সিকিম, কালিম্পং ও সমতলের মধ্যে চলাচলকারীদের।

১০ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে সিকিমেও। এখানকার সাংসদ ইন্দ্র হাং সুব্বা ক্ষোভের সঙ্গে বলছেন, 'সিকিমের রাস্তায় কোনও সমস্যা নেই এখন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে আমাদের। পর্যটন মার খাচ্ছে ব্যাপকভাবে। প্রধানমন্ত্রীকেও বিষয়টি জানিয়েছি।'

এর আগেও ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের দিকে অভিযোগ তুলেছে সিকিমের রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক মহল। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক নিয়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ কথা বলবেন বলে রবিবার শিলিগুড়িতে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন বিকেলের পর অবশ্য পূর্ত দপ্তরের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করে মঙ্গলবার থেকে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক খুলে দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। তবে অনুমতি মিলেছে ছোট গাড়ির। শর্তসাপেক্ষে সকাল ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মিনিবাসের যাতায়াতেও সায় দিয়েছে প্রশাসন। কিন্তু মঙ্গলবার থেকে টানা তিনদিন পাহাড়ে বৃষ্টির ভ্রূকুটি থাকায়, রাস্তাটি কতদিন সচল থাকবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

> সিকিমের রাস্তায় কোনও সমস্যা নেই এখন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে আমাদের। পর্যটন মার খাচ্ছে ব্যাপকভাবে। প্রধানমন্ত্রীকেও বিষয়টি জানিয়েছি।
>
> **ইন্দ্র হাং সুব্বা** সাংসদ, সিকিম

বিকল্প রাস্তায় চা শ্রমিকদের অবরোধ আন্দোলন নেমে আসায়, আতঙ্ক দানা বেঁধেছে। এদিনের বনধকে সর্বাত্মক করতে মিরিক, জোড়বাংলো, গরুবাথান সহ একাধিক জায়গায় চা শ্রমিকরা রাস্তা অবরোধ করায়, পুজো পর্যটন নিয়ে চিন্তাও বাড়ছে। বুকিং কম থাকার পর এধরনের আন্দোলনের জেরে পর্যটকদের মধ্যে যে আতঙ্ক ছড়াবে এবং পুজোর দিনগুলিতে বিকল্প জায়গা খুঁজে নেবেন, সে ব্যাপারে একপ্রকার নিশ্চিত পর্যটন ব্যবসায়ীদের একটা বড় অংশ। গাড়ি ভাড়া নিয়ে সোমবার যে ভাবে 'ডাকাতি' করা হয়েছে, সেটাও পর্যটনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে চলেছে বলে মনে করছেন তাঁরা।

১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় লাভা-আলগাড়া-গরুবাথান হয়ে কালিম্পং এবং সিকিমের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ রয়েছে শিলিগুড়ির। কিন্তু রাস্তাটি খারাপ থাকায় সিকিম যেতে দিন শেষ করে রাত হয়ে যাওয়ায় অনেকেই তিস্তা-জোড়বাংলো অথবা দার্জিলিং-জোরথাং পথ বেছে নিচ্ছেন। কালিম্পং এবং শিলিগুড়ির মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে কার্সিয়াং-জোড়বাংলো-তিস্তাবাজারের মধ্যে দিয়ে। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় এই পথগুলি ধরেই সিকিমের পাশাপাশি কালিম্পং এবং শিলিগুড়ির মধ্যে চলাচল করতে গিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়েন প্রচুর মানুষ। তাঁদের মধ্যে পর্যটকও রয়েছেন। গরুবাথান, জোড়বাংলো, দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি আটকে দেওয়া হয়। অনুরোধেও কাজ হয়নি বলে অনেকের বক্তব্য।

এদিন জোড়বাংলো হয়ে সিকিমের মাঝিটারে যাচ্ছিলেন সেখানকার বাসিন্দা রামসুন্দর মুখিয়া। তাঁর বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি থেকে রোহিণী মোড় আসার পরই জানতে পারি বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি আটকানো হচ্ছে। তাই রোহিণী রোড না ধরে পাঙ্খাবাড়ি রোড ধরি। মকাইবাড়ি চা বাগানের আগেই গাড়ি আটকে দেওয়া হয়।' তাঁর মতো প্রচুর মানুষ ঘুরপথে চলতে গিয়ে ভোগান্তির শিকার হয়েছেন।

পর্যটন ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘদিন পর ফের সর্বাত্মক বনধের সাক্ষী থাকল পাহাড়। সোমবারের বনধ অনেককেই ২০১৭ সালের ১০৪ দিনের বনধের কথা মনে করিয়েছে। এদিন শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকা বনধে পুরোপুরি অচল রইল শৈলশহর। পুজোর মুখে বনধে পাহাড়ের পর্যটন এবং এর সঙ্গে যুক্ত অন্য ব্যবসারও যথেষ্ট ক্ষতি হল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের বক্তব্য, এদিন বহু পর্যটক হয়রানির শিকার হয়েছেন। পাহাড়ে এভাবে আচমকা বনধ হলে পর্যটকরা পুজো মরশুমে দার্জিলিং থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন।

পৃথক রাজ্যের দাবিতে পাহাড়ে নানা সময় আন্দোলন হয়েছে। বিশেষ করে ২০০৭, ২০১৭ সালে তো লাগাতার বনধ চলেছে। এই বনধগুলি পাহাড়ের অর্থনীতির কোমর ভেঙে দিয়েছিল। পর্যটকরা পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। পাহাড়ে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন তাঁরা। যার ফলে রুটিরুজির সন্ধানে বাইরে যেতে শুরু করেছিলেন স্থানীয়রা। ২০১৭-র পর থেকে চেনা ছন্দে ফিরতে শুরু করে পাহাড়। রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিনয় তামাং, অনীত থাপা পাহাড়ের শাসনক্ষমতার রাশ হাতে নিয়েই বনধের রাজনীতি বন্ধের ঘোষণা করেছিলেন। বনধমুক্ত দার্জিলিংয়ের ঘোষণা করেছিল জিটিএর তৎকালীন প্রশাসক বোর্ড। সেই থেকে পাহাড় কর্মচঞ্চল। পর্যটকরা পাহাড়মুখী হয়েছেন। জিটিএর মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজও সেখানে শুরু হয়েছে। যার জেরে ধীরে ধীরে পাহাড়ের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু এরই মাঝে মাত্র ১০ ঘণ্টার নোটিশে ফের বনধ ডাকা হয় পাহাড়ে। এর জেরে এদিন অনেক পর্যটক সমস্যায় পড়েন। যাঁদের বাড়ি ফেরার বিমান বা ট্রেনের টিকিট কাটা ছিল, তাঁরা সময়মতো নামতে পারেননি।

হয়রানি

- বনধে পুরোপুরি অচল রইল শৈলশহর
- মনে পড়ছে ২০০৭, ২০১৭ সালের স্মৃতি
- পুজোর মুখে বনধ, পর্যটকদের কাছে ভুল বার্তা
- বনধে বহু পর্যটক হয়রানির শিকার হয়েছেন

দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা তথা চিকিৎসক প্রতাপাদিত্য গুহ মনে করছেন, 'পুজোর মুখে এই ধরনের বনধে পর্যটকদের কাছে ভুল বার্তা গেল। পাহাড়ে বনধ শুনলেই মানুষের মনে আন্দোলনের সময়কার ছবি ভেসে ওঠে। এর ফলে অনেকেই পাহাড়ে বেড়াতে আসার সিদ্ধান্ত বদলাতে পারেন।' তাঁর সংযোজন, 'টানা বৃষ্টির জেরে এখানে এখনও পুজোর বাজার সেভাবে জমে ওঠেনি। বৃষ্টি কমে আকাশ রোদ ঝলমলে হতেই রবিবার বাজারে কিছুটা ভিড় দেখেছি। কিন্তু সোমবার আচমকা বনধে সমস্ত কিছু অচল হয়ে গিয়েছে। পুজোর বাজারও মার খেল।'

দার্জিলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্যুর অপারেটরস-এর সম্পাদক প্রদীপ লামার বক্তব্য, 'এদিন বহু পর্যটক সমস্যায় পড়েন। এভাবে আচমকা বনধ হলে তো সমস্যা। পুজোর মুখে এসব না হলেই ভালো হত।' অন্যদিকে হোটেল ব্যবসায়ী স্বপন বিশ্বাস মনে করেন, শ্রমিকদের দাবি ন্যায্য। তাঁদের বোনাস এতদিনে হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পুজোর আগে এই বনধে পর্যটকদের কাছে ভুল বার্তা গেল। দার্জিলিংয়ের অর্থনীতিতেও এর প্রভাব পড়েছে। এদিন দোকান, বাজার, ম্যালের চায়ের হকারদের ব্যবসাও বন্ধ ছিল।

স্তব্ধ।। *দার্জিলিংয়ের ম্যালে বন্ধ দোকানপাট। সোমবার মৃণাল রানার তোলা ছবি।*

সহবাসের অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রেমিক

ফাঁসিদেওয়া, ৩০ সেপ্টেম্বর : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রেমিক। ঘটনাটি ফাঁসিদেওয়া ব্লকের। অভিযুক্ত প্রকাশ সরকার (২২)-কে সোমবার গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত ঘোষপুকুরের বাসিন্দা। তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে। এদিনই অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘোষপুকুরের বাসিন্দা ২২ বছরের এক তরুণীর সঙ্গে প্রকাশের প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অভিযোগ, ওই তরুণ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেয়েটির সঙ্গে একাধিকবার সহবাস করে। যার জেরে তরুণী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। এরপর তাঁকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে অভিযুক্ত। এমনকি কোনও সম্পর্কও রাখতে চায়নি। তরুণী বিষয়টি পরিবারকে জানান। বর্তমানে তিনি ৫ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এবিষয়ে তিনি ঘোষপুকুর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তদন্তে নেমে পুলিশ এদিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। তরুণীর যাবতীয় মেডিকেল টেস্ট হয়েছে। তদন্ত চলছে।

মদ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : সিকিম থেকে এরাজ্যে পাচারের সময় আবগারি বিভাগের হাতে ধরা পড়ল ৭ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার মদ। আবগারি বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে সিকিম থেকে আসা একটি গাড়ি জোরবাংলো হয়ে কার্সিয়াংয়ের দিকে যেতে থাকলে তার পিছু নেন আবগারি কর্তারা। শেষমেশ আট মাইলের কাছে ওই গাড়ি ধরা পড়ে। যদিও পালিয়ে যান চালক। জলপাইগুড়ি এক্সাইজ ডিভিশনের স্পেশাল কমিশনার অফ রেভিনিউ সুজিত দাস বলেন, 'গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গাড়ি থেকে ৪৯৯ লিটার মদ, ২৩৪ লিটার স্পিরিট উদ্ধার হয়েছে।' তিনি জানান, পুজোর এই মরশুমে কোনওভাবেই যাতে অবৈধভাবে মদ এরাজ্যে ঢুকতে না পারে, তারজন্য নাকা চেকিংয়ের ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে।

ক্ষতিপূরণ অন্য অ্যাকাউন্টে

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর : বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ছেলের মৃত্যুর পর ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করে জমা দিয়েছিলেন সমস্ত নথিপত্র। তারপর দু'বছর পেরিয়ে গেলেও মেলেনি টাকা। এই দীর্ঘ সময়কালের মধ্যে একাধিকবার বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। বাধ্য হয়ে সোমবার স্থানীয় বিজেপি নেতা তথা রাজ্য বিজেপি মাইনরিটি সেলের সম্পাদক গোলাম সারোয়ার ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার ইসলামপুর ডিভিশনাল অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন ওই মৃত নাবালকের বাবা-মা। বিক্ষোভের জেরে দপ্তরের আধিকারিক দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ তুলে নেন তাঁরা।

মৃত নাবালকের বাবা মহম্মদ খলিল বলেন, 'বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার তরফে বলা হচ্ছে টাকা না কি অন্য কারও অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। কিন্তু আমার স্ত্রীর অ্যাকাউন্ট নম্বর জমা দিয়েছিলাম।' তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'অ্যাকাউন্ট নম্বর বদলে গেল কীভাবে?' তাঁর অভিযোগ, 'বিদ্যুৎ দপ্তর আর্থিক দুর্নীতি করে অন্যের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকিয়েছে। অবিলম্বে আমরা সেই টাকা ফেরত চাইছি। নাহলে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

ইসলামপুরে বিদ্যুৎ দপ্তরে বিক্ষোভ

বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির ইসলামপুরের ডিভিশনাল ম্যানেজার সমীর চৌধুরী অবশ্য দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'ক্ষতিপূরণের জন্য যে কাগজ জমা করা হয়েছিল সেই কাগজ অনুযায়ী নির্দিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টেই টাকা জমা করা হয়েছে। তবে, কয়েকদিন আগেই আমাদের কাছে অভিযোগ আসে সেটি অন্য কারও অ্যাকাউন্ট। পুনরায় সবকিছু তদন্ত করে দেখছি। সমস্ত বিষয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।' স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, জমা দেওয়া নথিতে মৃত নাবালকের মায়ের নাম বা অ্যাকাউন্ট নম্বর বদলে গেল কীভাবে? তাহলে কি এই ভুলের পেছনে কোনও বড় রহস্য রয়েছে?

২০২২ সালের এপ্রিল মাসে গোয়ালপোখর ব্লকের ব্যাগরাগাছি গ্রামে ছিঁড়ে পড়া বিদ্যুতের তারে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছিল ১০ বছরের নাবালক আনোয়ার আলমের। ২০২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার তরফে মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়। কিন্তু সেই ক্ষতিপূরণের টাকা পায়নি মৃতের পরিবার। বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা জানিয়েছে, যেহেতু বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তাই পুনরায় তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কানকিতে নতুন ট্রান্সফর্মারের দাবিতে বিক্ষোভ

কানকি, ৩০ সেপ্টেম্বর : নতুন ট্রান্সফর্মারের দাবিতে সোমবার কানকি বিদ্যুৎ দপ্তরে বিক্ষোভ দেখালেন লালগঞ্জ লাগুয়া গ্রামের বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, এক সপ্তাহ ধরে গ্রামের ট্রান্সফর্মার বিকল অবস্থায় পড়ে। বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় নাজেহাল অবস্থা সাধারণ মানুষের। কর্তৃপক্ষকে বারবার অভিযোগ জানানো হলেও নতুন ট্রান্সফর্মার বসানো হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। পরে বিদ্যুৎ দপ্তরের আশ্বাস পেয়ে বিক্ষোভ থেকে সরে আসেন তাঁরা। কানকি বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক কৃষ্ণ কুমার জানিয়েছেন, এলাকার সমস্যা খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীহীন রামনগরের বৌপুকুর

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : ছটপুজো থেকে শুরু করে অন্যান্য পুজো বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। সবক্ষেত্রেই এলাকার বাসিন্দাদের ভরসা সাউথ কলোনি-রামনগরের বৌপুকুরটি। এখানে সারাবছরই জল থাকে। তাই এলাকার কচিকাঁচাদের প্রায় প্রতিদিনই পুকুরে নেমে স্নান করতে দেখা যায়। কিন্তু বছরভর আবর্জনা ও কচুরিপানায় ভর্তি থাকে পুকুরটি। বহুদিন ধরেই পুকুরের ঘাট নির্মাণ সহ সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছেন স্থানীয়রা। যদিও কাজ হয়নি।

ছটপুজো কমিটির সম্পাদক কার্তিক কামতির বক্তব্য, 'এলাকার ৭০০ পরিবার সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েক হাজার মানুষ এখানকার ছটপুজোয় অংশগ্রহণ করেন। এর আগে বহুবার বিভিন্ন জনপ্রতিনিধির থেকে প্রত্যাশা মিলেছে, কিন্তু দাবি পূরণ হয়নি।'

বাসিন্দাদের দাবি জানতে পেরে ঘাট নির্মাণের চেষ্টায় এগিয়ে এসেছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি থেকে নির্বাচিত জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ সদস্য মনীষা রায়। সম্প্রতি সেচ দপ্তরে চিঠি দিয়ে ঘাট নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন মনীষা। এই বিষয়ে মনীষার বক্তব্য, 'বিষয়টি সেচ দপ্তরের আওতাধীন হওয়ায়, সেখানে জানিয়েছি। আশা করছি দ্রুত কাজ হয়ে যাবে।'

কচুরিপানায় ভরেছে সাউথ কলোনি-রামনগরের বৌপুকুর। - ফাইল চিত্র

গোটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে এখানেই সবার আগে ছটপুজো শুরু হয়, সেটাও প্রায় ৪৫-৫০ বছর আগে। যদিও ২০০০ সালের আগে পার্শ্ববর্তী লোকোশেড এলাকাতেই পুজো দিতে আসতেন ভক্তরা। ২০০০ সাল থেকে নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনের দক্ষিণ দিকের এই পুকুরেও পুজো শুরু হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের রামনগর, মজদুরবস্তি, সাউথ কলোনি, পাঁচকোলগুড়ি, বাঁশবাড়ি সহ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের রামনগর কলোনি মিলিয়ে কয়েক হাজার মানুষ এখানে ছটপুজোয় অংশ নেন।

প্রায় একসপ্তাহ আগে বিশেষ তিথিতে অনেককে এই পুকুরে নেমে স্নান করতে দেখা গিয়েছে। স্থানীয় রুমা পাসোয়ান, পিঙ্কি কামতি, রেখা মাহাতো, সঞ্জিত কামতিরা চাইছেন, দ্রুত ঘাটটি তৈরি করে দেওয়া হোক। রুমার দাবি, 'পুকুরটিকে সংস্কার করে ঘাট তৈরি করে দেওয়া হোক। কয়েক হাজার মানুষের প্রয়োজনের বিষয়টি প্রশাসনের আগেই ভেবে দেখা উচিত ছিল। সঞ্জিতের পরামর্শ, 'প্রায় আড়াই বিঘা জমির ওপর রয়েছে পুকুরটি। ঘাট তৈরি করে দু'পাশে গাছ লাগানো যেতে পারে। চাইলে আলোর ব্যবস্থা করে জায়গাটিকে পার্ক হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।'

বর্তমানে নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনকে আধুনিক মানের করে গড়ে তোলার কাজ চলছে। কাজ শেষে স্টেশনের দক্ষিণ দিকেরও গুরুত্ব বাড়বে অনেকটা। তৈরি হবে টিকিট কাউন্টার, আনাগোনা বাড়বে যাত্রী ও পর্যটকদের। পুকুরটিকে সেভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা গেলে জায়গাটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন বাসিন্দারা।

দুর্গা প্রতিমা তৈরিতে অভাব দক্ষ কারিগরের

মনজুর আলম

চোপড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর : বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে চলছে উমা বরণের প্রস্তুতি। পিছিয়ে নেই কুমোরটুলিগুলিও। কুমোরপাড়ার শিল্পীরা এখন ব্যস্ত সময়মতো মণ্ডপে প্রতিমা পৌঁছে দিতে। ঠিক একই ছবি চোপড়া ব্লকের কালাগছ কুমোরটুলিতেও। কিন্তু প্রতিমা তৈরিতে এখানের মৃৎশিল্পীদের কাছে অন্যতম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাইরের দক্ষ কারিগর না পাওয়া। ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়ে স্থানীয় কারিগর নিয়েই প্রতিমা তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাঁরা।

মৃৎশিল্পী মন্টু পাল বলেন, 'রাঙ্গাপানি থেকে দুজন কারিগর এনে ৫-৬টি বড় প্রতিমা তৈরি করেছি।' নটরাজ শিল্পালয়ের শিল্পী গৌরাঙ্গ পাল বলেছেন, 'দিন যত ঘনিয়ে আসছে কাজের ব্যস্ততা তত বাড়ছে। তাই স্থানীয় লোক নিয়ে নিজেই কাজ শুরু করে দিয়েছি।' এখানকার মৃৎশিল্পীদের কথায়, এলাকায় দক্ষ কারিগরের অভাব। প্রতিবছর রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর থেকে কারিগর আনতে হয়। এবছর আর সেটা হয়ে ওঠেনি। এর কারণ হিসাবে তাঁরা জানিয়েছেন, এখন কারিগরের মজুরি অনেকটাই বেড়েছে। তাছাড়া অন্যান্যবারের মতো কারিগররা সেভাবে সময় দিতে পারছেন না। অন্যদিকে, মৃৎশিল্পীদের আক্ষেপ জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির তুলনায় গ্রামীণ এলাকায় প্রতিমার দাম মেলে না। তাই বেশি মজুরি দিয়ে কারিগর আনা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাছাড়া নতুন প্রজন্মের ছেলেরা এই কাজে আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

চোপড়া ব্লকে কমবেশি ১০০টির ওপর দুর্গাপুজো হয়। চোপড়া ও ইসলামপুরের বিভিন্ন বড় পুজো কমিটিগুলো চোপড়ার কালাগছ থেকে দুর্গাপুজোর প্রতিমা কেনে। আর এই ব্লকে সবমিলিয়ে মৃৎশিল্পী ১৫-২০ জন। কালাগছ এলাকায় শিবশংকর শিল্পালয়ের মৃৎশিল্পী কমল পাল বলছেন, 'কারিগরের সমস্যা রয়েছে।' আরেক মৃৎশিল্পী শ্যামল পালের কথায়, 'নিজেই আগেভাগে কাজে হাত দিয়েছি। মোট ৯টি বড় দুর্গাপ্রতিমার অর্ডার পেয়েছি। কিন্তু স্থানীয় ভালো কারিগর নেই।' একাংশ শিল্পীর কথায়, আগের মতো ভালো কারিগর পাওয়া যায় না। তাছাড়া যে ক'জন ভালো কারিগর রয়েছেন তাঁরা আগে থেকেই বড় শহরে গিয়ে কাজ করছেন।

পরিবহণমন্ত্রীর দ্বারস্থ নেতারা

শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা এবং দাবিদাওয়া নিয়ে সোমবার কলকাতায় পরিবহণ ভবনে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর সঙ্গে বৈঠক করল আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, দার্জিলিং জেলা সভাপতি নির্জল দে সহ অন্য নেতারা। বৈঠক শেষে ঋতব্রত বলেন, 'কর্মরত অবস্থায় মৃত কর্মীর পরিবারের সদস্যকে চাকরি দেওয়া, কর্মীদের নিয়মিত পদোন্নতির ব্যবস্থা করা, নিগমের প্রশাসনিক কমিটিতে কর্মী ইউনিয়নের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা সহ অন্য দাবি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি আমরা মন্ত্রীকে নিগমের ব্যয়সংকোচন করতে আরও বেশি পরিমাণে কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস (সিএনজি) চালিত বাসের সংখ্যা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছি।'

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে শঙ্কার ছবি

রক্ষী বাড়লেও ফাঁক নিরাপত্তায়

রাহুল মজুমদার

জরুরি বিভাগের সামনে অবাধে ঘোরাঘুরি। সোমবার রাতে। -সূত্রধর

শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : আরজি করের ঘটনার পরেই রাজ্যের প্রায় প্রতিটা হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজে নিরাপত্তা বাড়িয়েছে রাজ্য সরকার। নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালেও। পুলিশ এবং বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী দিয়ে হাসপাতাল চত্বর কার্যত মুড়ে রেখেছে কর্তৃপক্ষ।

তারপরেও অবশ্য হাসপাতালের ভেতরে বহিরাগতদের ঘোরাঘুরিতে সম্পূর্ণ লাগাম পরানো যায়নি। জরুরি, সার্জারি থেকে মেডিসিন বিভাগ- সর্বত্র অবাধে যাতায়াত বহিরাগতদের। হাসপাতালে গেলে নজরদারির ফাঁকফোকর নজরে পড়ে খুব স্পষ্টভাবে। এধরনের ঘটনা রুখতে প্রয়োজন নিখুঁত পরিকল্পনা, মনে করেন হাসপাতালের চিকিৎসকদের একাংশ। এব্যাপারে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপার চন্দন ঘোষের বক্তব্য, 'এই বিষয়টি নিয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। খুব তাড়াতাড়ি নিরাপত্তারক্ষীদের স্থানান্তরিত করা হবে। পাশাপাশি পুলিশ থেকে বলেছে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে। সেটাও করা হচ্ছে।'

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের মূল গেট দিয়ে যে কেউ ঢুকে যেতে পারবে ভেতরে। জরুরি বিভাগ পর্যন্তও চলে যাওয়া যায় অনায়াসে। সেখান থেকে চিকিৎসকের কাছে যেতে হলে নিরাপত্তারক্ষীর প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে। তবে উলটোদিক দিয়ে সার্জারি বিভাগের দিকে যেতে সেভাবে কোনওরকম বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। একজন বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী থাকলেও, তিনি অধিকাংশ সময় কারও কাছে কিছু জানতে চান না। অনায়াসে চলে যাওয়া যায় সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় সার্জারি বিভাগের দিকেও।

মেডিসিন বিভাগের বিল্ডিংয়ে যেতে নিরাপত্তারক্ষী বাধা দেন না বেশিরভাগ সময়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওই সমস্ত বিভাগের দিকে এগোনো যাচ্ছে অবাধে। বিভাগগুলিতে ঢোকার মুখে একজন করে নিরাপত্তারক্ষী থাকলেও তাঁদের তেমন হেলদোল চোখে পড়ে না। যে কোনও সময় দলবেঁধে ঢুকে হামলা চালাতে পারে সমাজবিরোধীরা। বিশেষ করে, রাতে সমস্যা আরও বেশি।

নজর নেই

- জরুরি, সার্জারি থেকে মেডিসিন বিভাগ- সর্বত্র অবাধে যাতায়াত
- মূল গেট দিয়ে যে কেউ ঢুকে যেতে পারে ভেতরে
- ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান, এক্স-রে ঘরের দিকের রাস্তা রাতে অন্ধকার
- সুপার অফিস সংলগ্ন স্টাফ কোয়ার্টারের চারপাশেও আলো নেই পর্যাপ্ত
- চিকিৎসকদের একাংশ মনে করেন, নিখুঁত পরিকল্পনা প্রয়োজন

বিভিন্ন বিভাগ বাদে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান এবং এক্স-রে ঘরের দিকে যাওয়ার রাস্তাটি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকছে। ওই পথ দিয়ে যাওয়া যায় মর্গের দিকে। রাত ১১টার পর এক্স-রে কাউন্টারের দিকে যদি কেউ ঢুকে কর্মীদের ওপর হামলা করে, সেদিকে নজর রাখার মতো কেউ নেই। এছাড়া মর্গের আশপাশের এলাকা দিয়ে যে কেউ প্রাচীর টপকে ঢুকে যেতে পারে জেলা হাসপাতালে।

পেছনের দিকে সুপার অফিসের আশপাশে কয়েকটি স্টাফ কোয়ার্টার রয়েছে। ওই কোয়ার্টারগুলির চারপাশ অন্ধকারে ঢাকা থাকছে। যে কেউ ঢুকে যেতে পারে সেদিকে। জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে আলোর ব্যবস্থা এবং সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে সবটা এখনও সিদ্ধান্তস্তরে আটকে।

এদিকে, হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের বাইরে নিরাপত্তা আরও জোরদার করার দাবি উঠেছে। পাশাপাশি বহিরাগতরা যাতে বিনা বাধায় যে কোনও ওয়ার্ডের দিকে যেতে না পারে, সেক্ষেত্রে বিশেষ নজর রাখার আর্জি জানিয়েছেন সকলে।

উত্তরকন্যা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরের পথে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

ভুয়ো অ্যাপ নিয়ে সতর্কতা

চোপড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর : পিএম কিষান সম্মাননিধি প্রকল্পের নাম ভাঁড়িয়ে ভুয়ো অ্যাপ তৈরি হয়েছে বেশ কয়েকটি। এব্যাপারে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে চোপড়া ব্লক কৃষি দপ্তর। অভিযোগ, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ভুয়ো অ্যাপের লিংক পাঠানো হচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে। সেটা ডাউনলোড করলেই বিপদে পড়তে পারেন গ্রাহকরা। যাবতীয় তথ্য হাতিয়ে নিয়ে প্রতারণার ফাঁদ পাতছে সাইবার ক্রিমিন্যালরা।

যদিও এখনও পর্যন্ত ভুয়ো অ্যাপ ডাউনলোড করে চোপড়া থানা এলাকার কোনও বাসিন্দা প্রতারণার শিকার হয়েছেন বলে খবর নেই। চোপড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সংক্রান্ত একটিও অভিযোগ দায়ের হয়নি। তবে চোপড়া ব্লক কৃষি আধিকারিক মৌমিতা বড়ুয়া বলছেন, 'ভুয়ো অ্যাপ থেকে বিরত থাকতে কৃষকদের সচেতন করা হচ্ছে।'

চা পাতা চুরি চোপড়ায়

চোপড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর : চোপড়া থানার সুরভিপল্লি এলাকায় রবিবার রাতে এক ব্যক্তির প্রায় এক বিঘা বাগানের কাঁচা চা পাতা তুলে নিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। পুজোর আগে এধরনের ঘটনায় মাথায় হাত পড়েছে বাগান মালিকের। গোবিন্দ সিংহ নামের ওই বাগান মালিক সোমবার চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মাহেশ্বরীতে ওরিয়েন্টেশন

শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির আয়োজন করল রানিডাঙ্গার উত্তরবঙ্গ মাহেশ্বরী কলেজ। সোমবার কলেজের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত 'নবোদয়'-এ উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার ডঃ তাপসকুমার চট্টোপাধ্যায়। মুখ্য অতিথি ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবব্রত মিত্র। তিনি বলেন, 'এই কলেজের পরিকাঠামো খুব উন্নত। পড়ুয়ারা এখানে পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।' এছাড়া বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতুল শর্মা। অনুষ্ঠানে নাচ, গান পরিবেশন করেন কলেজের পড়ুয়ারা। এদিন প্রতিষ্ঠানের পাঁচজন অধ্যাপকের লেখা একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

জমি কেনায় কাটমানি দাবি পদ্ম নেতার

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির শহর এলাকায় জমি মাফিয়াচক্রে নাম জড়াল এক বিজেপি নেতার। শিলিগুড়ির এক বাসিন্দা সম্প্রতি জমি কিনেছেন। অভিযোগ, তাঁর কাছ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা কাটমানি চান সানু বৈদ্য নামে ওই নেতা। টাকা না পেয়ে দলবল নিয়ে মধ্যরাতে জমির মালিকের ওপর সশস্ত্র হামলা করেন তিনি। শিলিগুড়ি ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের পদ্ম নেতা সানুর বিরুদ্ধে রয়েছে বেআইনি জমি কারবারের অভিযোগও। ইতিমধ্যে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। সোমবার সানুকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

পুরনিগমের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি কলোনিতে থাকেন স্বপন মণ্ডল। ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিরঞ্জননগরে ৯৯ লক্ষ টাকায় জমি কিনেছেন তিনি। অভিযোগ, সেই খবর কানে যেতেই ৩০ লক্ষ টাকা কাটমানি চেয়ে বসেন সানু। টাকা না দেওয়ায় রবিবার রাতে দলবল নিয়ে ধারালো অস্ত্র সহ স্বপনের ওপর চড়াও হন বিজেপি নেতা। নেতাজি কলোনিতে এই ঘটনা ঘটে বলে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

স্বপনের দাবি, 'সানু দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাফিয়ারাজ চালাচ্ছে। তোলা না দেওয়ায় লোকজন নিয়ে আমার ওপর হামলা করেছে সে।' স্বপনের ওপর হামলা চালানোর সময় স্থানীয়রা হাতেনাতে ধরে ফেলেন সানুকে। এরপর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাঁকে।

এর আগে বারবার জমি সংক্রান্ত বেআইনি কর্মকাণ্ডে নাম জড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের। গ্রেপ্তার হয়েছিলেন শাসকদলের সংশ্লিষ্ট ব্লকের সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিক, সহ সভাপতি গৌতম গোস্বামী এবং আরও অনেকে। প্রতিটি ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে গেরুয়া শিবির। এবার সেই শিবিরের এক নেতার কীর্তিতে 'ইস্যু' হাতছাড়া করতে নারাজ শাসকদল।

পুরনিগমের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অলক ভক্ত বলছেন, 'শেষ পুরনিগমের নির্বাচনে তৃণমূলের রঞ্জন শীলশর্মার বিরুদ্ধে বিজেপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সানু। তার আগের ভোটে একই ওয়ার্ডে আমার বিরুদ্ধেও ওই দলের প্রার্থী ছিল সে।'

বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূলের সম্পাদক নির্মল রায়। তাঁর কথায়, 'সানুকে জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়ের ঘনিষ্ঠ হিসেবে সবাই চেনে। বিধায়ক-সাংসদ হিসেবে বিজেপির প্রার্থীরা নির্বাচিত হলে এলাকায় সানুর মতো মাফিয়াদের দাপট বাড়বেই।'

রাজনীতির রং

- এর আগেও বিভিন্ন বেআইনি কারবারে জড়িয়েছে ধৃত নেতার নাম
- শিখা ও জয়ন্তর বার্তা, আইন আইনের পথে চলবে
- ইস্যু হাতছাড়া করতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস
- বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন এদিন

জমি কাণ্ডে দলের নেতার নাম জড়িয়ে যাওয়ায় দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির পদ্ম বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'জানি না কী হয়েছে। আমি বলব, আইন আইনের পথে চলবে।' বিস্ময় প্রকাশ করেছেন জলপাইগুড়ির সাংসদ। তাঁর বক্তব্য, 'এরকম কিছু তো শুনিনি। কেউ বলেনি। তবে যদি এধরনের অভিযোগ উঠে থাকে, তবে কিছু বলার নেই। আইনত যা হওয়ার হবে।'

কয়েকদিন আগে শান্তিনগরের এক বিজেপি নেত্রীর বিরুদ্ধে নীতিপুলিশির অভিযোগ উঠেছিল। সেক্ষেত্রেও নেত্রীর পাশে দাঁড়ায়নি দল। এবারে সরাসরি জমি কাণ্ডে নাম জড়াল আরেক নেতার। যদিও দল এসবে প্রশ্রয় দেবে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছে জেলা নেতৃত্ব।

হামলার পরই উত্তেজনা। নেতাজি কলোনিতে রবিবার রাতে।

বৃষ্টির জন্য পিছিয়ে যাচ্ছে আলু চাষ

ধূপগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : মোটামুটি সত্তর দিন বয়স হলেই নতুন আলু বা প্রাক মরশুমি আলু তোলা শুরু হয়ে যায়। সেই হিসেবে ডিসেম্বরের গোড়ায় আলু তুলতে হলে অক্টোবরের গোড়ায় আলু বীজ বুনতে হবে কৃষকদের। ইতিমধ্যে ধূপগুড়িতে আসতে শুরু করেছে ভিনরাজ্যের প্রাক মরশুমি পোখরাজ আলুর বীজ। কিন্তু হালের টানা বৃষ্টিতে আপাতত চাষ শুরুর সম্ভাবনা দেখছেন না আলুচাষিরা। ফলে অন্তত দু'সপ্তাহ প্রাক মরশুমি আলু চাষ পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এই ধাক্কাটা বোঝা যাবে ডিসেম্বর মাসের খুচরো বাজারে।

গত মরশুমের আলু এখনও মজুত রয়েছে হিমঘরে। সরকারি হিসেবে নভেম্বর মাস পর্যন্ত সময়সীমা রয়েছে সেই আলু বের করার। এদিকে, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নতুন আলু না উঠলে কিছুটা হলেও বাজারে জোগানে টান পড়বে। সেসময় খুচরো বাজারে হিমঘরে রাখা আলুর চাহিদাও নেমে যাবে তলানিতে। অগত্যা উত্তরপ্রদেশ কিংবা ভুটানের আলুর ওপরেই ভরসা করতে হবে স্থানীয় ক্রেতাদের।

কৃষি দপ্তরের হিসেব অনুসারে জেলায় ৫-৭ হাজার হেক্টর জমিতে প্রতিবছর প্রাক মরশুমি আলুচাষ হয়। এর মধ্যে বেশিরভাগ চাষই হয় সদর, রাজগঞ্জ, ময়নাগুড়ি এবং ধূপগুড়ি ব্লকের তিস্তা ও জলঢাকা নদীর চর এলাকায়। ধূপগুড়ি ব্লকে প্রায় দুই হাজার হেক্টর জমিতে এই চাষ হয়। এছাড়া, যে উঁচু জমিতে আমন ধান তুলনায় আগে উঠে যায়, সেখানেও প্রাক মরশুমি আলু চাষ হয়ে থাকে। বৃষ্টির জেরে চাষ অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় বীজের চাহিদা তলানিতে ঠেকলেও দাম কিন্তু গতবারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

বীজ ব্যবসায়ীরা জানালেন, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে আসতে শুরু করবে প্রাক মরশুমি বীজ। মাসখানেক এই বাজার চলার পর ঢুকবে মরশুমি সাদা জ্যোতি ও লাল হল্যান্ড আলুর বীজ। বৃষ্টিতে সাময়িক বিঘ্ন ঘটেছে বলে স্বীকার করলেন উত্তরবঙ্গ আলুবীজ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি স্বপন দত্ত। তবে তিনি বলেন, 'সমতল এবং পাহাড়ে বাড়তি বৃষ্টির ফলে চরে জল উঠেছে ঠিকই। কিন্তু চার-পাঁচদিন রোদ হলে জল নেমে যায়। এরপর জমি শুকনো ও ফুরফুরে হয়ে যায়। আশা করছি, এবারও তেমনটাই হবে।'

ছেলের মাথা ফাটাল বাবা

চোপড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর : নেশার সামগ্রী কেনার টাকা নেই। সেটা জোগাড় করতে শেষপর্যন্ত টিউবওয়েলের মাথা বিক্রির উদ্দেশ্যে খুলতে গিয়েছিলেন বাবা। বাধা দিতে গেলে প্লাস দিয়ে মেরে ছেলের মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি চোপড়া থানার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মালাগছের। ছেলেকে মেরে রক্তাক্ত করে দেওয়ার পর সোমবার স্বামীর বিরুদ্ধে চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন স্ত্রী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রামুচন্দ্র সেন আদতে কোচবিহারের বাসিন্দা। বছরদুয়েক আগে সেখান থেকে এসে এলাকার একটি ইটভাটায় কাজ নেন। বর্তমানে মালাগছেই পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন। নেশায় তাঁর আসক্তি ভীষণ রকম।

এর আগে মাদকদ্রব্য কিনতে বাড়ির আসবাব সহ বিভিন্ন জিনিস সামান্য দামেই বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ। এদিনও স্ত্রীর কাছে টাকা চেয়েছিলেন রামু। স্ত্রী চম্পারানি সেন তাতে পাত্তা না দিয়ে কাজে বেরিয়ে পড়েন সকালে। নেশার সামগ্রী কিনতে তাই বাড়ির উঠোনে থাকা পানীয় জলের টিউবওয়েলের মাথা খুলতে যান রামু। পনেরো বছর বয়সি ছেলে বাবার মতিগতি বুঝতে পেরে বাধা দিতে যায়। রামু ওই সময় ছেলেকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় ছেলেকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনা হয়। পরে চোপড়া থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা করেন ওই মহিলা। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মা আসছেন।। কালিয়াগঞ্জ নাটমন্দিরে ছবিটি তুলেছেন প্রমোতোষ সাহা।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

রাতেই বাঁধ ভাঙল পুনর্ভবার

নিউজ ব্যুরো

৩০ সেপ্টেম্বর : শুধু গঙ্গা ও ফুলহর নয়, গৌড়বঙ্গের দুই জেলায় ফুঁসছে টাঙন, পুনর্ভবা আর মরা মহানন্দা। কোথাও ভাঙল বাঁধ, তো কোথাও ভাঙার উপক্রম। বাঁধভাঙা জলে ভাসছে গঙ্গারামপুর ও তপন ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা। ডুবে গিয়েছে বিঘার পর বিঘা ফসলি জমি। পুজোর মুখে ঘুম উড়েছে গঙ্গারামপুর, তপন, বুনিয়াদপুর, ও গাজোলের কৃষকদের।

প্রবল স্রোতে রবিবার গভীর রাতে গঙ্গারামপুর ব্লকের নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যাদববাটী ঝাড়তলায় পুনর্ভবার বাঁধ ভেঙে যায়। সকাল হতে না হতেই প্লাবিত হয়ে পড়ে যাদববাটী, তপনের বাংলাপাড়া, সুতইল, কসবা, বাটোর সহ একাধিক গ্রাম। ধান সহ নানা ধরনের সবজির জমি নদীর বাঁধভাঙা জলে ডুবে গিয়েছে।

শর্ট ফিল্ম উৎসব

শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটি তাদের ১১তম শর্ট ফিল্ম ও তথ্যচিত্র উৎসবের আয়োজন করতে চলেছে। ২ অক্টোবর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত বিধান রোডে কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রিভিউ থিয়েটারে প্রতিদিন বিকেল ৫টা থেকে এই উৎসব শুরু হবে।

'খাপছাড়া' মানববন্ধন মহিলা তৃণমূলের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : মানববন্ধনের ডাক দিয়েছিল তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। তবে কর্মী-সমর্থকের অভাবে জমল না সেই কর্মসূচি। যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের একাংশ সংবাদমাধ্যমের সামনে বক্তৃতা দিয়ে, আরেক অংশ সেলফি তুলেই ফিরলেন বাড়ি। সোমবার শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে ছবিটা অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠল শাসকদলের কাছে।

সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ভেনাস মোড় থেকে মাল্লাগুড়ি পর্যন্ত এই মানববন্ধন হবে। ভেনাস মোড়ে দাঁড়িয়ে দলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ যখন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী সুস্মিতা বসুমৈত্রকে পাশে নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি, তখন ব্যানার গুটিয়ে বাড়ির পথ ধরেছেন মহিলা কর্মীরা। মাল্লাগুড়ি দূর, এয়ারভিউ মোড় পর্যন্তও মহিলা সংগঠনের কর্মীদের শক্তপোক্ত বন্ধন চোখে পড়ল না। সুস্মিতা অবশ্য বলছেন, 'সংগঠনের প্রচুর মহিলা নেত্রী, কর্মী ও সমর্থক এদিনের মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন।'

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনহিতকর প্রকল্পের বার্তা দিতে এবং নারী ক্ষমতায়নে বাংলাকে বিশ্ব দরবারে স্থান করে দেওয়ায় মহিলাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে এদিন রাজ্যজুড়ে মানববন্ধন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য জেলার মতো শিলিগুড়িতেও দুপুর দু'টোয় ভেনাস মোড় থেকে মাল্লাগুড়ি পর্যন্ত মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যানারে এই কর্মসূচি পালিত হয়। কিন্তু ভেনাস মোড় থেকে মাল্লাগুড়ি পর্যন্ত পুরো অংশে মানববন্ধনের ছবি দেখা যায়নি। বরং ভেনাস মোড় থেকে মার্কেটের বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত কিছুটা বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন নেত্রী ও কর্মীরা। মাঝেমধ্যে অবশ্য খাপছাড়াভাবে দাঁড়িয়েছেন অনেকে। এই যেমন, কোথাও ১০ জন হাত ধরে দাঁড়ানো। ১৫-২০ মিটার বাদ দিয়ে আবার ১০-১৫ জনের বন্ধন।

প্রথম থেকেই মহিলা সংগঠনের জেলা সভানেত্রী কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন। দুপুর আড়াইটা নাগাদ জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ ভেনাস মোড়ে আসার পরেই তাঁকে ঘিরে ছবি তোলার হিড়িক পড়ে যায়। সংবাদমাধ্যমে বক্তব্য রাখার সময় পাপিয়ার পেছনে জায়গা করে নিতে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। মানববন্ধন ততক্ষণে অনেকটাই আলগা।

কাউন্সিলার অভয়া বসু মার্কেটে বাসস্ট্যান্ডের দিকে গিয়ে মানববন্ধন কিছুটা লম্বা করার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তাতে খুব বেশি লাভ হয়নি। এয়ারভিউ মোড় থেকে মহানন্দা সেতু হয়ে গুরুংবস্তি মোড়, জংশন, মাল্লাগুড়ির দিকেও তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের বন্ধন ততটা শক্তপোক্ত হতে দেখা যায়নি।

রাজ্যের শাসকদলের হাতে শিলিগুড়ি পুরনিগম, মহকুমা পরিষদ রয়েছে। শহর এবং শহরতলিতে প্রচুর মহিলা নেত্রী, কর্মী-সমর্থকরা রয়েছেন। তারপরেও কেন কর্মসূচির এমন হাল, প্রশ্ন উঠছে দলের অন্দরেই। সুস্মিতা অবশ্য দাবি করেছেন, 'এদিনের কর্মসূচি পুরোপুরি সফল।'

আপন খেয়ালে গল্প করছেন মহিলা কর্মী-সমর্থকরা। সোমবার হিলকার্ট রোডে।

সাহাপুরে রাস্তায় বড় গর্ত

গোয়ালপোখর, ৩০ সেপ্টেম্বর : রাস্তা সংস্কার হয়নি দীর্ঘদিন। এর জেরে ভোগান্তি স্থানীয় বাসিন্দাদের। গোয়ালপোখর-১ ব্লকের সাহাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহাপুর বাজার থেকে রোসকুরা যাওয়ার রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য। বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় গর্ত।

পিচের চাদর উধাও। চলতি মাসে ওই রাস্তায় টোটো উলটে পাঁচজন যাত্রী গুরুতর জখম হন। সাহাপুর বাজারের অংশে বড় গর্তে জল জমে তৈরি হয়েছে মরণফাঁদ। মাঝেমধ্যেই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। সামনেই পুজো। তাই দ্রুত রাস্তাটি সংস্কারের আর্জি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এই প্রসঙ্গে গোয়ালপোখর-১ ব্লকের বিডিও কৌশিক মল্লিকের প্রতিক্রিয়া, 'আপাতত পুজোর আগে রাস্তার গর্তগুলিতে বেডমিশালি ফেলে চলাচলের যোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা হবে। সার্বিক সংস্কারের ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

১০ বছর আগে ওই রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছিল। এতে সাহাপুর বাজার থেকে রোসকুরা এবং চাকুলিয়ার মধ্যে যোগাযোগ অনেক সহজ হয়। দুই ব্লকের বাসিন্দাদের কাছে রাস্তাটির গুরুত্ব অপরিসীম। তবে অভিযোগ উঠছে, জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের উদাসীনতায় বর্তমানে রাস্তার এই হাল।

গোয়ালপোখর

সাহাপুরের বাসিন্দা জাহিদ আলম বলছেন, 'রাস্তাটি খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলে জল জমে যায়। নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় দীর্ঘদিন জল জমে থাকে। প্রতিদিন কেউ না কেউ সেখানে পড়ে জখম হচ্ছেন। পুজোর আগে সংস্কারের ব্যবস্থা করা গেলে ভালো হয়।' তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন আরেক বাসিন্দা প্রদীপকুমার ঠাকুর।

ওই রাস্তা দিয়ে নিয়মিত টোটো চালান নরেশচন্দ্র সিংহ, আসিফ রেজা। তাঁরা একসুরে বলেন, 'পুজোর সময় ব্যবসা একটু ভালো হয়। এই সময়টার জন্য আমরা সারাবছর অপেক্ষা করে থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। যাত্রী নিয়ে চলাচল করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে।' তাঁরাও পুজোর আগে রাস্তা মেরামতের আর্জি জানিয়েছেন।

এদিকে উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল আশ্বাস দিয়েছেন, 'গোয়ালপোখর এলাকার প্রতিটি রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাহাপুর থেকে রোসকুরার রাস্তাটাও শীঘ্রই মেরামত করা হবে।'

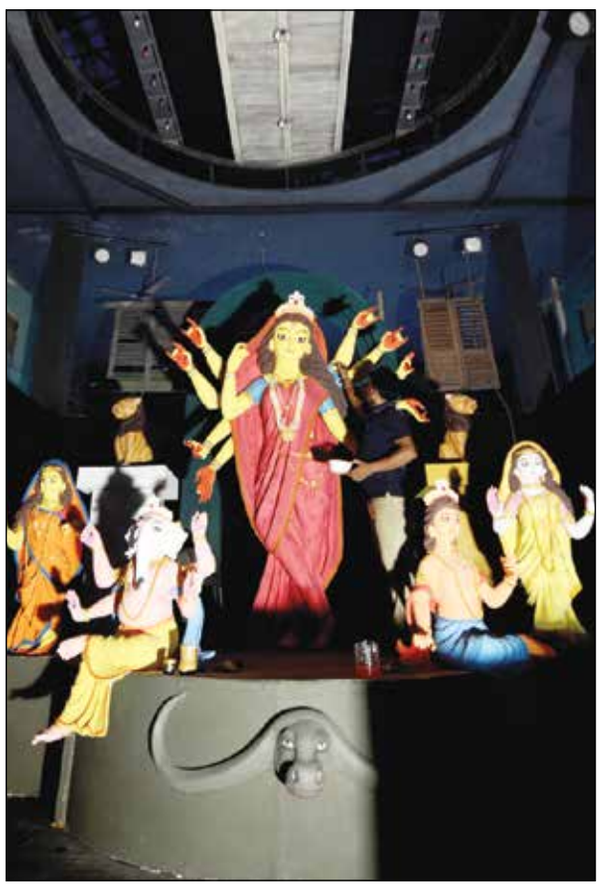

উত্তর কলকাতার হাতিবাগানের নবীনপল্লিতে তৈরি হচ্ছে দেবীর মূর্তি।

ইডি'র চার্জশিটে বালুর মেয়ের চিঠির উল্লেখ

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর : র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় তৃতীয় অতিরিক্ত চার্জশিট দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক (বালু) ঘনিষ্ঠ দেগঙ্গার দুই ব্যবসায়ী আনিসুর রহমান ও আলিফ নুরের বিরুদ্ধে অভিযোগের উল্লেখ রয়েছে। চার্জশিটে জ্যোতিপ্রিয়র লেখা চিঠির উল্লেখ করেছে ইডি। ওই চিঠি এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় তাঁর মেয়ের হাতে দিয়েছিলেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী।

এই চিঠি এবার জুড়েছে ইডির ১৫৭ পাতার চার্জশিটে। সরকারি ধান বিক্রির টাকা নয়ছয়ের কথা এই চিঠিতে উল্লেখ ছিল বলে জানতে পেরেছেন ইডি আধিকারিকরা।

জ্যোতিপ্রিয়র লেখা চিঠির সূত্র ধরে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন দুই ব্যবসায়ী আনিসুর ও আলিফ। আলিফের থেকে মেয়েকে সুদ বাবদ ১০ লক্ষ টাকা নিতে বলেছিলেন জ্যোতিপ্রিয়। তদন্তে উঠে এসেছে ধান বিক্রির টাকার একটি অংশ সুদ বাবদ প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীকে দেওয়ার রফা হয়েছিল। এই চিঠিতে শংকর আঢ্য, শেখ শাহজাহানেরও নাম ছিল।

কোর্টে ধাক্কা সিবিআইয়ের

সন্দীপকে হেপাজতে নেওয়ার আর্জি প্রত্যাহার

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর : পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্য আদালতে ভর্ৎসিত হল সিবিআই। সোমবার আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে হেপাজতে নেওয়ার আর্জি জানায় সিবিআই। কিন্তু শিয়ালদা কোর্টের বিচারক জানতে চান জেল হেপাজতে থাকাকালীন তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কিনা। প্যাঁচে পড়ে সিবিআই হেপাজতে নেওয়ার আর্জি ফিরিয়ে নিলেও পদ্ধতিগত ত্রুটি করে বসে। এতেই বিচারক ভর্ৎসনা করে বলেন, 'আবেদনের ক্ষেত্রে এই ধরণের ভুল করবেন না'।

আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় টালা থানার ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ও সিসিটিভি ফুটেজ হাতে পেয়েছেন সিবিআই আধিকারিকরা। তাই সন্দীপ ও অভিজিৎকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করতে চেয়ে তিনদিনের সিবিআই হেপাজতের আবেদন জানায়। কিন্তু বিচারকের ভর্ৎসনায় সেই আবেদন প্রত্যাহার করে। সিবিআইয়ের আর্জি, দুজনকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বিচারকের মন্তব্য, 'জেল হেপাজতে থাকাকালীন সিবিআইয়ের হাতে আসা তথ্য অনুযায়ী কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে? জেলে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে সমস্যা কোথায়?' তারপরই আর্জি প্রত্যাহার করে সিবিআই।

ধৃতদের মোবাইলের ডেটা উদ্ধারের পর নতুন কিছু মিলেছে। তাই সিবিআই তাদের নিজেদের হেপাজতে নিতে চায়। নিয়ম অনুযায়ী ১৫ দিন কোনও ধৃতকে হেপাজতে রাখা যায়। সেই মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি। সন্দীপের আইনজীবী জানান, সিবিআই এর আগে সন্দীপকে হেপাজতে নিয়ে জেরা করেনি। সন্দীপের বয়ান রেকর্ড করা হয়নি। বিচারক সিবিআইয়ের আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, 'জেলে গিয়েও তো প্রশ্ন করা সম্ভব।' অভিজিতের আইনজীবী আদালতে দাবি করেন, তাঁর মক্কেলের সঙ্গে অপরাধের কোনও যোগাযোগ নেই। টালা থানার কোনও তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করা হয়নি।

সিবিআইয়ের তরফে শেষমেশ ১৪ দিনের জেল হেপাজতের আবেদন জানানো হয়। সোমবার সন্দীপের বেলেঘাটায় চারতলা বাড়িতে যায় পুরসভার একটি দল। কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ নোটিশ দিয়েছিল, তাঁর বাড়ির একটি অংশ বেআইনিভাবে নির্মিত দাবি। এদিন আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলারও শুনানি হয়। বিপ্লব সিংহের জামিনের আবেদনের শুনানি হয়। সেই আবেদন খারিজ করে আদালত। সিবিআইয়ের দাবি, টেন্ডার দুর্নীতিতে বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। নামে-বেনামে ১৫টি সংস্থার মাধ্যমে দুর্নীতি হয়েছে। সন্দীপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫ কোটি টাকার বরাত পায় বিপ্লবের সংস্থা।

নভেম্বরে উপনির্বাচন ধরে প্রস্তুতি বিজেপির

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর : জল্পনা উসকে দিল্লি গেলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, রাজ্যের ৬ আসনে উপনির্বাচনে প্রার্থী ও দলের কৌশল নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করতেই সোমবার সকালে দিল্লি গিয়েছেন শুভেন্দু। তিনি অবশ্য কোনও মন্তব্য করেননি।

পুজোর পরে রাজ্যের ৬টি বিধানসভায় উপনির্বাচন ঘোষণা হতে পারে। এই বিধানসভাগুলি হল সিতাই, মাদারিহাট, তালডাংরা, মেদিনীপুর, নৈহাটি ও হাড়োয়া। নিয়ম অনুযায়ী, রাজ্যের ৬টি বিধানসভার নির্বাচন ডিসেম্বরের মধ্যে করতে হবে। সেক্ষেত্রে নভেম্বরের শেষে উপনির্বাচন ধরে পুজোর মধ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল উত্তরবঙ্গের মাদারিহাট ও সিতাই নিয়ে বৈঠক করেছেন। ৬টি বিধানসভায় নির্বাচন কমিটি গড়ে প্রথম দফার প্রস্তুতি বৈঠক হয়েছে। যদিও সেই কমিটি নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ উঠেছে। যেমন, সিতাই বিধানসভার কমিটিতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে রাখা হলেও মেদিনীপুরের কমিটিতে প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ বা বাঁকুড়ার তালডাংরা বিধানসভার কমিটিতে জায়গা হয়নি প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ সরকারের। মেদিনীপুরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কাঁথির সাংসদ শুভেন্দুর ভাই সৌমেন্দুকে। তালডাংরার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ বিধায়ক দিবাকর ঘরামিকে। হাড়োয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আরেক শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ মাফুজা খাতুনকে। নৈহাটির কমিটিতে নেই অর্জুন সিং। যদিও পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর দাবি, 'দিলীপদা, সুভাষদা দলের প্রবীণ নেতা। নির্বাচন পরিচালন কমিটির দায়িত্ব দেওয়া হলে ওঁদের যোগ্যতার প্রতি অবিচার করা হয়।'

জ্যোতির্ময় বলেন, 'মূলত লোকসভা ভোটের পর বসে যাওয়া বিধানসভাভিত্তিক মণ্ডল ও বুথ কমিটিগুলিকে নির্বাচনের জন্য সক্রিয় করাই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। নির্বাচন অবাধ হলে বিজেপি ৬টি আসনেই জিততে পারে।' যদিও আসন জেতার প্রশ্নে জ্যোতির্ময়ের এই দাবির সঙ্গে আদৌ সহমত নয় তৃণমূল।

ফের কর্মবিরতিতে যেতে পারেন জুনিয়ার ডাক্তাররা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালে ফের কর্মবিরতির কথা ঘোষণা করতে চলেছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানিতে রাজ্যের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ তাঁরা। সোমবার সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ঘটনাটিও সুপ্রিম কোর্টে ওঠে। রাজ্য সরকারের আইনজীবীদের যুক্তির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা।

দোষীদের শাস্তির দাবিতে মঙ্গলবার ৫০টি গণসংগঠন এক মহামিছিলের ডাক দিয়েছে কলেজ স্কোয়ার থেকে রবীন্দ্র সদন পর্যন্ত। সোমবার সকাল থেকেই আরজি কর হাসপাতালে ধর্না মঞ্চের পাশে বিশাল জায়েন্ট স্ক্রিন লাগিয়ে অধীর আগ্রহে বসেছিলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। দুপুরে অনিকেত মাহাতো জানান, তাঁরা তিনটি বিষয়ে জানতে আগ্রহী। প্রথমত, ওই ঘটনায় প্রকৃত দোষী কারা? কেন তাঁদের ধরা হচ্ছে না? দ্বিতীয়ত, কী কারণে খুন? তৃতীয়ত, ভয়ের সংস্কৃতি কবে বন্ধ হবে? হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তার কী হবে?

সুপ্রিম কোর্টে শুনানির পর কার্যত হতাশ ও ক্ষুব্ধ জুনিয়ার ডাক্তাররা। তাঁরা জানিয়েছিলেন, শুনানির পরেই তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। শুনানির পরই বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের জুনিয়ার ডাক্তাররা জিবি বৈঠক করেন। তবে শুনানির আগেই জুনিয়ার ডাক্তাররা আভাস দিয়েছিলেন, সম্ভবত রাজ্যজুড়ে ফের কর্মবিরতির দিকেই চলছেন তাঁরা। জুনিয়ার ডাক্তারদের সাফ কথা, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে অভিযুক্তদের অনেকেই প্রকাশ্যে ঘুরছে। তাই প্রকৃত নিরাপত্তা না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারছেন না তাঁরা।

সাগর দত্ত হাসপাতালে কর্মবিরতি এখনও চলছে। সুপ্রিম কোর্টের শুনানির পর আন্দোলনরত ডাক্তারদের বক্তব্য, রাজ্য সরকার নিরাপত্তার বিষয়ে নজর না দিয়ে রাজনীতি করছে। তাঁদের আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য সমস্ত ডাক্তারকে জরুরি বিভাগ-ওপিডি সহ সমস্ত বিভাগে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

রাজন্যার ছবির মুক্তি পিছোল

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর : মহালয়ার দিন মুক্তি পাচ্ছে না 'আগমনী : তিলোত্তমাদের গল্প'। দলকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলেন সাসপেন্ড হওয়া তৃণমূলনেত্রী রাজন্যা হালদার ও তৃণমূল নেতা প্রান্তিক চক্রবর্তী। তৃণমূল ছাত্রপরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে ওই মেল পাঠানো হয়েছে।

আরজি করের ঘটনা নিয়ে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি বানিয়েছিলেন রাজন্যা ও প্রান্তিক। স্পর্শকাতর বিষয়ে ছবি তৈরির জন্য দু'জনকেই সাসপেন্ড করে দল। রবিবার তাঁরা তৃণাঙ্কুরকে মেলে লেখেন, 'বর্তমান পরিস্থিতির কথা বিচার করে ও বিষয়টির সংবেদনশীলতার কথা মাথায় রেখে ও বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়ার অংশীদার হিসাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এইমুহূর্তে সিনেমাটি প্রকাশ করব না। আপাতত সিনেমাটির মুক্তি স্থগিত রাখছি।' সোমবার সুপ্রিম কোর্টে নিযাতিতার পরিবারের আইনজীবী ছবিটি নিয়ে আপত্তি জানান।

মণ্ডপে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি রাখার নির্দেশ

বর্ধমান, ৩০ সেপ্টেম্বর : সরকারি পুজো অনুদান নিয়ে পুজো করলে মণ্ডপে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি টাঙাতেই হবে। সোমবার পুজো উদ্যোক্তাদের এমনই নিদান দিলেন পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের তৃণমূল বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী। তিনি শুধু নিদান দিয়েই ক্ষান্ত হননি, মণ্ডপে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি টাঙানোয় আপত্তি থাকলে কী করতে হবে তাও বাতলে দিয়েছেন বিধায়ক। এর কড়া সমালোচনা করেছে বিজেপি।

ভাতারের ১৬২টি পুজো কমিটি এবছর সরকারি অনুদান পেয়েছে। এজন্য ভাতার থানা চত্বরে রীতিমতো মঞ্চ বেঁধে উদ্যোক্তাদের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এদিন ৭৫টি পুজো কমিটির হাতে ৮৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। বাকিদের আগামী দু'এক দিনের মধ্যে চেক দেওয়া হবে বলে থানা থেকে জানানো হয়েছে। এই অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী ছাড়াও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ জেলা পুলিশের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সেই মঞ্চে দাঁড়িয়েই অনুদানের চেক নিতে আসা কমিটিগুলিকে উদ্দেশ্য করে চড়া সুরে মানগোবিন্দ বলেন, 'মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী পুজোর জন্য যে টাকা দিচ্ছেন সেজন্য তাঁর ছবি যেন প্রতিটি প্যান্ডেলে টাঙানো থাকে। এই টাকাটা কিন্তু মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকেই আপনারা নিচ্ছেন। এটা সরকারের টাকা। মুখ্যমন্ত্রী সরকারের লোক। কিন্তু অনেকে টাকা নিচ্ছেন অথচ মুখ্যমন্ত্রীর ছবি টাঙাচ্ছেন না। আপত্তি থাকলে আপনারা টাকাটা নেবেন না। অনেক ক্লাব তো টাকা নিচ্ছে না। আপনারাও নেবেন না।'

বিধায়কের কথার সমালোচনা করে জেলা বিজেপির সহ সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র বলেন, 'সরকার আর দল সব গুলিয়ে ফেলেছেন বিধায়ক। তাই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সরকারি মঞ্চে বসে তিনি নিয়ম তৈরি করছেন। এটা মানা যায় না।'

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বিধায়কের পাশে দাঁড়িয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোলে সক্রিয় হন ভাতারের তৃণমূল নেতা শান্তনু কোনার। তিনি বলেন, 'কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য বা ধন্যবাদ দিতে বিধায়ক একথা বলেছেন। এটা একেবারে সাধারণ কথা। এটা তিনি বলতেই পারেন।'

আউশগ্রামে দেহজীবী মা-দের পুজো

শান্তিনিকেতন, ৩০ সেপ্টেম্বর : যেখানে নারীদের সম্মান নিয়ে হাজার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, সেখানে দেহজীবী মা-দের পুজো করে শুরু হবে আউশগ্রামের এক পুজো। প্রত্যেক বছরই অভিনবত্বের দাবি রাখে এই পুজো কমিটি। পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের জঙ্গলমহলের অজয় তীরের প্রাচীন ধ্বংস হয়ে যাওয়া গ্রাম গোপালপুর, উল্লাসপুর। সেখানকার বাসিন্দা বিশিষ্ট লেখক রাধামাধব মণ্ডলের উদ্যোগে এই 'গোপালপুর, উল্লাসপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসব'-এর আয়োজন। গত বছর এই পুজো কমিটির উদ্বোধনে এসেছিল বৃহন্নলাদের একটি দল। তাঁদের পুজো করা হয়। তার আগের বছর গ্রামের দুজন কৃষককে পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল পুজো। এবার রায়বেঁশে, বহুরূপী, বোলান, ভাদু দলের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের অনুষ্ঠানও হবে।

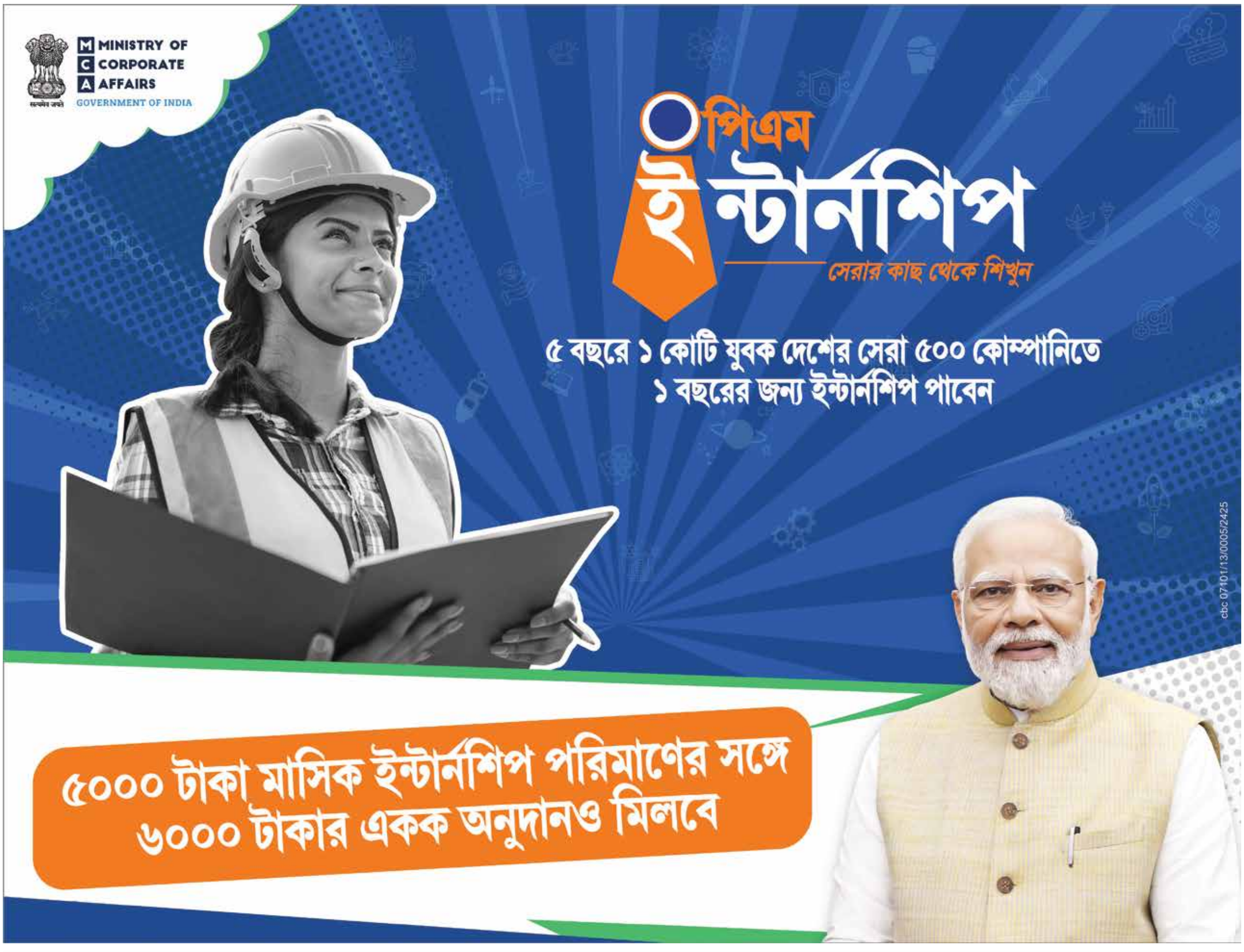

মঙ্গলবার, ১৪ আশ্বিন ১৪৩১, ১ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৩৫ সংখ্যা

অরাজনীতির অভিঘাত

আরজি কর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের প্রতিবাদ আন্দোলন তৃণমূল সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। আবার বিরোধী দলগুলির রাজনৈতিক দেউলিয়াপনাকে প্রকাশ্যে এনেছে। জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন ও রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন বিক্ষোভ ও মিছিলের অধিকাংশের প্রকাশ্য চরিত্র অরাজনৈতিক। ১৪ অগাস্টের রাত দখল কর্মসূচিতে লাখো মানুষের উপস্থিতি সরকারি জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও প্রশাসনের ওপর মানুষের ক্ষোভ, হতাশার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। চেষ্টা সত্ত্বেও 'অরাজনৈতিক' চরিত্রের কারণে বিক্ষোভে বিরোধী দলগুলি জায়গা নিতে পারেনি।

বিক্ষোভের প্রকৃতিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মানুষ বিকল্প খুঁজছেন। রাজনৈতিক ব্যানার ও স্লোগান ছাড়া বিক্ষোভগুলিতে স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি সব রাজনৈতিক দলের প্রতি মানুষের অসন্তোষ প্রকাশ্যে এনেছে। তৃণমূল সরকার শুরুর দিকে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে মানুষের আরও আস্থা হারিয়েছে। পরিস্থিতির ফায়দা তুলতে সিপিএম, বিজেপি মাঠে নামলেও দাঁত ফোটাতে ব্যর্থ হয়েছে।

আগ বাড়িয়ে বিক্ষোভস্থলে গিয়ে সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলকে 'গো ব্যাক' স্লোগান শুনতে হয়েছিল। এসব কারণে হতাশ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষরা। শুভেন্দু তো 'গো ব্যাক' স্লোগান তোলা জুনিয়ার ডাক্তারদের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নেশাড়ু' পড়ুয়া বলে দেগে দিয়েছেন। পাশে বসে তাঁকে নীরব সমর্থন জুগিয়েছেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত, মেঘালয়-ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়রা।

যাদবপুরের পড়ুয়া মাত্রই বামপন্থী- এই অতিসরলীকরণ যে কারও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে প্রকাশিত করে। জুনিয়ার ডাক্তাররা এরকম মনোভাবের কড়া জবাব দিয়েছিলেন। তাঁদের যুক্তি, বহিরাগতদের স্লোগান নিয়ে হইচই করে শুভেন্দু আন্দোলনকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা করেছেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের স্পষ্ট মনোভাব, রাজ্যের ক্ষমতা দখলের দলীয় লক্ষ্যে কিছু রাজনৈতিক দল গোড়া থেকে এই আন্দোলনকে ব্যবহার করতে সক্রিয়।

হাথরস-কাঠুয়া-উন্নাওতে যাঁরা ধর্ষকদের মালা পরিয়েছেন, তাঁদের ক্ষমতা দখলের চক্করে এই আন্দোলনকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না বলে জুনিয়ার ডাক্তারদের নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করে দিয়েছেন। বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁরা ভুয়ো খবর ছড়ানোর অভিযোগ করেছেন। যেমন, মহালয়ার দিন নির্যাতিতার জন্য জুনিয়ার ডাক্তাররা তর্পণ করবেন বলে সামাজিক মাধ্যমে খবরটি ভুয়ো। জুনিয়ার ডাক্তারদের এরকম কর্মসূচির সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কলকাতা সহ গোটা রাজ্যে চলা এই আন্দোলনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিজেপির ভূমিকা নগণ্য। কার্যত তাদের প্রথম প্রতিবাদ ছাত্রসমাজের নাম করে ডাকা নবান্ন অভিযান। সেখানেও চাপে পড়ে আন্দোলনকারীরা 'বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক নেই' বলতে বাধ্য হয়েছেন। সংঘ পরিবার বিজেপির তারকা-নেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে হাজির করে উত্তর কলকাতায় পৃথকভাবে বিবেক জাগরণ যাত্রা করেও সাফল্য পায়নি।

সিপিএম পতাকা, ব্যানার সরিয়ে বাজার গরম করা স্লোগান হাজির করেছে বেশ কিছু। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বহু জেলা সদর ও গঞ্জ এলাকায় সহ বিভিন্ন মিছিলের নেপথ্যে ছিল সিপিএম ও অন্য বামদলগুলি। সিপিএমের গণসংগঠন এবিটিএ, আইপিটিএ, ডিডব্লিউএ, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘও সক্রিয় ছিল। ছোট বাম দলগুলি নানাভাবে চেষ্টা করেছে। কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠনও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। পাশাপাশি প্রচুর মানুষ, যাঁরা সরাসরি রাজনীতিতে সক্রিয় নন, তাঁরাও আন্দোলনের রাজনীতিকরণের চেষ্টাকে ব্যর্থ করেছেন।

২০১১-তে বামফ্রন্ট সরকারের পতনে মানুষই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। এখন তাঁরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ওই গণবিক্ষোভে সুশীল সমাজের আহ্বানে লাখো লাখো মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। এবারও সেলেব্রিটিরা সহমর্মিতা প্রকাশে প্রতিবাদে পথে নেমেছেন। এই বিক্ষোভে কিছু বদল আসছে। হয়তো আরও আসবে। কিন্তু এর সুদূরপ্রসারী প্রভাবের প্রত্যাশা করার মতো উপাদান আছে।

অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

- শ্রীঅরবিন্দ

শতবর্ষে তপন : বৈচিত্র্যের শেষকথা

ছবিতে বিষয় বৈচিত্র্যের বিচারে তপন সিংহের মতো পরিচালক ভারতেই খুব কম রয়েছেন। কাল তাঁর শতবর্ষ।

সাহানা নাগচৌধুরী

তপন সিংহের শতবর্ষের সামনে দাঁড়িয়ে বারবার একটা কথা মনে হয়। এমন সিনেমা তিনি সারাজীবন বানিয়ে গেলেন যা বাঙালির অন্দরমহলে সরাসরি প্রবেশ করে বাড়ির কর্তা থেকে গিন্নি, এমনকি সপরিবারকেই ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তাঁর ছবি নির্বাচন, ছবির পরিবেশনায় এমনই মুনশিয়ানার স্পর্শ ছিল, যা এই বাংলার সর্বস্তরের দর্শককেই টেনে রাখত।

উত্তরবঙ্গের মানুষ তাঁকে আজীবন মনে রাখবে সাগিনা মাহাতোর মতো ছবি তৈরির জন্য। তিনধারিয়া টয়ট্রেনের লোকোশেডের প্রেক্ষাপটে সাগিনা মাহাতো হয়েছিল ১৯৭০ সালে। এতটাই সাড়া ফেলেছিল বাংলা ছবি যে, চার বছর হয় ওই ছবি হিন্দিতে হল। নাম সাগিনা। এবার তাঁর অর্ধশতাব্দী হল।

সাগিনা মাহাতো ছিল আমার বাবা গৌরকিশোর ঘোষের লেখা। আসলে তপনের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সাহিত্যিকদের। সন্তোষকুমার ঘোষ ও আমার বাবাকে তিনি একেবারে নিজের বৃত্তের মধ্যেই রেখেছিলেন। এর একটা কারণ হিসাবে তিনি বলেছিলেন, 'এঁরা দুজনেই বাংলা ছবিকে খুবই ভালোবাসে।' এই প্রসঙ্গেই উঠে আসে তাঁর স্ত্রী অরুন্ধতী দেবীর প্রসঙ্গ। তপন-অরুন্ধতীর সঙ্গে এঁদের আড্ডা এতই মূল্যবান ও উচ্চপর্যায়ের ছিল, তা এখনকার কোনও ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারবেন না। ঘটনাচক্রে অরুন্ধতী দেবীরও এইবার শতবর্ষ।

সাগিনা মাহাতোয় তিনধারিয়া রেলওয়ের লোকোশেড ছিল অন্যতম শুটিং স্পট। সাগিনা চরিত্রে অভিনয় করছেন দিলীপকুমার আর তাঁর সঙ্গিনী সায়রাবানু। মনে আছে, বাবা নিজেই শুটিং স্পটগুলো বাছার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন স্থানীয় লোকদের সঙ্গে কথা বলে। দিলীপকুমার-সায়রার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিলেন চা বাগানে পালচৌধুরীদের বাংলোয়।

সেই সময় উত্তরবঙ্গে তখন নানা ঝামেলা, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ওই অঞ্চলের সমস্ত লোকদের সহযোগিতায় চমৎকারভাবে শুটিং উতরে গিয়েছিল। স্থানীয় মানুষের আবেদনে স্কুল তৈরির জন্য তখনকার দিনে ভালো টাকা দিয়েছিলেন দিলীপকুমার। ওই ছবির গান এখনও লোকদের মুখে মুখে ফেরে। তপনের এরকম বহু ছবির গান এবং ছবিকে বাঙালি মনে রেখেছে। ছবির নামগুলো বললে আর একবার স্পষ্ট হবে তাঁর বৈচিত্র্য।

সৃষ্টিশীলদের যা হয়ে থাকে, তিনি নিজে তাঁর ছবি নিয়ে আদৌ খুশি ছিলেন না। একবার এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁর নির্মিত কোন ছবি তাঁর সবচেয়ে সেরা মনে হয়। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আসলে জীবনে এরকম অনেক ইচ্ছেই অপূর্ণই থেকে যায়। সত্যি বলতে কী আসলে যেটা অপূর্ণই থেকে গেছে, তা হচ্ছে একটা ভালো ছবি করা। যা সত্যিই করে উঠতে পারিনি।'

এমনিতে তিনি যে ছবি তৈরি করবেন বা পরিচালক হবেন, তা কৈশোরে বা যৌবনে একেবারেই চিন্তা করেননি। তবে ছোট থেকে বহু সিনেমা তিনি দেখতেন।

তাঁর শৈশব ভাগলপুরে কেটেছিল। সেখানেই তিনি স্কুলে পড়তে পড়তে সিনেমা দেখেন। ওই ভাগলপুরের একটি হলে ইংরেজি সিনেমা দেখানো হত। সেখানে টারজান বা কিংকং-এর মতো ছবি দেখতে দেখতে একটু উঁচু ক্লাসে ইংরেজি ক্লাসিক ছবি দেখতে শুরু করেন তপন। স্কুলের মাস্টারমশাই যখন 'টেল অফ টু সিটিজ' উপন্যাসটা পড়াচ্ছিলেন, তখন ওই ছবিটা ভাগলপুরেরই সিনেমা হলে চলছিল। মাস্টারমশাইয়ের কথায় সিনেমাটি দেখতে যান। ওই ছবিটিই তাঁকে এমন মোহিত করে, যা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

সাগিনা মাহাতো ছবি তৈরির সময় দিলীপকুমার-সায়রা বানুর সঙ্গে তপন সিংহ।

তপন নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ইংরেজি ছবিটি তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এরপর থেকেই তাঁকে চলচ্চিত্র আকর্ষণ করতে থাকে। তিনি ইংরেজি সিনেমা দেখতে দেখতে ছবির ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। প্রথম প্রথম তাঁর অভিনেতা হওয়ার ইচ্ছে ছিল। গ্যারি কুপার, ক্লার্ক কেবল, বেটি ডেভিসের মতো হলিউডের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় তাঁকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু এই শখ তাঁর বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তাঁকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করছিলেন জন ফোর্ড, উইলিয়াম ওয়াইলার, ক্যারল লিড, ফ্রেড জিনোমান, বিলি ওয়াইলডারের মতো বড় বড় পরিচালকরা।

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তপন সিংহ।

নানা পত্রপত্রিকায় তাঁদের সম্পর্কে পড়ে তাঁর মনে হয়েছিল 'ফিল্ম-মেকিংটা একটা বিরাট অ্যাডভেঞ্চার। আর আমি তো চিরকালই অ্যাডভেঞ্চার পিপাসু।'

একদিকে যদি হলিউডের সিনেমা হয়, তা হলে অন্যদিকে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই অ্যাডভেঞ্চারের তৃষ্ণার জন্ম দেন রবীন্দ্রনাথ। ছোটবেলা থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথ দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর মা প্রমীলা সিংহ তাঁকে রবীন্দ্রনাথকে পরিচয় করান। মায়ের প্রভাব তাঁর জীবনে খুব বেশি ছিল। মা তাঁকে রবীন্দ্রসংগীত শেখান। ফলে ছাত্রজীবনেই রবীন্দ্রনাথ দ্বারা আকৃষ্ট হন।

এই রবীন্দ্রপ্রীতিই তাঁকে তাঁর নির্মিত সিনেমায় ব্যবহার হতে প্রভূত সাহায্য করে। তিনি চলচ্চিত্রে আসার আগেই বাংলা সিনেমায় রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছিল। কেএল সায়গল বা কানন দেবী ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রসংগীত প্লে-ব্যাক করেছেন। তিনিও তাঁর বহু সিনেমায় অজস্র রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করেছেন। শুধু যে ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয়েছেন তা নয়, তিনি রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাই চলচ্চিত্রে রূপদান করেছেন।

১৯৫০ সালে তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন ফিল্ম নিয়ে পড়াশোনা করতে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝে গিয়েছিলেন বিদেশি শিক্ষা তাঁর ধাতে সইবে না। বিদেশ থেকে ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যে তিনি ছবি তৈরি করতে শুরু করলেন। ১৯৫৪ সালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'অঙ্কুশ' নিয়ে ছবি করলেন। অনেক পরিশ্রম করে তৈরি করলেও ছবিটি চলেনি। তিনি বেশ হতাশ হয়েছিলেন। সিনেমা প্রসঙ্গে বলার সময়, তিনি বলেছিলেন, 'ছবি যদি দর্শক না দেখে, তা হলে কোনও দামই নেই।'

এরপরেও তিনি বেশ কয়েকটি ছবি তৈরি করেন, যেগুলোর মধ্যে দিয়েই তিনি ধীরে ধীরে বাংলার সিনেমা জগতে পরিচালক হিসাবে স্বীকৃতি পান। তপনের সিনেমার পটভূমির ব্যাপ্তি ছিল বিশাল ক্যানভাসে বন্দি। ফলে নানা ধরনের বিষয় তাঁর সিনেমায় ফুটে উঠেছে। তিনি মূলত বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য সাহিত্যিকদের গল্প নিয়েই সিনেমা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে দিলে কে ছিলেন না তাঁর সিনেমার মধ্যে? শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বনফুল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, গৌরকিশোর ঘোষ, শঙ্কর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। তপন নিজে কত বাংলা সাহিত্যের লেখকের চরিত্রদের সিনেমার স্ক্রিনে অমর করেছেন, তা ভক্তরাই জানেন।

বাংলা ছবিতে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটকের পাশাপাশি নাম ওঠে তপন সিংহ ও তরুণ মজুমদারের। তপন সত্যজিৎদের সমকালীন হলেও, তাঁর ছবির ঘরানা ছিল একেবারে স্বতন্ত্র।

তপন ছিলেন সামাজিক সচেতন একজন মানুষ। শহর ছিল ছবির প্রাণকেন্দ্র। আর তার ফলেই নকশাল আমলের যুবসমাজের অবক্ষয় নিয়ে তৈরি করতে পেরেছিলেন 'আপনজন', কখনও বা 'সাগিনা মাহাতো', 'আদালত ও একটি মেয়ে', 'আতঙ্ক', 'অন্তর্ধান'। এই সব ছবি তিনি যে সমাজের দায়বদ্ধতার জন্যই বানিয়েছিলেন তা স্পষ্ট।

তপনের কাবুলিওয়ালা একরকম ছবি, আবার অতিথি অন্যরকম। দুটোই অনন্য সাধারণ। অতিথির সঙ্গে কত ফারাক ক্ষণিকের অতিথির। লৌহকপাট একরকম স্বাদ, ঝিন্দের বন্দি বা ক্ষুধিত পাষাণ আবার অন্যরকম। গল্প হলেও সত্যি, হারমোনিয়াম এবং হাটেবাজারের মধ্যে আবার আকাশপাতাল ফারাক। এক ডক্টর কি মওত থেকে পুরোপুরি আলাদা হুইলচেয়ার। প্রতিটি ছবি মাইলস্টোন। দূরদর্শনে তিনি ডটার্স অফ দ্য সেঞ্চুরি করেছিলেন কাদের নিয়ে? শাবানা আজমি, জয়া বচ্চন, নন্দিতা দাস, দীপা শাহি, সুলতা দেশপান্ডে। আদালত ও একটি মেয়েতে নতুন করে ফিরিয়ে আনেন তনুজাকে। কিশোররা ভুলবে না সবুজ দ্বীপের রাজা বা সফেদ হাতিকে। কে ভুলবে বাঞ্ছারামের বাগান?

তপনের প্রতিটি ছবি নতুন করে ভাবায়, অন্য স্বাদের সন্ধান দেয়। এখানেই তপনের জাদু। এখানেই তপন জিতে যান।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯০৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কিংবদন্তি সুরকার ও গায়ক শচীন দেববর্মন।

১৯৩৫

বিশিষ্ট শিল্পী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

আমায় কেউ কিছু থালায় সাজিয়ে দেয়নি। সব লড়ে নিতে হয়েছে। ফল পাওয়া গেলে পুরোনো ব্যথা, কষ্ট মনে থাকে না। ভগবান সত্যিই আমার সঙ্গে ছিলেন। আমার মনে হয়, এটাই হয়তো সঠিক সময় ছিল।

- মিঠুন চক্রবর্তী

ভাইরাল/১

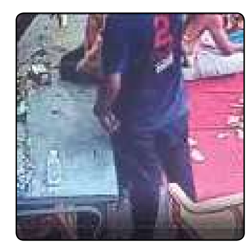

বেঙ্গালুরুর একটি মন্দিরে দানের জিনিস চুরির ভিডিও ভাইরাল। দানের টাকা পুরোহিতরা গুনে বান্ডিল করে টেবিলে রাখছেন। এক ব্যক্তি টেবিলের সামনে ঘুরতে ঘুরতে একটি বান্ডিল তুলে পকেটে ঢুকিয়ে নেন। আরও কয়েকটি বান্ডিল নিয়ে সঙ্গীর কাছে চালান করেন।

ভাইরাল/২

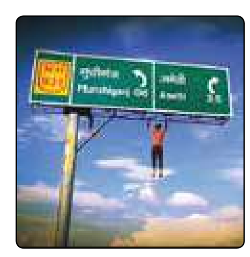

খতরোঁ কে খিলাড়ি। উত্তরপ্রদেশে জাতীয় সড়কের ওপর লাগানো দিক নির্দেশক লোহার হোর্ডিং। ১০ মিটার উঁচু সেই হোর্ডিংয়ের রড ধরে ঝুলে এক ব্যক্তি পুলআপ দিচ্ছেন। বিপজ্জনক স্টান্ট দেখানোয় আমেথি পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে।

জনমন
জনমত

প্রকৃত দোষীরা সাজা পাক

আধাসামরিক বাহিনীর নিয়মে নিয়োগের জন্য প্রত্যেক রাজ্যের নির্দিষ্ট কোটা আছে। সেজন্য কোনও রাজ্যের চাকরিপ্রার্থীদের সেই রাজ্যের ডমিসাইল সার্টিফিকেট জমা করা বাধ্যতামূলক। সংবাদে প্রকাশ, পাশের রাজ্যের দুই তরুণ পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে আধাসামরিক বাহিনীতে পরীক্ষার জন্য শিলিগুড়ি আসেন। একটি সংগঠনের দুই সদস্যের সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা ওই তরুণদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সেই সময় কিছু বাদানুবাদ হয়ে থাকতে পারে। তরুণ দুজন সন্তোষজনক জবাব না দিয়ে পালিয়ে যায়।

নিঃসন্দেহে ওরা জাল সার্টিফিকেট নিয়ে বেআইনি পথে পশ্চিমবঙ্গের ছেলেদের নির্ধারিত চাকরিতে ঢোকার চেষ্টায় এসেছিল। তারপর পুলিশ গণ্ডগোল পাকানোর অভিযোগে প্রতিবাদকারী ওই দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। অথচ যারা দুর্নীতি করে পালাতে সক্ষম হয়েছে তাদের কোনও শাস্তি হচ্ছে না।

তাই পলাতক দুজনকে ধরে এনে সুষ্ঠুভাবে বিচার করা হোক। না হলে পশ্চিমবঙ্গের চাকরিপ্রার্থীরা চিরকাল তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

ধ্রুব সরকার
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

সাধারণত পুরনিগমগুলি শহরের পরিকাঠামো উন্নয়নে মনোনিবেশ করে থাকে। সামাজিক উন্নয়ন, বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগ কম দেখা যায়। অনেক সময় কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে এই ধরনের উদ্যোগ নিতে দেখা যায়। কিন্তু সম্পদের অভাব এবং সীমিত দক্ষতার কারণে সাফল্য পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এই দৃশ্যপটে শিলিগুড়ি পুরনিগমের আলোর দিশারি সহশিক্ষা কেন্দ্র একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব সর্বদা এই কেন্দ্রের উন্নতিকল্পে কাজ করেছেন। তিনি শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাসামগ্রী দিয়েছেন এবং মানসিক বিকাশের জন্য আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছেন।

আজ আমরা ২৪০ জন শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছি। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভালো ফলাফল এবং শৃঙ্খলাবোধের পাশাপাশি বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। শিলিগুড়ি পুরনিগম তাদের এই উদ্যোগের মাধ্যমে সত্যিই প্রমাণ করেছে, তারা শুধুমাত্র বর্তমান নাগরিকদের পরিষেবা উন্নয়নে নয়, বরং ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সামগ্রিক কল্যাণেও বিশ্বাসী। আলোর দিশারি কেন্দ্রটি তারই একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

রণজয় দাস, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলা ছবি মিঠুনকে কষ্টই দিয়েছে বেশি

মৃগয়ায় যাঁর অভিষেক, সেই মিঠুন চক্রবর্তী ভারতীয় ছবির সেরা পুরস্কার পেলেন। বাংলা ছবি তাঁকে কতটা ব্যবহার করেছে?

বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায়

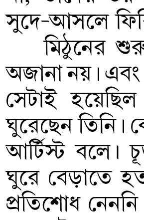

দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার শুরু হয়েছিল এক বাঙালিকে দিয়ে, ১৯৬৯-এ, দেবিকারানি। ১৫তম বাঙালি হিসেবে এই পুরস্কার পেলেন মিঠুন চক্রবর্তী।

তারপরেও বলা যায়, এই পুরস্কারের তালিকা বোধহয় অসম্পূর্ণই থেকে যেত, যদি মিঠুন চক্রবর্তীর নাম না থাকত। উইকিপিডিয়া খুলে বসার প্রয়োজন নেই। কিছুটা স্মৃতির পাতা খোলা যাক। মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এক সময় মিঠুন চক্রবর্তীকে গরিবের অমিতাভ বচ্চন বলা হত। যে প্রযোজক বিগ বি-কে নেওয়ার রেস্ত জোগাড় করতে পারতেন না, তাঁদের ভরসা ছিলেন মিঠুন বা মিথুনদা। আর মিঠুনও সুদে-আসলে ফিরিয়ে দিতেন তাঁদের।

মিঠুনের শুরু যে মৃণাল সেনের 'মৃগয়া' থেকে সে খবর অজানা নয়। এবং প্রথম ছবিতেই জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন। সেটাই হয়েছিল কাল। তার পরের চার বছর পথে-পথে ঘুরেছেন তিনি। কেউ কাজ দেননি। ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাওয়া আর্টিস্ট বলে। চূড়ান্ত বঞ্চনা, অপমান, অসম্মান বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হত তাঁকে। পরে তিনি যখন সাফল্যের শীর্ষে, প্রতিশোধ নেননি। উলটে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অনেকটা আমাদের উত্তমকুমারের মতোই।

বাংলা চলচ্চিত্র মিঠুনকে ব্যবহার করতে পারেনি। উত্তম পরবর্তী সময় স্টুডিওতে ঘুঘু শালিকের বাসা হয়েছিল। গুটিকয়েক হিরো টিমটিম করে ভবিষ্যতের বাতি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, মিঠুন তাঁদের অন্যতম। কর গুনে দেখা যাবে, তাঁর অভিনীত বেশিরভাগ ছবিই বাণিজ্য মোরগকে বনবন করে ঘুরিয়েছে।

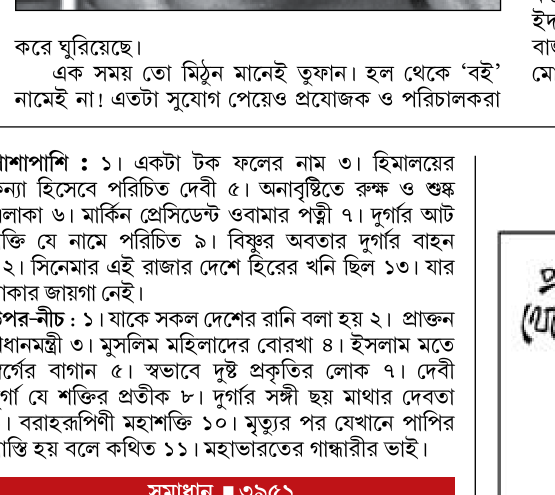

এক সময় তো মিঠুন মানেই তুফান। হল থেকে 'বই' নামেই না! এতটা সুযোগ পেয়েও প্রযোজক ও পরিচালকরা শুধুই লক্ষ্মীর পিছনেই ছুটে মরলেন। সরস্বতীর আঁচল ধরার চেষ্টা করেননি।

কিন্তু সবাই তো তা নন! বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত বলেছিলেন, লোকটি বড় অদ্ভুত! ইয়ার্কি করছে, ফাজলামি করছে, যেই মেকআপ শিল্পী দেবী হালদার মুখে দাড়িটি লাগালেন, ব্যাস, আমূল পালটে গেল। 'তাহাদের কথা'। ছবির শুটিং হয়েছিল ওড়িশায়। গরমকাল। সবাই গাছের ছায়ায় একটু আরাম খুঁজছিলেন। ব্যতিক্রম মিঠুন। ক্যামেরার পাশের চেয়ার ছেড়ে একটি বারের জন্যও পরিচালকের দৃষ্টির বাইরে যাননি। একবারই গিয়েছিলেন, জাতীয় পুরস্কার আনতে।

'স্বামী বিবেকানন্দ' ছবিতে মিঠুন সেজেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শুটিং শিডিউলের মাঝে একদিনও আমিষ খাননি। বেনিয়ম করেননি। বলেছিলেন, তাঁর মধ্যে যেন ঠাকুর ভর করেছিল!

ঠাকুর তো ভর করেননি! তিনি আত্মস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। এক চূড়ান্ত পর্যায়ের ডেডিকেশন, পেশাদারিত্ব। অকাতরে সাহায্য করেছেন আর্তদের। মুম্বই এবং বাংলার কতশত শিল্পী যে তাঁর সাহায্যে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন তা কহতব্য নয়। আবার এক সময়ের সর্বোচ্চ আয়করদাতা ছিলেন তিনি। গর্বের সঙ্গে বলতেনও সেকথা!

দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারপ্রাপ্ত মিঠুন চক্রবর্তী বড় কষ্ট পেয়েছেন বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ থেকে। বাংলা থেকে। ইদানীং বেশ কিছু ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন। করছেন। বাজারও পেয়েছে ছবিগুলো। কিন্তু পুরোনো কষ্টগুলো কি মোছা গিয়েছে?

(লেখক সাংবাদিক)

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৫২

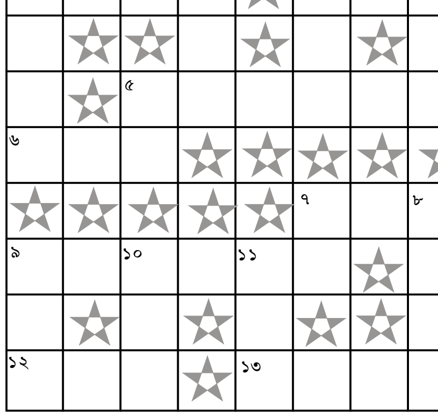

পাশাপাশি : ১। একটা টক ফলের নাম ৩। হিমালয়ের কন্যা হিসেবে পরিচিত দেবী ৫। অনাবৃষ্টিতে রুক্ষ ও শুষ্ক এলাকা ৬। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার পত্নী ৭। দুর্গার আট শক্তি যে নামে পরিচিত ৯। বিষ্ণুর অবতার দুর্গার বাহন ১২। সিনেমার এই রাজার দেশে হিরের খনি ছিল ১৩। যার থাকার জায়গা নেই।

উপর-নীচ : ১। যাকে সকল দেশের রানি বলা হয় ২। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ৩। মুসলিম মহিলাদের বোরখা ৪। ইসলাম মতে স্বর্গের বাগান ৫। স্বভাবে দুষ্ট প্রকৃতির লোক ৭। দেবী দুর্গা যে শক্তির প্রতীক ৮। দুর্গার সঙ্গী ছয় মাথার দেবতা ৯। বরাহরূপিণী মহাশক্তি ১০। মৃত্যুর পর যেখানে পাপির শাস্তি হয় বলে কথিত ১১। মহাভারতের গান্ধারীর ভাই।

সমাধান ■ ৩৯৫১

পাশাপাশি : ১। দাম্ভিক ৪। তম্বুর ৫। সাদা ৭। কপোল ৮। মন্দাকিনী ৯। মন্দালিন ১১। পুরব ১৩। খর্ব ১৪। চট্টল ১৫। কমলা।

উপর-নীচ : ১। দারক ২। কতল ৩। হরদম ৬। দামিনী ৯। ময়ূখ ১০। নড়চর ১১। পুলক ১২। বগলা।

বিন্দুবিসর্গ

সমাজ বদলাবেই

আপনি হবেন
মশাল-বাহক?

চলে আসুন
উত্তরবঙ্গ সংবাদে

উত্তরবঙ্গের সর্বত্র রিপোর্টার নিচ্ছি আমরা।
সিনিয়ার থেকে অনভিজ্ঞ, আবেদন করতে পারেন সবাই।

এলাকার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, শিক্ষা, ক্রীড়া, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। বাংলায় সাবলীলভাবে লেখার দক্ষতা এবং মানসিকতায় হতে হবে ইতিবাচক।

আপনাকেই কেন বেছে নেব আমরা, তার সমর্থনে কয়েক লাইন লিখুন। সঙ্গে জুড়ে দিন আপনার জীবনপঞ্জি।

সাবজেক্ট লাইনে লিখুন : Reporter for ...
যে ব্লক বা যে শহরের জন্য আবেদন করছেন।

আবেদনপত্র
ই-মেল করুন
৫ অক্টোবর
২০২৪-এর মধ্যে

ubs.torchbearer@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

‘রাজনীতিতে ভগবানকে টানবেন না’

লাড্ডু বিতর্কে সুপ্রিম ভর্ৎসনা চন্দ্রবাবুকে

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর : রাজনীতিকে ধর্মমুক্ত রাখার বার্তা দিল দেশের শীর্ষ আদালত। তারা বলল, ধর্মকে রাজনীতির মধ্যে টেনে আনা উচিত নয়। তিরুপতি মন্দিরের প্রসাদি লাড্ডুতে পশুর চর্বি মেশানো সংক্রান্ত মামলায় সোমবার এমনই মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট। একইসঙ্গে এদিন লাড্ডু নিয়ে সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করার জন্য আদালতের তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয় অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুকে।

দিন কয়েক আগে চন্দ্রবাবু তিরুপতির প্রসাদি লাড্ডু নিয়ে ‘বিতর্কিত’ মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, জগন্মোহন রেড্ডির সরকারের আমলে তিরুমালার প্রসাদি লাড্ডু বানানোর সময় ব্যবহৃত ঘিয়ের সঙ্গে পশুর চর্বি মেশানো হত। গুজরাটের এক সরকারি ল্যাবরেটরির জুলাইয়ের একটি রিপোর্ট উদ্ধৃত করে তিনি দাবি করেছিলেন, তিরুপতি বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের প্রসাদি লাড্ডুতে ‘বিশুদ্ধ’ ঘিয়ের সঙ্গে মেশানো হচ্ছে পশুর চর্বি। সেই থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত।

সোমবার বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি উঠলে প্রশ্নের মুখে পড়েন চন্দ্রবাবু। বিচারপতিদের প্রশ্ন, ‘আপনি (অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার) বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পর সাংবাদিকদের তা নিয়ে বলতে গেলেন কেন?’ তারপরই রাজ্য সরকারের উদ্দেশে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন, ‘ভেজাল সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে আপনি কীভাবে জনসমক্ষে মন্তব্য করতে পারেন?’

আদালতের আরও প্রশ্ন, ‘লাড্ডু তৈরিতে যে ঘি ব্যবহার করা হত, কী প্রমাণ আছে? পশুর চর্বি ব্যবহারের বিষয়টা ‘মিথ্যা’ও তো প্রমাণিত হতে পারে!’ আদালতের মন্তব্য, ‘সাংবিধানিক পদে থাকাকালীন আপনি ভগবানকে রাজনীতির থেকে দূরে রাখবেন, এটা প্রত্যাশিত।’

লাড্ডু বিতর্কে চন্দ্রবাবুর অভিযোগ অস্বীকার করে জগন এবং তাঁর দল ওয়াইএসআর কংগ্রেসের বক্তব্য, ‘তিরুপতি মন্দিরের মর্যাদা ও পবিত্রতা নষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।’

‘কেমন অনুভূতি হচ্ছে, বুঝতে পারছি না’

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর : সিনেমায় অসামান্য অবদানের জন্য দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পাচ্ছেন মিঠুন চক্রবর্তী। সেই সংবাদ পেয়ে চার দশক ধরে মুম্বই ও বাংলা সিনেমায় দাপিয়ে বেড়ানো অভিনেতা মিঠুন সোমবার সংলাপ বলার কায়দায় বললেন, ‘না ম্যায় হাস সাকতা হুঁ, না রো সাকতা হুঁ। বলার মতো কোনও ভাষা আমার নেই। আমার কেমন অনুভূতি হচ্ছে, তা বুঝতে পারছি না।’

ছবির শুটিংয়ে কলকাতায় ডিস্কো ডান্সার। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের আগে বাংলার প্রথম ‘দাদা’ শট দেওয়ার ফাঁকেই বলেন, ‘আমি উত্তর কলকাতার অন্ধগলি থেকে উঠে এসেছি। কলকাতার অতিসাধারণ একটা ছেলে এরকম সম্মান পাচ্ছে...আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। খুব খুশি। এই সম্মান আমি আমার পরিবার ও সব ভক্তকে উৎসর্গ করছি।’ বলেন, ‘আমার কিচ্ছু ছিল না। আমি যখন পেরেছি, যে কেউ পারবে। তবে নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকতে হবে।’

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোমবার সকালেই মিঠুনকে অভিনন্দন জানিয়ে এক্সবার্তায় লেখেন, ‘মিঠুন চক্রবর্তীকে সাম্মানিক দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার দেওয়ার কথা শুনে আমি অভিভূত। ভারতীয় সিনেমা জগতে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া হল অভিনেতাকে। উনি সাংস্কৃতিক জগতের একজন আদর্শ পুরুষ। কয়েক প্রজন্মের সিনেমাভক্তদের ভালোবাসা জয় করেছেন। নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে তিনি মন জয় করেছেন দর্শকদের। তাঁকে অভিনন্দন এবং শুভকামনা জানাই।’ পালটা মিঠুনও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী বড় ভালো মানুষ। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।’

কেন্দ্রে বিজেপি সরকার থাকায় পুরস্কার পেতে সুবিধা হল কি তাঁর? তেতো প্রশ্নের সোজা জবাব মিঠুনের, ‘আমি কারও থেকে কখনও কোনও সুবিধা নিইনি। রাস্তায় শুয়ে রাত কাটিয়েছি। সাংবাদিক কথা বলতে এলে তাঁর কাছ থেকে পয়সা চেয়ে খাবার কিনেছি। বরাবর একা লড়াই করেছি। শেষদিন পর্যন্ত সেটাই করব।’ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়েও অকপট মিঠুন বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দেননি। কেন দেবেন!’

জীবনের প্রথম ছবি মৃণাল সেনের ‘মৃগয়া’-তে মিঠুনের বিপরীতে ছিলেন অভিনেত্রী মমতাশঙ্কর। মিঠুনের দাদাসাহেব পাওয়ার খবরে উচ্ছ্বসিত মমতা বললেন, ‘মনে হচ্ছে পুরস্কার আমিই পেয়েছি।... মৃগয়ার পর কাজ পাচ্ছিল না মিঠুন। অবসাদে ভুগত। তখন বলতাম, ধৈর্য ধরো, একদিন চাকা ঘুরবেই।’ অভিনেত্রী অপর্ণা সেন বলেন, ‘মিঠুন চালিয়ে যাও। মিঠুনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ-অভিনেতা দেব। ‘প্রজাপতি’ সিনেমার ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, ‘এই পুরস্কারের জন্য তোমার থেকে যোগ্য আর কেউ ছিল না।’ শুভেচ্ছা জানালেও মিঠুনকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘শুধু অনুরোধ, দীর্ঘ উপেক্ষার পর আপনার পদ্মশ্রীর জন্য প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের চিঠি ও চেষ্টার দিনগুলো এবং সেইসঙ্গে মমতাদির আপনাকে রাজ্যসভায় পাঠিয়ে স্বীকৃতিদান ভুলে যাবেন না।’

সোমবার কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো এক্সবার্তায় মিঠুনকে দাদাসাহেব ফালকে সম্মান দেওয়ার কথা জানান। তিনি লেখেন, ‘মিঠুনদার অবিস্মরণীয় অভিনয় তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বিশেষ মাইলফলক। তাঁকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার দিতে পেরে আমরা গর্বিত।’ এরপরই সমাজমাধ্যমে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনে ভেসে যান অভিনেতা। ৮ অক্টোবর ৭০-তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে ভারতীয় সেলুলয়েডের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হবেন ৭৪ বছরের তরুণ অভিনেতা।

চলতি বছরের গোড়ায় মিঠুনকে পদ্মভূষণ সম্মান দেওয়া হয়েছিল। মৃণাল সেনের ছবি ‘মৃগয়া’ দিয়ে ফিল্মি দুনিয়ায় আবির্ভাব। ছবিটি ১৯৭৬ সালে জাতীয় পুরস্কার পায়। মমতাশঙ্করের বিপরীতে অভিনয় করে ওই ছবিতে প্রথম শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান ছিনিয়ে নেন তিনি। প্রায় বছর চারেক মুম্বই সিনেপাড়ায় লড়াই করার পর ১৯৮০ সালে তৎকালীন অভিনেত্রী রঞ্জিতার বিপরীতে একটি গোয়েন্দা চলচ্চিত্র সুরক্ষায় অভিনয় করে তাঁর প্রথম ছবি হিট করে। তারপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি মিঠুনকে। ডিস্কো ডান্সার, ডান্স ডান্স, প্যার ঝুকতা নেহি, কসম পয়দা করনেবালে কি, কমান্ডো সহ অসংখ্য হিট ছবি তিনি উপহার দেন।

অসম সরকারকে নোটিশ

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগে সোমবার আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠানো হল অসম সরকারকে। তিন সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে সেই নোটিশের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

কামরূপ জেলার কাছুটোলি পাথার গ্রামে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে বুলডোজার অভিযান চালাচ্ছিল হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার। অবিলম্বে সেই অভিযান বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। আদালত জানিয়েছে, পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে এবং সেখানকার বাসিন্দাদের এখনই সরানো যাবে না।

খাড়গের মন্তব্যে আপত্তি শা’র

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর : নিজের শারীরিক পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের মন্তব্যকে ‘রুচিহীন’ ও ‘অসম্মানজনক’ বলে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সোমবার সমাজমাধ্যমে শা লেখেন, ‘খাড়গে অপ্রাসঙ্গিকভাবে নিজের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে টেনে এনেছেন।’ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, এই ধরনের মন্তব্য মোদি সম্পর্কে কংগ্রেসিদের ঘৃণা এবং আতঙ্কের মনোভাবই প্রকাশ করে দেয়। জয়রাম রমেশ বলেন, ‘খাড়গে সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তারপর তিনি ফের নির্বাচনি প্রচারে অংশ নেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরও উচিত নিজের কাজে মন দেওয়া। মণিপুরেও নজর দেওয়া উচিত তাঁর।’

১২৭২ পয়েন্ট নামল সেনসেক্স

মুম্বই, ৩০ সেপ্টেম্বর : মাসের শেষে লেনদেনের দিনে ধাক্কা খেল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সোমবার সেনসেক্স ১২৭২.০৭ পয়েন্ট নেমে ৮৪২৯৯.৭৮ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ৩৬৮.১০ পয়েন্ট নেমে ২৫৮১০.৮৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে।

ইয়েসের বদলে ইয়া শুনে চন্দ্রচূড়ের ধমক

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর : সোমবার সুপ্রিম কোর্টে একটি পুরোনো মামলার শুনানি চলাকালীন এক আইনজীবী আদালত বিধিবদ্ধ শব্দ ব্যবহার করেননি। তিনি ইংরেজি শব্দ ‘ইয়েস’-এর পরিবর্তে ‘ইয়া’ কথাটি ব্যবহার করায় প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের ধমক খেলেন। বিরক্ত প্রধান বিচারপতি বলেছেন, ‘আদালত কক্ষ ক্যাফে নয়।’ ইয়া শব্দটি অপরিশীলিত। আদালতে ব্যবহার যোগ্য নয়। প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, শব্দটির বিরুদ্ধে তাঁর অ্যালার্জি রয়েছে।

‘ইয়া’ ইংরেজি শব্দ ইয়েস-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ইয়েস ও ইয়া দুটি শব্দেরই বাংলা অর্থ হ্যাঁ। যে মামলাকে কেন্দ্র করে আইনজীবী ইয়া কথাটি ব্যবহার করে চন্দ্রচূড়ের কাছে ধমক খেলেন সেটি ২০১৮ সালের মামলা। আইনজীবীর দাবি, তিনি বিচার পাননি। ছ’বছর আগের সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জন গগৈকে বিবাদী পক্ষ হিসেবে যুক্ত করে মামলাটি শীর্ষ আদালতে করতে চেয়েছেন এই আইনজীবী। ২০১৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন রঞ্জন গগৈ। তাঁর বেঞ্চে সাফল্য পাননি এই আইনজীবী। তিনি এখন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে তদন্ত চেয়ে জনস্বার্থ মামলা করতে চেয়েছেন। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে চন্দ্রচূড় বলেছেন, ‘রঞ্জন গগৈ এই আদালতেরই প্রাক্তন বিচারপতি। তাঁর বিরুদ্ধে আবেদন (পিটিশন) করা যায় না। আপনি অভ্যন্তরীণ তদন্তও চাইতে পারেন না।’

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ নাগরিককে সাংবিধানিক প্রতিকার চাওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে হবে না কারণ রঞ্জন গগৈ সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ছিলেন। আবেদনকারী আইনজীবী সেই সময়ই ‘ইয়া’ ‘ইয়া’ কথাটি বলেছিলেন। প্রধান বিচারপতি তাতে ক্ষুব্ধ হন।

বেইরুটের বসতিতে হামলা

তেল আভিভ ও বেইরুট, ৩০ সেপ্টেম্বর : হিজবুল্লা প্রধান সৈয়দ হাসান নাসরুল্লা নিহত হওয়ার পর লেবাননে আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়িয়েছে ইজরায়েল। রবিবার রাত থেকে লেবাননের রাজধানী বেইরুটের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত বেসামরিক এলাকাগুলিকে নিশানা করছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। সোমবার ভোরে শহরের কোলা এলাকায় একটি বহুতলে বোমাবর্ষণ করেছে ইজরায়েলের বায়ুসেনা। ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ১৬। হতাহতদের অধিকাংশ আল-জামা-আল ইসলামিয়া গোষ্ঠীর সদস্য। প্যালেস্তাইনপন্থী এই সংগঠনটি হিজবুল্লা ও হামাস দুই গোষ্ঠীরই ঘনিষ্ঠ। এই সংগঠনের বিরুদ্ধে ইজরায়েলি অভিযান তাৎপর্যপূর্ণ। গত ২৪ ঘণ্টায় শুধু বেইরুটেই মৃতের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়েছে। ইজরায়েল লেবাননের অসামরিক এলাকায় বোমাবর্ষণ করায় ফের সমালোচনার ঝড় উঠেছে আন্তর্জাতিক মহলে।

বানভাসি নেপাল সীমান্তবর্তী বিহারের জেলাগুলি। সোমবার সুপল থেকে গ্রামবাসীদের উদ্ধার।

নেপালে বৃষ্টি-ধসে মৃত বেড়ে ১৯২

কাঠমান্ডু ও পাটনা, ৩০ সেপ্টেম্বর : টানা বৃষ্টি, ধস, হড়পায় বিপর্যস্ত নেপাল। মাত্র ৩ দিনে সেখানে মৃতের সংখ্যা ১৯২-এ পৌঁছে গিয়েছে। নিখোঁজ ৪৫। রবিবার কাঠমান্ডুর জাতীয় সড়কে বিরাট ধসের নীচে চাপা পড়ে ৩টি গাড়ি। সেগুলি থেকে ৩৫ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবারও ওই রাস্তায় যানচলাচল স্বাভাবিক হয়নি। বাগমতী সহ অধিকাংশ নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। ধস ও হড়পার কারণে প্রত্যন্ত গ্রামগুলির সঙ্গে কাঠমান্ডুর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে নামানো হয়েছে সেনা। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ৩ হাজার সদস্যকে বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে।

নেপালের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, গত ৪৮ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টি হয়েছে। কাঠমান্ডু বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় ২৪০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত নথিভুক্ত হয়েছে। ২০০২-এর পর বৃষ্টিতে এত ক্ষয়ক্ষতি হয়নি

পাহাড়ের জলে বানভাসি বিহার

নেপালের। সেদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মুখপাত্র ঋষিরাম তেওয়ারি বলেন, ‘আমরা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছি। বিধ্বস্ত এলাকাগুলি থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ধস সরিয়ে কাঠমান্ডুর জাতীয় সড়কে যানচলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।’

এদিকে নেপালে ভারী বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে ভারতের বিহারে। পাহাড় থেকে নামা জলে ফুঁসছে কোশি, গণ্ডক ও বাগমতী নদী। নেপাল সীমান্তবর্তী বিহারের জেলাগুলিতে কয়েক হাজার হেক্টর চাষের জমি তলিয়ে গিয়েছে। গণ্ডক নদীর বাঁধ ভেঙে পশ্চিম চম্পারনের বাল্মীকি ব্যাঘ্র প্রকল্পে জল ঢুকতে শুরু করেছে। বাঁধ ভাঙার খবর এসেছে সীতামারি থেকেও। সেখানে বহু গ্রাম জলের তলায়। সব মিলিয়ে প্রায় ১৬ লক্ষ মানুষ প্রভাবিত হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পূর্ব চম্পারন, পশ্চিম চম্পারন, গোপালগঞ্জ, আউরিয়া, কাটিহার ও পূর্ণিয়া জেলা।

আদালতের রায়ে দলিত শিক্ষার্থী ভর্তি আইআইটিতে

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর : শুধুমাত্র টাকার সমস্যায় জয়েন্টের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, আইআইটি ধানবাদে পড়ার সুযোগ পেয়েও ভর্তি হতে পারেননি দলিত ছাত্র অতুল কুমার। সংবিধানের ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর অর্থাভাবের কাঁটা উপড়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার সর্বোচ্চ আদালত অতুলের ভর্তি হওয়ার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে।

সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেছেন, ‘এমন মেধাবী ছেলেকে আমরা হারিয়ে যেতে দিতে পারি না। ছেলেটি ঝাড়খণ্ড আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রথমে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে যান চেন্নাই আইনি পরিষেবায়। তারপর তাঁকে মাদ্রাজ হাইকোর্টে পাঠানো হয়। একটি দলিত ছেলেকে পিলার থেকে পোস্ট পর্যন্ত ছুটতে হয়েছে।’

উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরের বাসিন্দা অতুল কুমারের বাবা দিনমজুর। তাঁর প্রতিদিনের আয় ৪৫০টাকা। ভর্তি হওয়ার জন্য ফি দিতে হবে ১৭,৫০০ টাকা। ২৪ জুন বিকেল ৫টার মধ্যে ফি জমা দেওয়ার কথা। দিনমজুর বাবার পক্ষে এই অর্থ জোগাড় করা কঠিন। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে টাকা জোগাড়ের পর বিভিন্ন নথি আপলোড করে অনলাইনে টাকা জমা দেওয়ার সময় পেরিয়ে যায় অতুলের। দলিত ছাত্রের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বলে দিচ্ছে, অনলাইনে টাকা পাঠানোর প্রয়াসে তিনি কতটা মরিয়া ছিলেন।

শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, একজন মেধাবী শিক্ষার্থীকে বাদ দেওয়া উচিত নয়। আদালতের নির্দেশ, অতুল কুমারকে আইআইটি ধানবাদে ভর্তির অনুমতি দিতে হবে।

মহারাষ্ট্রে গোরু রাজ্যমাতা

মুম্বই, ৩০ সেপ্টেম্বর : গোরুকে ‘রাজ্যমাতা’ ঘোষণা করল মহারাষ্ট্র সরকার। সপ্তাহকয়েক বাদেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে একনাথ শিন্ডে সরকারের ঘোষণায় মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। গোরুকে সামনে রেখে ক্ষমতাসীন মহাযুতি সরকার সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলি থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছে কংগ্রেস।

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভার বৈঠকে দেশি গোরুকে রাজ্যমাতার মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব পাশ হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বলেন, ‘দেশি গোরু আমাদের কৃষকদের কাছে

আশীর্বাদ। তাই আমরা গোরুকে রাজ্যমাতার মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা গোশালাগুলিতে দেশি গোরু পালনে সাহায্য করব।’ রাজ্যের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, গোরুকে রাজ্যমাতা ঘোষণা গোরুর ভারতীয় প্রজাতিগুলি সংরক্ষণ এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

লোকসভা ভোটে মহারাষ্ট্রে বড় ধাক্কা খেয়েছে শিবসেনা, বিজেপি ও এনসিপির মহাযুতি জোট। একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারকে বিধানসভা ভোটের আগে জোরালো প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে গোরুকে রাজ্যমাতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

পুজো

আনন্দে কাটে আবাসিকদের

তমালিকা দে

পুজো মানেই বাড়ি। তবে ওদের বাড়ি বলতে আশ্রম। মহারাজের তত্ত্বাবধানে ওরা মাতে পুজোর আনন্দে। পুজোর দিনগুলোতে মহারাজের সঙ্গে কখনও দাদাভাই মাঠের পুজো ঘুরতে যাওয়া, আবার কখনও বাঘা যতীন পার্কে এসে ফুচকা খাওয়া, এসবই চলে। জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন না থাকলেও ছোট ছোট জিনিসের মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পায় টিকিয়াপাড়ার যোগানন্দ যোগাশ্রমের আবাসিকরা। সপ্তমী হোক বা দশমী, পুজোর দিনগুলোয় আশ্রমের মহারাজের সঙ্গেই আনন্দে দিন কাটে সবার।

কারও বাবা নেই, কেউ আবার পরিবারে দেখে রাখার মতো কেউ নেই। কিন্তু হইহুল্লোড় করেই কাটে সুদীপ্ত, বিভাস, অলিভ, শুভমদের। অসহায় মুখগুলোকে আশ্রয় দিয়েছেন আশ্রমের সঞ্জয় মহারাজ। তাই উৎসবের দিনগুলো তারা যাতে খুশি থাকতে পারে সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন তিনি। মহারাজ বলেন, 'পুজোর দিনগুলো যদি ঠাকুর দেখাতে না নিয়ে যাই তাহলে ওদের মন খারাপ হবে। তাই আশপাশের মণ্ডপে ঘুরতে নিয়ে যাই ওদের। ওরা আমার সন্তানের মতো। তাই ওদের আনন্দে না রাখতে পারলে আমার খুব মন খারাপ করে।' দুর্গাপুজোর কাউন্ট ডাউন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে আশ্রমের আবাসিকদের। মহারাজ এবার কিন্তু আইসক্রিম খাওয়াতে হবে প্রতিদিনই, দাবি বিভাস সর্দারের। অসহায় এই ছেলেটিকে ১২ বছর বয়সে সুন্দরবন থেকে নিয়ে এসেছিলেন মহারাজ। এখন ফণীভূষণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণিতে পড়ছে। বিভাস বলে, 'পুজোতে মহারাজ ঘুরতে নিয়ে যান। তাই আইসক্রিম খাওয়ানোর বায়না এখন থেকেই করছি।' ময়নাগুড়ি থেকে আসা অলিভ রায় এখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ছে। তার কথায়, 'পরিবার বলতে এই আশ্রম। তাই পুজোর দিনে এখানেই আমরা আনন্দ করে সময় কাটাই।'

টিকিয়াপাড়ার এই আশ্রমে পুজোর দিনগুলোতে আবাসিকদের আনন্দ দেওয়ার জন্য অনেকেই নতুন জামা দিয়ে থাকেন। কেউ কেউ আবার পুজোর দিনগুলো তাদের জন্য স্পেশাল মেনুরও ব্যবস্থা করেন। সঞ্জয় মহারাজ বলেন, 'গান গেয়ে সামান্য উপার্জন করি। অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষ আশ্রমের আবাসিকদের দায়িত্ব নিয়ে পড়াশোনা করাচ্ছেন। অনেকে আবার পুজোর দিনগুলো এখানে এসে আনন্দ করে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যান।'

বন্ধ ঢেকলাপাড়ার দুই ডিভিশনে দুই ছবি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

ঠিক যেন এক মুদ্রার দুই পিঠ। বাগান একটাই। তবে ডিভিশন দুটি। একটা মূল ডিভিশন। একটা সাব-ডিভিশন। বাগানটা বন্ধ। দুটি ডিভিশনেই আলাদা আলাদা কমিটি গড়ে কাঁচা পাতা বিক্রি করে দু'পয়সা রোজগার করছেন শ্রমিকরা। তবে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় শ্রমিকদের। পেটের দায়ে কেউ নদী থেকে বালি-বজরি তোলেন। কেউ আবার পাড়ি দিয়েছেন ভিনরাজ্যে।

তবু সাব-ডিভিশনটায় পুজোর আমেজ। ভুটান সীমান্তের ঢেকলাপাড়া চা বাগানের নেপানিয়া ডিভিশনের শ্রমিকরা মেতেছেন দুর্গাপুজোয়। তবে মূল ডিভিশনে বহু বছর দুর্গাপুজো হয় না। তাই মূল ডিভিশনে পুজোর আমেজ নেই।

নষ্ট হয়ে যাওয়া কারখানাটার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন স্বপন সমজার, কুনো বেদিয়া, জগদীশ মুন্ডারা। বৃদ্ধ জগদীশ একসময় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ছিলেন। তাঁর কথায়, 'এখানে দুর্গাপুজো বহু বছর আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তার ওপর বাগানটা বন্ধ। তাই পুজো নিয়ে এখানে উদ্দীপনা নেই।' স্বপন জানালেন, ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত কারখানা চত্বরেই দুর্গাপুজো হত। অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন স্বপনের বাবা বুধুরাম সমজার। ১৯৮৫ সালে বুধরাম প্রয়াত হন। এরপর দুর্গাপুজো বন্ধ হয়ে যায়। তবে ওখানে কালীপুজো হয় প্রতি বছর। স্বপনের কথায়, 'মানুষের হাতে টাকা নেই। তাই পুজো নিয়ে আনন্দও নেই।'

২১ বছর বন্ধ থাকার পর গত বছরের ১৫ মার্চ ২৮৮ জন শ্রমিক নিয়ে খুলেছিল বীরপাড়ার ঢেকলাপাড়া চা বাগানটি। ওই বছরেরই ১১ সেপ্টেম্বর বাগান ছাড়ে মালিকপক্ষ। এদিকে ওই কয়েকদিন বাগান খোলা থাকার 'সৌজন্যে' বন্ধ হয়ে গিয়েছে খারাপ শ্রমিকদের। এদিকে, বছরের পর বছর অনাদরে, অবহেলায় অনেকগুলি চা

ঢেকলাপাড়ার মূল ডিভিশনে শুনসান একটি মহল্লা।

দেড় শতাধিক চা শ্রমিকের মাসিক ভাতা বা ফাওলই। মাত্র ১১৫ জন শ্রমিক ফাওলই পাচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবেই মন গাছ মরে গিয়েছে। অনেক ছায়াগাছ ভেঙে পড়েছে। কোনওটি চুরি হয়ে গিয়েছে। ফলে উৎপাদনও কমেছে। শ্রমিকদের কমিটির পক্ষে অত টাকা খরচ করে যত্নআত্তি করা সম্ভব হয় না। তাই উৎপাদনও কমে যাচ্ছে দিন-দিন। তুলনায় কুনো বেদিয়া বলছিলেন, 'বাগান খোলা থাকলে যেভাবে চা গাছের যত্নআত্তি করা হয় নেপানিয়া ডিভিশনে উৎপাদন ভালো। কারণ ওই ডিভিশনের চা গাছগুলির বয়স তুলনায় কম।'

নেপানিয়ার অফিস লাইনে অবশ্য পুজোর প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। পুজো নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত এলাকার শিক্ষক সিকন্দর কুমার সহ চা শ্রমিক মুকেশ খাড়িয়া, সাথী খাড়িয়া, সমীর ওরাওঁরা। নেপানিয়ায় পুজোর বাজেট মাত্র লাখ দেড়েক টাকা। এর মধ্যে ৮৫ হাজার টাকা দিয়েছে রাজ্য সরকার। তবে আনন্দে খামতি নেই। বিকেল থেকেই নির্মীয়মাণ মণ্ডপ চত্বরে আনন্দে মেতে উঠছে খুদেরা। ওখানে যাত্রাপালা হবে। ধামসা মাদলের তালে তালে নাচবেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। সিকন্দর বলেন, 'বাগান খুলবে কি না বলা মুশকিল। তবে দুর্গাপুজোর কয়েকটা দিন সব দুঃখ ভুলে আনন্দে মেতে থাকেন নেপানিয়ার শ্রমিকরা।'

সাজুগুজু

আসছে পুজো। প্রতিমার মুখে রূপটান, সেইসঙ্গে সেজে উঠছে মহল্লাও। আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে ছবি দুটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী ও শুভঙ্কর চক্রবর্তী।

পুজোয় দুঃস্থদের পাশে রানা, দীপঙ্কর ও শংকররা

শিবশংকর সূত্রধর

আর দিনকয়েক বাদেই পুজো। পুজোর কেনাকাটা চলছে। কিন্তু পুজোয় সকলের তো পোশাক কেনার সামর্থ্য থাকে না। তাঁরা কী পুজোয় নতুন পোশাক পরবেন না! এমনটা হয় নাকি। বিভিন্ন পুজো কমিটিকে প্রতি বছর তাই দেখা যায় বস্ত্র, খাবার বিলি করতে। শুধু পুজো কমিটিই নয়, বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠনের তরফেও পুজোয় দুঃস্থদের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়।

অনেকেই রয়েছেন যাঁরা অন্যকে খুশি দেখে নিজেরা বেশি আনন্দ পান। সংখ্যায় কম হলেও এরকম মানুষের এখনও খোঁজ মেলে। যাঁরা পুজোর আনন্দ ভাগ করে নেন সকলের সঙ্গে। পুজোয় নিজের পোশাক হোক আর নাই হোক, অন্তত কয়েকজন দুঃস্থকে পোশাক উপহার দিয়ে তৃপ্তি খুঁজে পান তাঁরা। পুজোয় শুধু নিজেরা কেন! দুঃস্থ শিশুরাও যাতে মাংসভাত খেয়ে পুজোর আনন্দে মেতে উঠতে পারে সেই ব্যবস্থা করেন তাঁরা। কেউ কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের হয়ে আবার কেউবা ব্যক্তিগত উদ্যোগেই বছরভর মানুষের পাশে দাঁড়ান। পুজোর সময় তাঁদের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়।

কোচবিহারের এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের গ্রুপ-ডি কর্মী রানা দাস। রানা বহু বছর ধরেই সামাজিক কাজকর্ম করেন। অন্তত ১৫ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার একটি তালিকা তৈরি করেছেন তিনি। যাঁরা একাই বাড়িতে থাকেন। পুজোয় তাঁদের নিয়ে ঘুরতে বের হওয়ার কেউ নেই। তাঁদের নিয়ে এবার রানা পুজোয় প্যান্ডেল হপিংয়ে বের হবেন। শুধু তাই নয়, পুজোর মুখে বস্ত্র বিলি, বিশেষভাবে সক্ষমদের খাবার বিলির পরিকল্পনাও রয়েছে। রানার কথায়, 'আমি প্রতিবছরই এরকম উদ্যোগ নিই। ক্রাউড ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে অর্থ জোগাড় করে অন্যদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। পুজোর আনন্দ তো সকলের। তাই সকলেই যাতে আনন্দে মেতে উঠতে পারে সেজন্য এই উদ্যোগ।' রানার মতো কোচবিহারের আরেক তরুণ দীপঙ্কর মণ্ডলও প্রতিবছর দুঃস্থদের পাশে দাঁড়ান। দীপঙ্কর একটি দোকানে কাজ করেন। তাঁর কথায়, 'গত সপ্তাহ থেকেই বস্ত্রদান কর্মসূচি শুরু হয়েছে। পুজোর আগে ৩০০ জনকে বস্ত্রদান করার কাজ চলছে। অষ্টমীতে দুঃস্থদের খাবার বিলি করব।'

কোচবিহারের বাসিন্দা শংকর রায় সমাজসেবী হিসেবে পরিচিত মুখ। তিনি পেশায় একজন গাড়িচালক। তিনি বিশেষভাবে সক্ষমদের মধ্যে ইতিমধ্যেই বস্ত্রদান কর্মসূচি শুরু করেছেন। ২ নম্বর কালীঘাট রোডে তাঁর বাড়ির সামনে 'অভয়া বস্ত্র ভাণ্ডার' নামে একটি কর্মসূচিও করবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। যেখানে আরজি করের ঘটনায় মৃত চিকিৎসকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে মহিলাদের শাড়ি বিলি করা হবে। শংকর বলেন, 'সারাবছরই সমাজসেবামূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকি। এবার অভয়ার স্মৃতিতে পুজোর সমাজসেবা করা হচ্ছে।'

কথায় রয়েছে, 'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' পুজোর মুখে কোচবিহারের সমাজসেবীরা 'পরের তরে' কাজ করে তাঁদের মুখে হাসি ফোটাতে ব্যস্ত। সেখানে এগিয়ে এসেছেন সাধারণ মানুষও।

মায়ের সাজে থাকে না কোনও জৌলুস

অর্ঘ্য বিশ্বাস

মা এলে তাঁর আরাধনা তো সবাই করেন। মায়ের সাজসজ্জাও হয় নিদারুণ। পুজোমণ্ডপে হয় কারুকার্য। কিন্তু মায়ের জাঁকজমকহীন পুজোর কথা কী শুনেছেন কেউ? ময়নাগুড়ির বসুনিয়াবাড়ির দুর্গাপুজো কিন্তু এরকমই হয়। থাকে না কোনও চাকচিক্য, আড়ম্বর। মা এখানে পূজিত হন রাজবংশী কুলবধূরূপে। মায়ের পরনে থাকে গ্রামের আর বাকি মহিলাদের মতো সাধারণ শাড়ি। থাকে না কোনও অলংকার। শুধু মা দুর্গাই নন, বাকি দেবদেবীও একইরকম সাজে সজ্জিত থাকেন। সেই পুজো ঘিরেই এখন চরম ব্যস্ততা।

উত্তরবঙ্গের অন্যতম শতাব্দীপ্রাচীন পুজোর মধ্যে ময়নাগুড়ির বসুনিয়াবাড়ির দুর্গাপুজোর নাম রয়েছে। চলতি বছরে ২১৪ বর্ষে পদার্পণ করল এই পুজো। এই পুজোয় জড়িয়ে আছে বহু বছরের ইতিহাস। ১৮১০ সালে ধনবর বসুনিয়ার হাত ধরে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল। সেসময় ধনবর বসুনিয়া কোচবিহারে বসবাস করতেন, এরপর কোনও কারণে সেখান থেকে বিতারিত হয়ে ময়নাগুড়ির আমগুড়িতে আসেন। কথিতে আছে, ধনবর কোচবিহারে লুকিয়ে রাজপরিবারের পুজো দেখে ফেলেছিলেন। তার জন্য সেই এলাকা ছাড়তে হয় তাকে। সেই সময় ওই গ্রাম আমগুড়ি চাপগড় পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর সেখানে বসবাস শুরু করে ধীরে ধীরে প্রভাবশীল হয়ে ওঠেন এবং সেখানেই তিনি মায়ের পুজো শুরু করেন। কোচবিহারে যেভাবে মা পূজিত হতেন সেই নিয়মেই শুরু করেন পুজো। শুরু হয় তিস্তাপারের বসুনিয়াবাড়িতে দুর্গাপুজো।

ময়নাগুড়ির বসুনিয়াবাড়ির দুর্গাপুজো। -ফাইল চিত্র

ষষ্ঠীর দিন থেকেই দেবীর বোধনের পর থেকে মায়ের আরাধনায় মেতে ওঠে এই পুজো। এই পুজোয় এবার থাকছে মায়ের পোশাকে নতুনত্ব। মা দুর্গাকে রাজবংশীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পাটানি পরিয়ে সাজানো হবে। যা সবার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হবে বলে জানান বসুনিয়াবাড়ির সদস্যরা। বসুনিয়া পরিবারের প্রবীণ সদস্য সুনীল বসুনিয়ার কথায়, 'সেই সময় সম থেকে পুরোহিত আসতেন এবং প্রতিমা বানাতে বাংলাদেশের রংপুর থেকে শিল্পী আসতেন। সেই সময় পুজোকে কেন্দ্র করে গ্রামে মেলার চেহারা নিত। প্রচুর মানুষের সমাগম হত। তবে এখন সেরকম না থাকলেও প্রচুর মানুষের সমাগম হয়।'

সুনীল জানান, গ্রামবাসী সহ অনেক পর্যটকদের আনাগোনা থাকে। কাছেই গরুমারা জাতীয় উদ্যান রামশাই রয়েছে। তাই বেড়াতে এসে বসুনিয়াবাড়ির পুজোয় শামিল হন অনেক পর্যটক।

সময়ের ব্যবধানে অবশ্য বদলেছে কিছু রীতি। যেমন, পুজোয় দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বলি প্রথা বন্ধ হয়েছে। পুজোর আগে আলোচনা করে পুজো কমিটির তরফে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সুনীল জানান, অন্যান্য জায়গাতেও বলি প্রথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই তাঁরাও এবার থেকে বলি বন্ধ করে দিচ্ছেন।

মশালা এগ

নিজস্ব মেকআপ স্টুডিও রয়েছে আলিপুরদুয়ারের ভোলারডাবরি এলাকার বাসিন্দা স্নিগ্ধা পাল দত্তের। ছোটবেলা থেকেই রান্না করতে ভালোবাসেন। বিশেষ পছন্দ ফিউশন রান্না। রান্না করে খাওয়ানোর পর যদি প্রশংসা পাওয়া যায়, তাতে আরও বেশি নতুন নতুন খাবার তৈরি করতে উৎসাহ পাওয়া যায়, বলছিলেন স্নিগ্ধা।

প্রণালী

প্রথমে কয়েকটা ডিম সেদ্ধ করে নিতে হবে। তারপর ডিমগুলিকে মাঝবরাবর চিরে নিয়ে সর্ষের তেলে হালকা ভেজে নিতে হবে। ভাজার সময়ে লবণ, হলুদ দিতে হবে। এরপর তিনটি পেঁয়াজ ও ক্যাপসিকামকে কুচি কুচি করে কেটে নিতে হবে। তারপর সেগুলোকে হালকা করে ভেজে নিতে হবে। এরপর ভাজা হয়ে যাওয়া ডিমগুলিকে আলাদা বাসনে রেখে কড়াইটিতে আবার নতুন করে সর্ষের তেল দিতে হবে। কড়াইতে তেল দেওয়ার পর তা গরম হলে তাতে মশলা ফোড়ন দিতে হবে। এই মশলা ফোড়নের মধ্যে শুকনো লংকা বাটা, দারুচিনি, লবঙ্গ ও এলাচ দিতে হবে। তার মধ্যে টমেটো বাটা, রসুন বাটা, আদা বাটা দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে। প্রয়োজনমতো জল দিতে হবে। তারপর স্বাদমতো নুন, মিষ্টি, সয়া সস দিয়ে নেড়েচেড়ে ভাজা ডিম, ভাজা ক্যাপসিকাম, ভাজা পেঁয়াজ দিয়ে আরও কিছুক্ষণ নেড়ে নিয়ে মিনিট দশেক পর নামিয়ে নিতে হবে। ওপর থেকে কাসুরি মেথি ছড়িয়ে সাজিয়ে নিতে হবে। সঙ্গে ধনেপাতা কুচি কুচি করে কেটে সাজিয়ে পরিবেশন করুন 'মশালা এগ'। ভাত বা পরোটার সঙ্গে জমে যাবে খাওয়াদাওয়া।

উপকরণ

- ডিম
- ক্যাপসিকাম
- পেঁয়াজ বাটা
- পেঁয়াজ কুচি
- শুকনো লংকা বাটা
- রসুন বাটা
- আদা বাটা
- টমেটো বাটা
- সয়া সস
- লবণ, হলুদ, গরমমশলা
- দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ
- কাসুরি মেথি
- ধনেপাতা

বান্ধব সংঘের থিম বাংলার লোকশিল্প

শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : প্রতিবছর দুর্গাপুজোয় নিত্যনতুন থিমে দর্শনার্থীদের তাক লাগিয়ে দেয় হাকিমপাড়ার বান্ধব সংঘ। এবছর তাদের পুজোর ৭৭তম বর্ষ, থিম 'বাংলার লোকশিল্প'। বাংলার শিল্প, সংস্কৃতিকে তুলে ধরতেই এই ভাবনা বলে জানিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব সামগ্রী দিয়ে জোরকদমে চলছে মণ্ডপ তৈরি। ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ সৌমেন দে বলছেন, 'আশা করছি, আমাদের আয়োজন সকলের ভালো লাগবে।'

শহরে যে সমস্ত পুজো আয়োজিত হয়, তার অন্যতম বান্ধব সংঘের পুজো। থিমনির্ভর এই পুজো দেখতে প্রতিবছরই দর্শনার্থীর ঢল নামে। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা। তাঁরা জানিয়েছেন, পুজোর বাজেট প্রায় ৭ লক্ষ টাকা। শহরের শিল্পীরাই এবছর প্রতিমা ও মণ্ডপ গড়ছেন। মণ্ডপ তৈরিতে কাঠ, বেত সহ নানা সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। থিমের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে বাংলার লোকশিল্প। সেইসঙ্গে প্রতিমাতেও থাকছে বিশেষত্ব। আর পুজোর দিনগুলিতে থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রসাদ বিতরণ সহ বিভিন্ন কর্মসূচি।

কোষাধ্যক্ষের বক্তব্য, 'আমরা এবার অন্যরকম কিছু করার চেষ্টা করছি। আশা করছি, তা দর্শনার্থীদের ভালো লাগবে। এই পুজো আমাদের কাছে আবেগের। নিষ্ঠা সহ পুজো হয়। পাড়ার সকলে এতে যোগদান করেন।'

প্রতিবছর এই পুজো ঘিরে আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন লীনা সাহা, অঞ্জলি দাসের মতো স্থানীয় বাসিন্দারা। চলে গল্প, আড্ডা, খাওয়াদাওয়া। লীনা বলছিলেন, 'পুজোর দিনগুলিতে আমরা ক্লাবে আড্ডা দিই, আনন্দ করি। ঐতিহ্যবাহী এই পুজো আমাদের কাছে আবেগের।'

প্রবন্ধ লিখে প্রথম সুবর্ণা

শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম হল একতিয়াশাল তিলেশ্বরী অধিকারী হাইস্কুলের ছাত্রী সুবর্ণা বর্মন। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে এর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয় 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান'। স্কুলের প্রধান শিক্ষক পার্থ দত্ত বলেন, 'স্কুলের এই দশম শ্রেণির ছাত্রীর সাফল্যে আমরা গর্বিত।'

বান্ধব সংঘে পুজোর মণ্ডপসজ্জার কাজ চলছে। সোমবার তপন দাসের তোলা ছবি।

সর্বজনীনে আন্তরিক ছোঁয়া

মণ্ডপে আড্ডা আর এলাকার সকলে মিলে চারদিন ধরে একসঙ্গে বসে খাওয়া, কলেজপাড়ার পুজোয় এই ছবির পাশাপাশি দেখা যায় বিগ বাজেটের বর্ণাঢ্য আলোকচ্ছটা এবং দর্শনার্থীদের ভিড়। আলোকপাত করলেন পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : পুজোর দিনগুলিতে বাইরে গিয়ে ঠাকুর দেখার তেমন আগ্রহ থাকে না। পাড়ার পুজোতেই তাঁদের মন পড়ে থাকে। এর অন্যতম কারণ এখানকার জমজমাট আড্ডা। কলেজপাড়ায় বিগবাজেট ছাড়াও বেশ কয়েকটি ছোট পুজো হয়। পুজোর দিনগুলিতে বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না, চারদিন মণ্ডপেই চলে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া। জানাচ্ছিলেন নারায়ণ পাল, ঋতুরাজ বিশ্বাসের মতো অনেকেই।

পুজো মানেই আড্ডা, রাত জেগে জমিয়ে গল্প আর সঙ্গে পেটপুজো। কলেজপাড়ার পরম্পরা, আমারা সবাই, শতরূপা, বাঘা যতীন পার্কের পুজোয় যেমন দেখা যায় জমিয়ে আড্ডা তেমনি বান্ধব সংঘ, কলেজপাড়া পুজো কমিটির পুজোয় দর্শনার্থীদের ভিড়ের সঙ্গে দেখা যায় আড্ডা, গল্প ও আনন্দে মেতে ওঠার দৃশ্য।

সারাবছর শহরের বাইরে কাজে ব্যস্ত থাকলেও পুজোয় যেন এই শহর টানে খোকন চক্রবর্তী, রিয়াংশি সরকারের মতো অনেককেই। কারণ পুজো মানেই পরিবার ও বন্ধুর সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা, মণ্ডপের সামনে বসে রাতভর গল্প ও বছরের সবচেয়ে আনন্দের দিনগুলি কাটানোর সময়। বলছিলেন আমরা সবাই পুজো কমিটির ঋতুরাজ বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'আমাদের পুজো ভীষণ নিষ্ঠার সঙ্গে হয়। সবাই মিলে আমরা আনন্দ উল্লাসের সঙ্গে পুজোর দিনগুলিই কাটাই।'

পুজোর দিনগুলি যে কীভাবে পার হয়ে যায় তা বুঝতেই পারি না, বললেন শতরূপা দুর্গাপুজোর সদস্য সঞ্চয়িতা দাশগুপ্ত। কলেজপাড়ায় কলেজ থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বেই এই পুজো। সকাল থেকেই ফল কাটা, ফুল দিয়ে প্রতিমার সামনে নানা উপকরণ সাজানো পুজোর আয়োজনের মধ্যে দিয়েই তাঁদের দিন কাটে। পুজোর দিনগুলি শুধু মায়ের আগমনই নয় তাদের কাছে একটি নিজেদের মধ্যেই গল্পে আনন্দে মেতে ওঠার উৎসব।

বাঘা যতীন পার্ক, কলেজপাড়ার দুর্গাপুজো, বান্ধব সংঘের মতো বারোয়ারি পুজোগুলিতেও আন্তরিকতার ছোঁয়া আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। বাঘা যতীন পার্কের পুজোয় যেমন শহরের বিভিন্ন জায়গার মানুষ দেখতে আসেন তেমনি, পুজো আয়োজকদের গোটা দিনই কেটে যায় এই পুজোগুলিতেই। অঞ্জলি দেওয়া, সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ নানা আয়োজন, গল্প আড্ডার মধ্য দিয়েই দিনগুলি নিমেষে কেটে যায়।

শ্রাবণী সাহা বলছিলেন, 'সারাবছর আমি কলকাতায় থাকি, তবে পুজোরদিনগুলিতে শিলিগুড়ি ফিরে আসি। সারাদিন আমার বাঘা যতীন পার্কে আড্ডা দিয়েই কেটে যায়।' কোনও পুজোর আয়োজনে থাকে বিশেষ নিয়মকানুন, কোথাও আবার জমিয়ে আড্ডাটাই প্রধান লক্ষ্য। কোথাও দেখা যায় বারোয়ারি পুজো সামলেও চলছে গল্প মজা, আবার কোথাও থাকে জমিয়ে পেটপুজোর আয়োজন। শহরের কলেজপাড়ার একাধিক পুজোমণ্ডপগুলিতে পুজোর দিনগুলিতে দেখা যায় নানা আয়োজন।

আমার পাড়া আমার পুজো

নিষ্ঠার সঙ্গে আনন্দ

- কলেজপাড়ার পরম্পরা, আমারা সবাই, শতরূপা, বাঘা যতীন পার্কের পুজোয় দেখা যায় জমিয়ে আড্ডার ছবি
- বান্ধব সংঘ, কলেজপাড়া পুজোয় দর্শনার্থীদের ভিড়ের সঙ্গে দেখা যায় আড্ডা, গল্প ও আনন্দে মেতে ওঠার দৃশ্য
- এখানে পুজোর দিনগুলিতে কারও বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না, চারদিন মণ্ডপেই চলে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া

মার্কেটে 'রাজনীতির চাল' মমতার

গৌতমের প্রতি নরম ব্যবসায়ীরা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দোকান তৈরি করে দিতে বলেছেন পুরনিগমকে। আর তারপরই পুরনিগম ও মেয়র গৌতম দেবের প্রতি সুর নরম হল বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির। যে সমিতির কর্মকর্তারা রবিবার দুপুরে দাঁড়িয়েও গৌতমের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছিলেন, ২৪ ঘণ্টা পর তাঁরাই মেয়রের ওপর আস্থা দেখাচ্ছেন। ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি সাহা বলছেন, 'আমরা তো চাই, গৌতমবাবু যাতে আমাদের এই সমস্যার সমাধান করে দেন। আমরা গৌতমবাবুকে এব্যাপারে আগেও বলেছি। উনি আমাদের সমস্যার সমাধান করে দিলে ওঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।'

রাজনীতির খেলা চলে বিধান মার্কেটে। কখনও শাসকের পাশে আবার কখনও বা শাসকের বিপক্ষে। বিশেষ করে ব্যক্তিমালিকানার ইস্যুতে এমন ছবিই সামনে এসেছে বিধান মার্কেটে। কখনও সমিতির কর্মকর্তাদের সঙ্গে সখ্য দেখা গিয়েছে গৌতমের, কখনও আবার রাজু বিস্টের। সমিতি অবশ্য বরাবরই দাবি করে এসেছে, তারা সমস্ত রাজনৈতিক দলের থেকেই দূরত্ব বজায় রাখে। কিন্তু বাস্তব তা বলে না। রবিবার দুপুরে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বাপি গৌতমের সমালোচনার পাশাপাশি বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট ও বিধায়ক শংকর ঘোষের প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু বিকেলেই মুখ্যমন্ত্রী যে রাজনৈতিক চাল দিয়েছেন, তাতে চরম অস্বস্তিতে বাপি। তিনি বুঝতে পারছেন, বিজেপির আশপাশে ঘেঁষলেও হিতে বিপরীত হতে পারে ব্যবসায়ীদের পক্ষে। গৌতম অবশ্য এসবকে আমল দিচ্ছেন না। তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, 'গণতান্ত্রিক দেশে কোনও সংগঠনের কোনও বক্তব্য থাকতেই পারে।'

ব্যক্তিমালিকানার দাবিতে দীর্ঘ আন্দোলন করছেন বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীরা। এই ইস্যুতে এসজেডিএ এবং পুরনিগমের বিরোধও দেখেছে শিলিগুড়ি। এসজেডিএ'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী ও গৌতমের ব্যক্তিগত বিরোধের জেরেই যে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়েছিল, তা তখন মেনে নিয়েছে তৃণমূলের একাংশই। রবিবার মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য বিধান মার্কেট নিয়ে গৌতমের ঘাড়েই দায়িত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আবার অরূপ বিশ্বাসকে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে পাঠিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, সবদিকেই তাঁর নজর রয়েছে। অরূপের কাছে সেদিন ব্যক্তিমালিকানার দাবিও জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। আর তারপরই আশা বাড়ছে রাজ্য সরকারের প্রতি। ব্যবসায়ী সমিতিও বুঝে গিয়েছে, রাজ্য সরকারের ওপর ভরসা করা ছাড়া এখন গতি নেই। সম্ভবত সেই কারণেই গৌতমের প্রতি সুর নরম ব্যবসায়ী সমিতির। বাপি বলেন, 'গৌতমবাবু কেন যে এমন করেন, বুঝতে পারি না।'

বাপির অবস্থান নিয়ে অবশ্য দ্বিমতও রয়েছে ব্যবসায়ীদের। অনেক ব্যবসায়ীই ক্ষোভপ্রকাশ করে বলছেন, 'উনি সংবাদমাধ্যমে যখন যা খুশি বলে দিচ্ছেন। আমাদের দাবি একটাই, ব্যক্তিমালিকানা। কাউকে চটিয়ে সেটা আদায় করা যাবে না। তাই সংবাদমাধ্যমে কী বলা হচ্ছে, সেটা নিয়ে ওঁর সতর্ক থাকা প্রয়োজন।'

ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক রাজু সাহা বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদেও রয়েছেন। তিনি অবশ্য গৌতমে আস্থা রাখতে পারছেন না। রাজুর বক্তব্য, 'গৌতম দেব তো একসময় এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান ছিলেন। তখন তো উনি বিধান মার্কেটের জন্য কিছু করেননি। তাই ব্যক্তিমালিকানা ইস্যুতে আমরা ওঁর ওপর ভরসা করতে পারছি না।'

এদিন পুরনিগমের তরফে একটি দল গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের নথিপত্র খতিয়ে দেখে। পুরনিগম সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গৌতম বলছেন, 'আমাদের দোকানগুলো দেখার কথা বলা হয়েছে। আমরা আগামীকালের মধ্যেই ব্যবসায়ীদের হাতে ক্ষতিপূরণ তুলে দেব। যে দোকানগুলো একেবারে পুড়ে গিয়েছে, সেগুলো যাতে দ্রুত তৈরি করে দেওয়া যায়, সেটাও দেখা হবে।'

পুড়ে যাওয়া দোকানে শেষ সম্বলের সন্ধান। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

বিলম্বে বোধোদয়

- রবিবারই ব্যবসায়ী সমিতির কর্তারা মেয়র গৌতম দেবের সমালোচনা করেন
- পাশাপাশি তাঁরা বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট ও বিধায়ক শংকর ঘোষের প্রশংসা করেন
- ওইদিন বিকেলেই মুখ্যমন্ত্রী ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করে রাজনৈতিক চাল দেন
- ব্যবসায়ী সমিতি বেশ বুঝতে পারছে বিজেপির পাশে ঘেঁষলে এখন হিতে বিপরীত হতে পারে

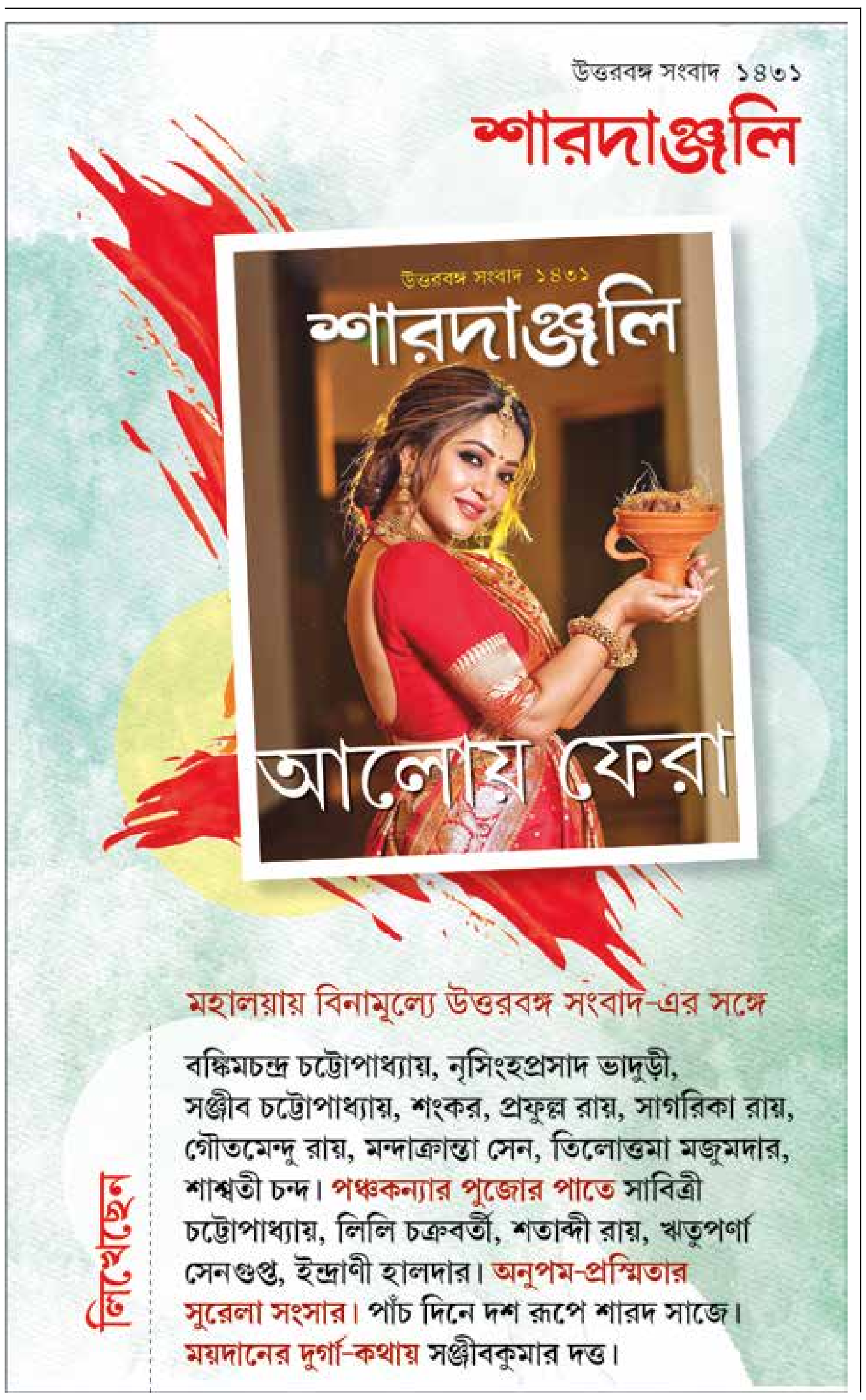

শহরে প্রদর্শনীতে কেনাকাটায় ঝোঁক

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : পুজো আসতে আর মাত্র হাতেগোনা ক'টা দিন বাকি। সারাবছর তামাম বাঙালি অপেক্ষা করেন এই কয়েকদিনের। সাজগোজ, বন্ধুদের আড্ডা, রেস্তোরাঁয় জমিয়ে খাওয়া দাওয়া- কত্ত কিছু প্ল্যানিং। তবে সাজগোজের ক্ষেত্রে অনেকে বেশ খুঁতখুঁতে। পোশাকের সঙ্গে চাই ম্যাচিং গয়না। মানানসই প্রসাধনী। কম বেশি সকলে অনলাইনে, শপিং মল বা স্থানীয় বাজার থেকে নতুন পোশাক কেনাকাটা করছেন। তবে এক ছাদের তলায় যদি মনপসন্দ পোশাক থেকে হাতে বানানো গয়না- সবই মেলে তা হলে নেহাত মন্দ হয় না। এক্ষেত্রে ক্রেতাদের মুশকিল আসান করেছে শারদীয়া স্পেশাল এগজিবিশন, মেলা। যেখানে একই জায়গায় শাড়ি, কুর্তি, চুড়িদার, গয়না সহ বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে স্টল দিচ্ছেন মহিলারা। এর ফলে একদিকে যেমন শ্রাবণী সরকার, অর্পিতা কুণ্ডুর মতো মহিলাদের স্বর্ভিরতার পথ প্রশস্ত হচ্ছে, অন্যদিকে, প্রিয়া, দেবদ্যুতির মতো অনেকের শপিংয়ে সুবিধা হচ্ছে।

শিলিগুড়ি শহরের ভুটিয়া মার্কেট, কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম, সুভাষপল্লি সহ একাধিক জায়গা এবং কিছু ব্যাঙ্কোয়েট হলে দুর্গাপুজো স্পেশাল এগজিবিশন কিংবা মেলা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। যেখানে পুজোর আগে পসন্দসই জিনিস কিনতে ভিড় জমাচ্ছেন অনেকে।

আবার নিজস্ব দোকান বা প্রতিষ্ঠান নেই এমন অনেকে, যাঁরা সারাবছর বাড়ি থেকে জামাকাপড় বিক্রি করেন, তাঁদের কাছে এই ধরনের এগজিবিশনগুলি আয়ের মাধ্যম। শ্রাবণী সরকারের কথায়, 'সারাবছর বাড়ি থেকে ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে শাড়ি, ব্লাউজ, চুড়িদার বিক্রি করি। কয়েক বছর ধরে পুজোর আগে এগজিবিশনে স্টল দিচ্ছি। তাতে অনেকটাই লাভ হচ্ছে।'

হাতে বানানো গয়না ও কুর্তির সম্ভার নিয়ে পুজোর আগে বেশ কয়েকটি এগজিবিশনে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে সঞ্চিতা সাহার। এতে ভালো ব্যবসা হয়, বলছিলেন তিনি।

ক্রেতারাও একই জায়গায় শাড়ি, কুর্তি সঙ্গে মানানসই অলংকার পেয়ে খুশি। সুজাতা পালের কথায়, 'গতবারও শাড়ি, কুর্তি সবটাই এগজিবিশন থেকে নিয়েছিলাম। এবারও সেখানে যাচ্ছি কেনাকাটার জন্য।' এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি এগজিবিশনে গিয়েছেন অপরূপা সরকার। সকলেই বলছেন, 'পছন্দমাফিক পোশাক, গয়নার জন্য এটা বেশ ভালো ব্যবস্থা।' এখন সন্ধ্যা নামতেই শারদীয়া স্পেশাল এগজিবিশনগুলিতে ভিড় জমছে।

সিলিন্ডারে আগুন

শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : নির্মীয়মাণ বাড়িতে থাকা গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন লেগে যাওয়ায় সোমবার রাতে চাঞ্চল্য ছড়াল জংশন এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বহুতলটির দ্বিতীয়তলায় কয়েকজন কর্মী রান্না করছিলেন। সেইসময় অসাবধানতাবশত আগুন লেগে যায়। এদিকে, আগুন লাগার খবর পেয়ে আসে দুটি দমকলের ইঞ্জিন। কিছুক্ষণেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্বচ্ছতা অভিযান

শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি কলেজের এনএসএস-এর পক্ষ থেকে 'স্বচ্ছতা হি সেবা' অভিযান শুরু হয়েছে। পড়ুয়ারা শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিষ্কার করছেন। ২ অক্টোবর পর্যন্ত এই অভিযান করা হবে বলে প্রোগ্রাম অফিসার নবনীতা ভাওয়াল জানিয়েছেন।

বানারহাটের কাছে ডিবিআইটিএর দপ্তরে বৈঠক চলাকালীন বাইরে অপেক্ষায় অ্যান্ড্রিউ ইউলের শ্রমিকরা।

বোনাসে ক্ষোভের আগুন ডুয়ার্সে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৩০ সেপ্টেম্বর : বোনাস নিয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে মতে মিলল না। মঙ্গলবার তাই রাস্তা জ্যাম ও রেল রোকো আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন অ্যান্ড্রিউ ইউলের আওতাধীন চা বাগানের শ্রমিকরা। অন্যদিকে, রেডব্যাংক চা বাগানেও বোনাস নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। এখনও বোনাস না হওয়ায় সেখানকার শ্রমিকরা সোমবার ম্যানেজারকে ঘেরাও করেন। কেউ কাজেও যাননি।

সোমবার চা বণিকসভা ডিবিআইটিএ'র ডাকা বৈঠকে অ্যান্ড্রিউ ইউলের আওতাধীন নিউ ডুয়ার্স, কারবালা, বানারহাট ও চুনাভাটি ৪ চা বাগানের বোনাস জট কাটেনি। দু'কিস্তিতেই বোনাস প্রদানে অনড় থাকে মালিকপক্ষ। তবে আগের প্রস্তাব মতো প্রথম কিস্তির পরিমাণ বাড়িয়ে ৮.৩৩ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ করা হয়। এদিকে, নিজেদের পুরোনো অবস্থান থেকে সরে আসেননি শ্রমিকরা। তাঁদের দাবি, ১ কিস্তিতেই ১৬ শতাংশ হারের বোনাস দিতে হবে।

অ্যান্ড্রিউ ইউল নিয়ে ডিবিআইটিএ'র সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বৈঠক ব্যর্থ এমনটা বলা যাবে না। অ্যান্ড্রিউ ইউল কর্তৃপক্ষ তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছে। কোম্পানি আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এদিনের বৈঠকে পুজোর আগে ১০ শতাংশ ও বাকি ৬ শতাংশ চলতি আর্থিক বছরেই মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়।' শুভাশিসের দাবি, এখনও আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য

আজ বানারহাটে রেল অবরোধ

তাঁরা প্রস্তুত রয়েছেন।

এদিকে, তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কোর কমিটির সদস্য ও চুনাভাটি চা বাগানের কর্মচারী বাবুন গোপ বলেন, 'অ্যান্ড্রিউ ইউল আগেও বকেয়া মজুরি নিয়মিত করা নিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তা রাখেনি। কীভাবে ওদের আর কেউ বিশ্বাস করবে? পথ অবরোধ, রেল রোকোর পাশাপাশি লাগাতার আরও আন্দোলন চলবে।' একই সুরে ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চুনাভাটি চা বাগানের নেতা সঞ্জিত গুরুং বলেন, 'সব বাগানে গেট মিটিংয়ের পর শ্রমিকরা শক্তি প্রদর্শনে শামিল হবেন। একজন শ্রমিকও বাগানে থাকবেন না।'

সব বাগানে এক কিস্তিতেই বোনাস হচ্ছে। এখানে কেন হবে না? প্রশ্ন তুলেছেন চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল আলম। শ্রমিকদের আন্দোলনে সমস্ত সংগঠন তাঁদের পাশে থাকবেন বলে বার্তা দিয়েছেন জিয়াউল।

এদিকে, রেডব্যাংক চা বাগানে তো মজুরিই বকেয়া। ধনমায়া তামাং নামে এক শ্রমিক বলেন, 'পুজো এসে গেল। অথচ এখনও বোনাস পেলাম না। মজুরিও বকেয়া।' সুরেশ ওরাওঁ নামে আরেক শ্রমিকের কাতর প্রশ্ন, 'কীভাবে বাচ্চাদের নতুন জামাকাপড় কিনে দেব?'

এদিকে, বাগান কর্তৃপক্ষ বোনাস নিয়ে কার্যত 'আত্মসমর্পণ' করেছে। রেড ব্যাংকের কর্ণধার সুশীলকুমার পাল বলেন, 'ভয়ংকর আর্থিক অনটনের কারণে কোম্পানির বোনাস দেওয়ার সামর্থ্য নেই। তবে ব্যক্তিগতভাবে শ্রমিকদের কিছু অনুদান দেব।'

খবরের সত্যি-মিথ্যে

প্রথম পাতার পর

তদন্ত কতদূর এগোল তা ঘটা করে জানাচ্ছে। যদি কেউ ভিতর থেকে গোপন খবর বের করে আনতে পারে সেটা একান্ত তার কৃতিত্ব। কিন্তু এখনকার সময়ের মুড়িমুড়কির মতো খবর বের হওয়া সম্ভব নয়। এখানে একটা সুবিধা আছে। লিখে দাও 'সূত্রের খবর।' তারপর যা মনে হয় লিখতে থাকো। সাংবাদিকরা সূত্র জানাতে বাধ্য নয়। তাই ধরা পড়ার সুযোগ নেই।

কিন্তু খটকা লাগে না যখন দেখি সিবিআইয়ের এক এক 'সূত্র' এক একরকম খবর দিচ্ছে? একই বিষয়ে সত্য তো নানারকম হতে পারে না। সত্য তো একটাই। কোনটা ঠিক? খুন একজন করেছে না অনেকে মিলে, ঠিক কোথায় খুনটা হল, খুনের আগে না পরে ধর্ষণ হয়েছে, দেখবেন সিবিআইয়ের এক এক সূত্র এক এক কথা বলছে। কোনওটার সঙ্গে কোনওটার মিল নেই। কিন্তু তার ভিত্তিতেই খবর লেখা হচ্ছে। সন্ধ্যায় তা নিয়ে টিভির আলোচনায় বক্তারা নানারকম বিশ্লেষণ করছেন।

সিবিআই বা ইডি নিয়ে সাধারণ লোকজনের তেমন ধারণা থাকার কথা নয়। আগে হত না, এখন গোয়েন্দা সংস্থাগুলি তাদের ওয়েবসাইটে যে কোনও অপরাধ নিয়ে খবর আপলোড করে। তবে তা কেবল গ্রেপ্তারি বা বিপুল পরিমাণ টাকা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার খবর। আগে প্রেস নোট দিয়ে জানানো হত। কিন্তু তদন্ত নিয়ে একটা কথাও স্বাভাবিকভাবেই বলে না তারা। অনেকে আবদার জুড়েছেন, সিবিআই রোজ খানিকটা করে জানাতে পারে। তা হলে আমরা জানতে পারতাম। আবার কারও দাবি, খামবন্দি তদন্ত রিপোর্ট জানানো হোক। তা সম্ভব নয়। তাই সর্বত্র মনগড়া মিথ্যের চাষ অবাধে।

আর আছে খবরকে রোমাঞ্চকর করে তোলা যাতে লোকের মুখে মুখে তা ছড়িয়ে পড়ে। আর বিক্রি বাড়ে। কী নেই সেসব কাহিনীতে। বীর্যের ওজন থেকে সন্দীপ ঘোষের নানারকম রোমহর্ষক কীর্তিকাহিনী, ঘরের দেওয়াল ভাঙা হল কেন থেকে মর্গের দেহ পাচার কী নেই। সবই জানা যাচ্ছে সিবিআইয়ের 'সূত্র' মারফত। এতে তদন্ত কতদূর এগোল কে বলতে পারে! কিন্তু বাজারে তা বিলক্ষণ চলছে। খবরের দুনিয়ায় ওয়াকিবহাল মহল বলে একটা কথা হরহামেশা শুনতে পাবেন। যারা সবকিছু জানেন, বোঝেন। বিশ্বাস করুন, আমি এই এতদিনের সাংবাদিকতায় সেই ওয়াকিবহাল মহল খুঁজে পাইনি।

এর সঙ্গে যোগ হয়েছে নানারকম অডিও-ভিডিও দেখানো। তাতে অবশ্য ঝুঁকি খানিকটা কম। তলায় লিখে দিলেই হল, এই ভিডিও বা অডিওর সত্যতা যাচাই করা হয়নি। সাতখুন মাফ। যাচাই না করে ব্যবহার করা হল কেন কে জানতে চাইবে!

রূপকথা বাংলার মিঠুনের

প্রথম পাতার পর

অভিনেতা কিন্তু স্টার হওয়ার গুণাবলি তাঁর নেই। অন্যদিকে উত্তমকুমার যেন বিয়ারের ফেনা, পর্দার পানপাত্র থেকে উপচে পড়েন। এই অবান্তর ঐশ্বর্য, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যারিশমা, তা মিঠুনের আছে। উত্তমকুমারের প্রয়াণের পর টালিগঞ্জ যখন বিপর্যস্ত, অন্যদিকে অমিতাভ বচ্চনের চূড়ান্ত শৃঙ্গারোহণ, কিন্তু শাহরুখ তখনও অদৃশ্য, বলিউড চলচ্চিত্রে তার অন্তর্বর্তী একটি অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন মিঠুন।

হলিউড বি-মুভির ধরনে মিঠুন, হামফ্রে বোগার্টের সমান্তরালে, এমন একজন প্রতিশ্রুতি যিনি নিম্নবর্গীয় বিনোদনকে জনগ্রাহ্য করে তোলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে মিঠুন হলিউডের 'স্যাটারডে নাইট ফিভার' (১৯৭৭) ছবির নায়ক জন ট্রাভোলটাকে নির্বিকল্প ভারতীয় মলাট পরিয়েছিলেন 'ডিস্কো ড্যান্সার' ছবিতে। 'শনিবার রাতের জ্বর' মূলত কেন ইয়াঙ্কি সংস্কৃতির একটি মুদ্রা হয়ে উঠেছিল? তার কারণ সত্তর দশকে সপ্তাহ শেষে ব্রুকলিন ও আশপাশের এলাকায় নাচ-গান পোশাকের যে কৌমপ্রথা গড়ে উঠেছিল, ডিস্কো চর্চার আলো আঁধারিতে জন ট্রাভোলটা তার, সেই উপ-সংস্কৃতির একটি নথি হয়ে ওঠেন।

আশির দশকে মুম্বই শহরের নীচের মহল ও মফসসলে যে অনভিজাত বিনোদন, বাপি লাহিড়ি ও মিঠুন চক্রবর্তী যেন তার দস্তাবেজ। শাস্ত্রীয় নাচ ও সংগীতের বাইরে সস্তা স্বর্গভ্রমণের প্রতিশ্রুতি তাঁরাই। একটি নবজাত মিশ্র অসংগঠিত সমাজের দেবদূত তাঁরাই ছিলেন। শনিবার রাতের জ্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও নান্দনিকভাবে তাৎপর্যময় বলে ঘোষিত হয়েছে লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের দ্বারা। দুঃখের কথা ভারতে জনপ্রিয় সংস্কৃতির এমন হিসেবনিকেশ হয় না।

রাজ কাপুরের 'আওয়ারা'-র পর 'ডিস্কো ড্যান্সার' সেই ছবি যা সোভিয়েত ইউনিয়ন তো বটেই, মধ্যপ্রাচ্যে ও তুরস্ক এবং আফ্রিকার এক বড় শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। এই যে গলি থেকে রাজপথ, এই যে বস্তির ঘর থেকে শ্বেতপাথরের প্রাসাদ, এই যে লগ কেবিন টু হোয়াইট হাউসের উপাখ্যান, মিঠুন চক্রবর্তী তাঁর ছবিতে কোথাও যাঁরা বঞ্চিত ও প্রান্তিক সেই শহরের সেই পাতালঘরের মানুষজনের জন্য সুবাতাসের মতো আশ্বাসবাক্য। হারবার্ট মারকিউস অকারণে স্টার ব্যবস্থাকে সোশ্যাল লিংক বলেননি। সমাজের ওঠা-পড়ায় মিঠুন চক্রবর্তী জীবনের অতিরিক্ত সুষমা ছড়িয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। তথাকথিত শিল্প ছবি যেমন 'গুড়িয়া', 'মৃগয়া' বা 'তাহাদের কথা' ছাড়া তিনি সর্বত্রই একটি অতিরিক্ততা আনেন তাঁর অভিনয়ে। কিন্তু জনমনস্তত্ত্ব তো অবদমিত দুঃস্বপ্নে জীবনের মাত্রা ছাড়ানো উপচারই পছন্দ করে।

একজন মানুষ যিনি প্রায় পৌনে চারশো ছবিতে অভিনয় করেছেন, একজন অভিনেতা যাঁর ভাষাগত উপস্থিতি অফুরান। বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, ভোজপুরি, তামিল, তেলুগু, কন্নড় ও পঞ্জাবি- সর্বত্রই তিনি স্বচ্ছন্দ। অবিশ্বাস্যভাবে তিনি ১৯৮৯ সালে উনিশটি ছবিতে নায়কের ভূমিকায় ছিলেন। নৃত্যভিত্তিক তাঁর ছবিগুলির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যে কোনও চলচ্চিত্র প্রেমিকের পক্ষেই বিস্ময়কর। এমনকি তাঁকে ঘিরে যে উপবাণিজ্য গড়ে উঠেছে তাও হতবাক করে আমাদের। সাবসিডিয়ারি সারকুলেশনেও তিনি বারেবারে নতুন নতুন রাজ্য জয় করেছেন। কখনও বিজ্ঞাপন চিত্রে মডেল হিসেবে, কখনও কমিক বইয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্রই মিঠুনের প্যারডি। কখনও 'গোলমাল-৩' জাতীয় ছবি মিঠুন চক্রবর্তীর পুরো জীবনকেই, নাচ ও অভিনয়কে, অনুকরণ করে গিয়েছে। পরেও আমির খান নর্তক হিসেবে তাঁর হস্তাবলেপনকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ২০১১-এর ছবি 'দিল্লি বেলি' নামের ছবিতে। এমনকি মিঠুন চক্রবর্তী সেই বিরল চরিত্র যিনি বিদেশে, গিনি-বিসাউতে ডাকঘরের স্ট্যাম্পেও ঠাঁই পেয়েছেন।

খুব কম সিনেমা চরিত্রই মাধ্যম থেকে বেরিয়ে সময়ের পটে নানা স্তরে লোককথা হয়ে ওঠেন। সংসদ ভবন থেকে শ্যামপুকুরের চায়ের দোকান পর্যন্ত মিঠুন চক্রবর্তী এক বয়স্ক রাজকুমার। বছর চল্লিশেক আগে মিঠুন চক্রবর্তীর 'বক্সার' নামে একটি ছবি দেখি। সেখানে সামান্য রোজগারের এই ছেলে রক্তাক্ত মুখে বারবার রিং-এ ফিরতেন। যে মেয়েটি আচার ফেরি করে বেড়ায় আর যে ছেলেটি নতমুখে দোকানে চা গরম করে তাদের কোথাও একটি ঘুরে দাঁড়ানোর পটকথা থাকেই। মিঠুন চক্রবর্তীর জয় সেখানেই। ব্যাকরণসম্মত না হয়েও হাজার ওঠা-পড়া নিয়েই তিনি রাস্তার নায়ক। তাঁর জামায় শেষপর্যন্ত পরিত্যক্তদের স্বপ্ন, পরাভূতদের উল্লাস।

অন্তঃসত্ত্বা সিংহীর খোঁজখবর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কের অন্তঃসত্ত্বা সিংহীর খোঁজ নিয়ে গেলেন রাজ্য জু অথরিটির কর্তারা। সাফারি সূত্রে খবর, শনিবারই তাঁরা এসে ঘুরে গিয়েছেন। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে শাবকের জন্ম দিতে চলেছে ওই সিংহী। মা এবং শাবকের জন্য কী ব্যবস্থা করা হয়েছে? সিংহীর বর্তমান শারীরিক পরিস্থিতি, আবহাওয়া কিংবা আর কী প্রয়োজন পার্কে ইত্যাদি নানা বিষয়ে খোঁজখবর করে যান জু অথরিটির কর্তারা।

সাফারির চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলেন জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরী।

যেহেতু সিংহের প্রসবের সময় খুবই যত্ন নিতে হয় এবং বার্থ রেট খুব কম, তাই যাওয়ার আগে বেশ কিছু নির্দেশিকা দিয়ে গিয়েছেন কর্তারা। সেই অনুযায়ী কাজ করতে বলা হয়েছে। রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'আরও দুই সপ্তাহ লাগবে শাবকের জন্ম দিতে। সুস্থ এবং স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি করতে সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

শনিবার সাফারি পার্কে এসেছিলেন রাজ্য জু অথরিটির কর্তারা।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ত্রিপুরার সিপাহীজলা চিড়িয়াখানা থেকে আনা হয়েছিল দুটি সিংহ। একটি মর্দা এবং একটি মাদি। তাদের প্রথমে কিছুদিন কোয়ারান্টিনে রেখে পরবর্তীতে একসঙ্গে রাখা হত।

> আরও দুই সপ্তাহ লাগবে শাবকের জন্ম দিতে। সুস্থ এবং স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি করতে সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে।
>
> **সৌরভ চৌধুরী**
> সদস্য সচিব
> রাজ্য জু অথরিটি

শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কের মনোরম পরিবেশে দুজনের মধ্যে সখ্য তৈরি হয় এবং অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে সিংহীটি। খবর জানার পর থেকেই তার যত্নে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে সাফারি কর্তৃপক্ষ।

ইতিমধ্যে অন্তঃসত্ত্বাকে আলাদা ক্রলে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয়েছে। তিনবেলা মেনুতে থাকছে পুষ্টিকর খাবার। মাংসের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। জলের সঙ্গে দেওয়া হয় মিনারেলসও।

পাশাপাশি ভিটামিন জাতীয় ওষুধ। ক্রলের মধ্যে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। সেই ক্যামেরার মাধ্যমে সিংহীর গতিবিধির ওপর নজর রাখছেন চিকিৎসকরা। শনিবার রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব সহ কর্তারা এসেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁরা সিংহীর ক্রলে কী কী ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখেন।

কর্মবিরতি

প্রথম পাতার পর

তদারকি করার জন্য নোডাল অফিসার নিয়োগের দাবি তোলেন। ওই মামলায় সিবিআই সোমবার দ্বিতীয় স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেয় সুপ্রিম কোর্টে। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণে রিপোর্টের অগ্রগতি নিয়ে সন্তুষ্টির সুর শোনা গিয়েছে।

প্রায় ৮০ মিনিটের শুনানি হয় প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রর বেঞ্চে। চিকিৎসকদের নিরাপত্তার প্রসঙ্গ আবার ওঠে আদালতে। রাজ্যের আইনজীবীর কাছে বেঞ্চ জানতে চায়, হাসপাতালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা কতদূর হয়েছে। তাতে রাজ্যের আইনজীবী রাকেশ ত্রিবেদী আরও কিছু সময় লাগবে বলে জানান।

আদালতে তাঁর বক্তব্য ছিল, '১০ অক্টোবরের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতির কারণে কাজ কিছুটা থমকে আছে।' পরে আবার রাকেশ জানান, ১৫ অক্টোবরের মধ্যে ২৮টি মেডিকেল কলেজে সিসিটিভি বসানো ও শৌচালয় নির্মাণ শেষ হয়ে যাবে। সেই সওয়াল শুনে প্রধান বিচারপতি আরও সময় বাড়িয়ে জানিয়ে দেন, ৩১ অক্টোবরের মধ্যে কাজ শেষ করার বিষয়টি রাজ্যকে নিশ্চিত করতে হবে।

জুনিয়ার ডাক্তারদের কর্মবিরতি নিয়ে বিস্তারিত খোঁজ নেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। জুনিয়ার ডাক্তারদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং জবাব দেন, 'জুনিয়ার ডাক্তাররা সবাই জরুরি পরিষেবায় যোগ দিয়েছেন।'

এ কথায় সন্তুষ্ট না হয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমার কথা পরিষ্কার। ডাক্তাররা কি ওপিডি (বহির্বিভাগ) ও আইপিডি (ইন্ডোর) সার্ভিসে যোগ দিয়েছেন?'

ইন্দিরা যুক্তি দেন, সবই তো জরুরি পরিষেবার মধ্যে পড়ে। তাতে আরও উষ্মা প্রকাশ করে ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, 'আমি ওপিডি ও আইপিডি সার্ভিসের কথা বলেছি।' এরপর ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, ডাক্তারদের ওপিডি ও আইপিডি সার্ভিসে যোগ দিতেই হবে। এই নির্দেশ জুনিয়ার ডাক্তারদের খুশি করেনি। এরপর করণীয় ঠিক করতে কলকাতায় তাঁরা জেনারেল বডি (জিবি) মিটিংয়ে বসেছেন।

মামলার পরবর্তী শুনানি ঠিক হয়েছে পুজোর পর ১৪ অক্টোবর। মামলাটিতে সোমবার ৪২টি পক্ষের ২০০ জন আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন। আইনজীবী মহেশ জেঠমালানি বলেন, রাজ্যের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল নির্যাতিতার নাম প্রকাশ্যে এনেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে এখনও এফআইআর হয়নি। প্রধান বিচারপতি সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিনীতের বিরুদ্ধে রিট পিটিশন ফাইল করতে বলেন।

ইউটিউবে নির্যাতিতাকে নিয়ে মঙ্গলবার সিনেমা মুক্তি পেতে চলেছে বলে নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার জানালে তিনি সিনেমার মুক্তি আটকাতে আইনি পদক্ষেপ করতে বলেন।

হেঁটে কর্মস্থলে

প্রথম পাতার পর

পাঠানোর এদিন ছিল শেষদিন। সেই কাজের চাপ মাথায় ছিল সুমীরণের। সেই কারণেই বনধ উপেক্ষা করে লেবংয়ের ভুটিয়াবস্তির বাড়ি থেকে ভোরে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। কিন্তু পথে একটিও গাড়ি পাননি। এমনকি বাইক নিয়েও কাউকে সেভাবে নামতে না দেখে অগত্যা হেঁটেই দার্জিলিং থেকে সুকনা পর্যন্ত চলে আসেন।

সমীরণের কথায়, 'দার্জিলিং পর্যন্ত চলে আসার পর আর ফিরে যাওয়ার চিন্তা করিনি। সেখান থেকে হাঁটা শুরু করি। রাস্তায় অনেক জায়গায় বিক্ষোভকারীরা দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুকনা পর্যন্ত এসে সিটি অটো পাই। সেটাতে চেপে দুপুর আড়াইটে নাগাদ অফিসে পৌঁছাই।'

ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন দুটো রুটি আর তরকারি খেয়ে। হাঁটার সময় সঙ্গে ছিল এক বোতল জল। পাহাড়ে থেকে নামার সময় গাড়ি না থাকা এবং শুনসান রাস্তার চিত্র ভিডিও করে অফিসের গ্রুপে দিয়ে দেন তিনি। জানিয়ে দেন, অফিসে ঢুকতে খানিক দেরি হবে। কিন্তু তাতে অবশ্য কেউ কিছু মনে করেননি।

সুমীরণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ শিলিগুড়ির বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিক। তিনি বলছেন, 'কাজের প্রতি এমন দায়বদ্ধতা খুব কম দেখেছি। কিছুটা শারীরিক অসুস্থতা নিয়েই সুমীরণ হেঁটে এসেছেন। অফিসে এসে আবার একগুচ্ছ কাজ নিয়ে মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়েছেন। কোনও কাজের দায়িত্ব দিলে কোনও সময় উনি না করেন না। খুব সহজে আজকের দিনটা ছুটি নিতে পারতেন। কিন্তু শুধুমাত্র দায়বদ্ধতার জন্য কঠিন পথ পেরিয়ে অফিসে এসেছেন।'

সুমীরণের বাড়ি লেবংয়ের ভুটিয়াবস্তিতে হলেও কাজের সুবিধার জন্য শালবাড়ি এলাকায় বাড়িভাড়া নিয়ে থাকেন। পরিবারে তাঁর কেবল মা রয়েছেন। কিন্তু সুমীরণের মা নরমায়া শর্মা লেবংয়ের বাড়ি ছেড়ে শালবাড়িতে আসতে চান না। সেই কারণে মাকে দেখতে প্রত্যেক শুক্রবার বিকালে গাড়ি ধরে লেবংয়ে যান সুমীরণ। সেখানে শনি ও রবিবার মায়ের সঙ্গে কাটিয়ে প্রত্যেক সোমবার ভোরে লেবং থেকে গাড়ি ধরে শিলিগুড়িতে আসেন।

একসময় সেনাবাহিনীর চাকরির জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন সুমীরণ। লম্বা, ছিপছিপে চেহারার বছর ২৯-এর তরুণের সেনাবাহিনীতে চাকরি না হলেও শিক্ষা দপ্তরে চাকরি জোটে ২০২২ সালে।

এদিন পাহাড় থেকে নামার সময় রোহিণী রোড না ধরে ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে তিনধারিয়া হয়ে সুকনায় আসেন। তাঁর কথায়, 'গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছেড়ে রাখা যায় না। দায়িত্ব যখন নিয়েছি, তখন কাজ করতেই হবে।'

সরকারি কর্মীদের একাংশের অফিস যাওয়া নিয়ে অনেক কৌতুক রয়েছে। 'আসি যাই, মাইনে পাই' গোছের কটাক্ষও শুনতে হয় অনেককে। কিন্তু সুমীরণের মতো কর্মীরা সত্যিই ব্যতিক্রমী।

দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

প্রথম পাতার পর

যে সমস্ত যাত্রীবাহী এবং পণ্যবাহী যানবাহন মাটিগাড়ার খাপরাইল রোড ধরে শিমুলবাড়ি হয়ে রোহিণীতে পৌঁছায়, সেগুলিকে আটকে দেন বনধ সমর্থনকারীরা। পাহাড় থেকে সমতলে নামা প্রচুর যানবাহনও রোহিণীতে আটকে পড়ে। টোল গেটের দু'পাশে গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে যায়। সেখানে বেশ কিছু পড়ুয়া আটকে পড়ে।

সাঁতরাগাছি থেকে আসা পড়ুয়া সৌমজিৎ দাঁর কথায়, 'আমরা কার্সিয়াংয়ে পড়াশোনা করি। সকালে প্রথমে শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে যাই। সেখানে দার্জিলিংয়ের কোনও বাস না পেয়ে শেয়ার গাড়িতে করে কার্সিয়াং যাচ্ছি। কিন্তু অনেক অনুরোধ করার পরেও আমাদের গাড়িকে যেতে দিচ্ছে না।' দার্জিলিং ঘুরে শিলিগুড়িতে সপরিবারে নামছিলেন মালদার রথবাড়ির বাসিন্দা সুমিত চক্রবর্তী। তিনি বললেন, 'গোটা পাহাড়টা নেমে এলাম। রোহিণীতে এসে আটকে দিল। কিছুতেই গাড়ি নামতে দিচ্ছে না। এভাবে পর্যটকদের ভোগান্তি হলে তো সমস্যা।'

এদিন কার্সিয়াং, মিরিক এবং দার্জিলিংয়ের দোকান-বাজার, যানবাহন চলাচল, স্কুল-কলেজ পুরোপুরি বন্ধ ছিল। তবে, সরকারি অফিসগুলিতে স্বাভাবিক কাজকর্ম হয়েছে। কালিম্পংয়ে শুধুমাত্র গরুবাথানে বনধের প্রভাব পড়েছে। কেননা ওই জেলায় শুধুমাত্র গরুবাথানেই ছ'টি চা বাগান রয়েছে। লাভা হয়ে গরুবাথান যাতায়াতের রাস্তায় অম্বিয়ক চা বাগানের সামনে অবরোধ করেন আন্দোলনকারীরা। অবরোধের জেরে সেখানে যাত্রীবাহী এবং পণ্যবাহী প্রায় ৪০০ গাড়ি আটকে যায়।

সিপিআইয়ের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক পার্থ মৈত্র জানিয়েছেন, তাঁদের চা শ্রমিক সংগঠন এআইটিইউসিও এই বনধে শামিল হয়েছিল।

নাবালকের দেহ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ৩০ সেপ্টেম্বর : সেপটিক ট্যাংক থেকে উদ্ধার হল নাবালকের দেহ। রবিবার রাতে কিশনগঞ্জের লোহাকাঁচি গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম ওয়াহিদ আলম (১১)। শনিবার ওই নাবালককে শেষবার পুকুরপাড়ে খেলতে দেখেছিলেন গ্রামবাসী। সেকারণে পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছিল, ওয়াহিদ হয়তো পুকুরে তলিয়ে গিয়েছে। রবিবার সকাল থেকে নাবালকের খোঁজে এসডিআরএফ দল পুকুরে তল্লাশি চালায়। কিন্তু কোনও হদিস মেলেনি। রাতে সেপটিক ট্যাংক থেকে নাবালকের দেহ উদ্ধার হয়।

অভিযোগ থেকে মুক্ত নির্মল

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর : রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি থাকাকালীন পদের অপব্যবহার করতেন নির্মল মাজি। তাঁর বিরুদ্ধে ২০১৮ সালে ৪০৯ ও ৪৩৪ ধারায় আর্থিক দুর্নীতি ও জালিয়াতির মামলা দায়ের করা হয়। সোমবার এই মামলায় তথ্যপ্রমাণের অভাবে বিধাননগরের সাংসদ-বিধায়ক আদালত নিঃশর্ত মুক্তি দিল নির্মলকে। এসএসকেএম হাসপাতালের নেফ্রোলজি বিভাগে সারমেয়র ডায়ালিসিস কাণ্ডে তাঁর নাম জড়ায়। এদিন তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়ে আদালতে। সশরীরে হাজিরা দেন নির্মল। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোনও তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই তাঁকে মুক্তি দেন বিধাননগরের সাংসদ-বিধায়ক আদালতের বিচারক দেবদত্ত রায়শর্মা। নির্মল মাজি বলেন, 'আজকে যা হল সত্যের জয় হল।'

মিছিলে অনুমতি

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর : জুনিয়ার ডাক্তারদের মিছিলে অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ১ অক্টোবর বিকাল ৫টায় কলেজ স্কোয়ার থেকে রবীন্দ্রসদন পর্যন্ত মিছিল করতে পারবেন তাঁরা। কলকাতা পুলিশ থেকে কেসি দাস থেকে ভিক্টোরিয়া হাউস চত্বর, বৌবাজার থানা, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট সংলগ্ন এলাকায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত জারি থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়। তারপরই এই নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করে মিছিল করতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় ডিওয়াইএফআই ও চিকিৎসকদের সংগঠন জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস। এই মিছিলে পথে নামবে ৫৫টি সংগঠন।

পরিবহণকর্তা

প্রথম পাতার পর

সরকারি নির্দেশিকায় একজন এআরটিও'র বিরুদ্ধে মারাত্মক সব অভিযোগ স্বীকার করে নেওয়াটা কার্যত বিরল। সুভাষের পরিণতি দেখে অন্যরা শিক্ষা নিক।' প্রশাসনিক সূত্রে খবর, প্রাথমিক তদন্তে সুভাষের আয় বহির্ভূত বিপুল সম্পত্তির হদিস মিলেছে। অভিযোগ, কয়েকজন শাগরেদের সঙ্গে মিলে নিজেই একটি বাস কোম্পানি চালাচ্ছেন সুভাষ।

নিয়ম ভেঙে বারবিশা থেকে শিলিগুড়ি রুটে সেই কোম্পানিকে একাধিক নতুন বাসের পারমিট দিয়েছেন সুভাষ। আলিপুরদুয়ার-শিলিগুড়ি রুটে পুরোনো সময়সূচিতে বহু বাসের নতুন পারমিটও দিয়েছেন তিনি। নিয়ম ভেঙে কালিম্পং আরটিও থেকে বিভিন্ন গাড়ির নানা ধরনের নথি তৈরি করত সুভাষের লোকেরা। তোলাবাজির টাকায় কয়েক বছরে ওই এআরটিও'র আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। অভিযোগ, বাসের ব্যবসা ছাড়াও বেনামে বহু ট্রাক ও ডাম্পার কিনেছেন তিনি। বকলমে বারবিশায় চালাচ্ছেন একটি কোম্পানির সার্ভিস সেন্টারও।

নবজাতক কেনাবেচার অভিযোগ

কিশনগঞ্জ, ৩০ সেপ্টেম্বর : নবজাতক কেনাবেচার অভিযোগ উঠল কিশনগঞ্জ শহর লাগোয়া একটি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে। জেলা শাসক বিশাল রাজের নির্দেশে তদন্তকারী দল রবিবার সন্ধ্যায় সেখানে হানা দেয়।

অভিযোগ, নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ ফোনে এক নিঃসন্তান দম্পতিকে লাখখানেক টাকায় নবজাতক বিক্রির প্রলোভন দেখায়। রবিবার সেই দম্পতি জেলা প্রশাসনকে এবিষয়ে অভিযোগ করেন। তার ভিত্তিতেই অভিযান চালানো হয়। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে কর্তৃপক্ষ। জেলা শিশুকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক রবিশংকর তেওয়ারি জানিয়েছেন, অভিযোগের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

গাঁজা সহ ধৃত

কিশনগঞ্জ, ৩০ সেপ্টেম্বর : এসএসবি ও পুলিশের যৌথ অভিযানে বাজেয়াপ্ত ২ কেজি ৭০০ গ্রাম গাঁজা। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের কনকপুর গ্রামের কাছে। এদিন এসএসবি'র ১৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ান ও ঠাকুরগঞ্জ থানার পুলিশকর্মীরা যৌথ অভিযান চালিয়ে গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছেন। ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম পার্থ বিশ্বাস (২৩) ও দীপঙ্কর বিশ্বাস (২২)। তারা কোচবিহারের বাসিন্দা।

জেলার খেলা

দ্বিমুকুট অভীকের

কোচ সৌমেন মালাকারের সঙ্গে সায়ন্তনী, অভীক ও দেবরাজ।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার অধীনে কালিম্পং জেলা টেবিল টেনিস সংস্থা আয়োজিত স্টেজ টু প্রতিযোগিতায় দাপট দেখাল শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমি। প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৭ ও ১৯ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তাদের অভীক ধর। অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের ফাইনালে একই অ্যাকাডেমির দেবরাজ ভট্টাচার্যকে হারিয়েছে অভীক। অনূর্ধ্ব-১৭ ও ১৯ মেয়েদের বিভাগে রানার্স সায়ন্তনী দাশগুপ্ত। অনূর্ধ্ব-১১ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন জেম মহালানবিশ। একই বয়স বিভাগে মেয়েদের সেরা রিপর্ণা সাহা। অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের বিভাগে রানার্স বিশাল মণ্ডল। অনূর্ধ্ব-১৩ মেয়েদের সেমিফাইনালে বিবেষনা সাহা হেরে যায়।

ফাইনালে সঞ্জয়-মানিক

বাগডোগরা, ৩০ সেপ্টেম্বর : জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের রবীন্দ্রনাথ দে ও মোহিতলাল হালদার ট্রফি অকশন ব্রিজে ফাইনালে উঠলেন সঞ্জয় দাস-মানিক সরকার। প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৫৬৯ পয়েন্টে প্রণব দাস-অধীর শাসমলকে হারিয়েছেন।

ব্রোঞ্জ আশরাফের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : পাটনায় পাটলিপুত্র স্টেডিয়ামে অনূর্ধ্ব-২৩ জাতীয় ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপে হাইজাম্পে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন বিধাননগরের মহম্মদ আশরাফ আলি। লাফিয়েছিলেন ২.০৮ মিটার। গত বছর তিনি এই প্রতিযোগিতায় ২.১৫ মিটার লাফিয়ে সোনা পেয়েছিলেন।

মণ্ডপশিল্পী পালিয়ে গেলেন

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর : নির্মাণের সামগ্রী সহ বেপাত্তা কলকাতার মণ্ডপশিল্পী। তার ফলে পুজোর সপ্তাহখানেক আগে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন ময়নাগুড়ি সানরাইজ ক্লাবের উদ্যোক্তারা। ঢাকুরিয়ার বাসিন্দা সুদীপ্ত পাল নামে সেই শিল্পীর বিরুদ্ধে সোমবারই ময়নাগুড়ি থানায় প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেছেন ক্লাবের সম্পাদক প্রদীপ বণিক। তবে যাই হোক না কেন, পুজো তো আর বন্ধ করা সম্ভব নয়। আপাতত স্থানীয় একজন ডেকোরেটারকেই তাই মণ্ডপ বানাবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি রবিবার বিকেল থেকে কাজও শুরু করেছেন।

ক্লাবের উদ্যোক্তা ও সেই কলকাতার শিল্পীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বিবাদটা টাকা নিয়ে। উদ্যোক্তাদের বক্তব্য সুদীপ্তকে নগদ এবং অনলাইনে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কয়েকটি দফায় মোট ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। আর সুদীপ্তর অভিযোগ, 'বারবার টাকা চেয়েও পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই কাজ করা সম্ভব নয়।' আর ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'অভিযোগ জমা পড়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

জলপাইগুড়ি জেলার বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম ময়নাগুড়ির এই সানরাইজ ক্লাবের পুজো। এবছর তাদের ৭২তম বর্ষ। সানরাইজ ক্লাবের এবার পুজোর বাজেট ছিল ২৭ লক্ষ টাকা। চলতি বছরের ৩১ জুলাই ক্লাব ও সুদীপ্তর মধ্যে মণ্ডপ তৈরির চুক্তি হয়। সবমিলিয়ে ১৩ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা। ক্লাবের দাবি, সেদিনই সুদীপ্ত পালকে অগ্রিম ২০ হাজার টাকা নগদে দেওয়া হয়। বেত ও পাতা দিয়ে মণ্ডপ বানাবার কথা ছিল। চলতি মাসের ১০ তারিখ মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু হয়। খুব ধীরগতিতে কাজ চলছিল বলে অভিযোগ উদ্যোক্তাদের। গত ২৬ সেপ্টেম্বর সকালে উদ্যোক্তারা দেখতে পান মণ্ডপ একেবারে ফাঁকা। কেউ নেই। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক প্রদীপ বলেন, 'আমরা সুদীপ্ত পালকে ফোন করেছি একাধিকবার। তিনি পালটা হুমকি দিয়েছেন।' এদিকে, উদ্যোক্তাদের মন ভালো নেই। পুজো কমিটির সভাপতি কানাই বণিক বলেন, 'এত বছরের পুরোনো পুজো। কোনওদিন এমন সমস্যা হয়নি।'

স্থানীয় ডেকোরেটারকে দিয়েই রবিবার থেকে সাদামাঠা পুজোমণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু করেছে ময়নাগুড়ি সানরাইজ ক্লাব। সোমবার।

বেতের কিছু কাজ করার বরাত পেয়েছিলেন ধূপগুড়ির বাসিন্দা বেতশিল্পী বাবু দাস। ৮২ হাজার টাকার কাজ করার কথা ছিল। বাবু জানান, অগ্রিম ২০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন সুদীপ্ত। বাকি টাকা কীভাবে পাবেন, ভেবে মাথায় হাত বাবুর। এব্যাপারে সুদীপ্ত কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

মাঠে ময়দানে

গ্রিনপার্কে ~~বাজবল~~ যশবল

৫১ বলে ৭২ রানের ইনিংসে মঞ্চটা গড়ে দেন যশস্বী জয়সওয়ালই।

নজরে পরিসংখ্যান

৩ তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে টেস্টে ৩ হাজার ও ৩০০ উইকেটের মাইলস্টোনে পা রাখলেন রবীন্দ্র জাদেজা। বাঁহাতি স্পিনারদের মধ্যেও জাদেজা বিশ্বে তৃতীয়।

৭৪ মাইলস্টোনে পৌঁছাতে জাদেজার লাগল ৭৪ টেস্ট। যা দ্বিতীয় দ্রুততম।

২ বলের নিরিখে ৩০০ উইকেটের গণ্ডি টপকানোর ক্ষেত্রে জাদেজা ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম। জাদেজার লেগেছে ১৭৪২৮ বল। শীর্ষে রবিচন্দ্রন অশ্বীন (১৫৬৩৬ বল)।

১৪.৩৪ রোহিত শর্মা-যশস্বী জয়সওয়ালের ৫৫ রানের ওপেনিং জুটির স্কোরিং রেট। যা টেস্টে ৫০ প্লাস রানের পার্টনারশিপে সর্বাধিক।

৪ বিশ্বের চতুর্থ ব্যাটার হিসেবে ইনিংসে নিজের প্রথম দুই বলে ছক্কা মারলেন রোহিত।

১১৬৬ চলতি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে যশস্বীর রানসংখ্যা। যা ডব্লিউটিসি-র একটি সংস্করণে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক।

১ রবিচন্দ্রন অশ্বীন প্রথম বোলার যিনি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিটি সংস্করণে অন্তত ৫০টি উইকেট পেলেন।

৯৬ চলতি বছরে ভারতীয় দলের ছক্কার সংখ্যা। টেস্টে যা এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে সর্বাধিক।

১ প্রথম দল হিসেবে ভারত এক ইনিংসে দ্রুততম ৫০, ১০০, ১৫০, ২০০ ও ২৫০-এর গণ্ডি টপকাল।

২৭০০০ দ্রুততম হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৭ হাজার রানের গণ্ডি পার করলেন বিরাট কোহলি (৫৯৪ ইনিংস)। ভাঙলেন শচীন তেন্ডুলকারের রেকর্ড (৬২৩ ইনিংস)।

টেস্টে দ্রুততম ১০০ (দলগত)

ওভার	দল	প্রতিপক্ষ	সাল
১০.১	ভারত	বাংলাদেশ	২০২৪
১২.১	ভারত	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২০২৩
১৩.২	শ্রীলঙ্কা	বাংলাদেশ	২০০১

টেস্টে দ্রুততম ৫০ (দলগত)

বল	দল	প্রতিপক্ষ	সাল
১৮	ভারত	বাংলাদেশ	২০২৪
২৬	ইংল্যান্ড	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২০২৪
২৭	ইংল্যান্ড	দক্ষিণ আফ্রিকা	১৯৯৪

একঝাঁক বিশ্বরেকর্ডে ঝলমলে টিম রোহিত

রুদ্ধশ্বাস জয়ের হাতছানি

বাংলাদেশ-২৩৩ ও ২৬/২
ভারত-২৮৫/৯ ডি.

কানপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর : মরা ম্যাচে প্রাণের সঞ্চার।

জয়ের হাতছানি ভারতের সামনে! চতুর্থ দিনে টিম ইন্ডিয়ার অবিশ্বাস্য ক্রিকেটে গ্রিনপার্ক টেস্টে সেই সম্ভাবনার দরজা খুলে দিল। ম্যাড়মেড়ে ড্রয়ের স্ক্রিপ্ট বদলে ভারতীয় শিবিরে রুদ্ধশ্বাস জয়ের গন্ধ।

প্রথম তিনদিনে খেলা হয় মাত্র ৩৫ ওভার। শনি ও রবিবার গ্রিনপার্কের বাইশ গজে একটা বলও পড়েনি। ম্যাচের ফয়সালার জন্য তামিম ইকবাল, রবি শাস্ত্রীরা দুই দলকে একটা করে ইনিংস না খেলেই ডিক্লেয়ারের পরামর্শও দেন।

এহেন দ্বৈরথেই নয়া টুইস্ট। রোহিত শর্মা ব্রিগেডের 'বাজবলে' কোণঠাসা পদ্মাপাড়ের বাঘেরা। চতুর্থ দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশ ২৬/২। আকাশ দীপের বলে ওপেনার শাদমান ইসলামের সহজ ক্যাচ স্লিপে লোকেশ রাহুল না ফেললে আরও সুবিধাজনক অবস্থায় থাকত ভারত।

ভারত এখনও এগিয়ে ২৬ রানে। পড়ন্ত বিকেলে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের স্পিন-জাদুতে বেসামাল দেখাচ্ছে নাজমুল হোসেন শান্তর দলকে। মঙ্গলবার শেষদিনে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজরা ঝাঁপাবেন অসম্ভবকে সম্ভব করতে। লক্ষ্যপূরণ হলে গঙ্গাপাড়ের কানপুরে গৌতম গম্ভীর জমানায় ঘটবে নয়া ভারত-উদয়।

আজ সকাল থেকেই ঝলমলে আকাশ। বাইশ ঝলমলে গম্ভীরের দল। দিনভর রাজকীয় বিচরণ। শুরুটা দ্রুত বাংলাদেশের প্রথম ইনিংস দ্রুত গুটিয়ে দিয়ে। ১০৭/৩ থেকে লাঞ্চে ২০৫/৬। তিন শিকারের নেপথ্যে রোহিত, সিরাজের অবিশ্বাস্য ক্যাচ।

লিটন দাসের শট মিডঅফে মাথার ওপর দিয়ে উড়িয়ে যাওয়ার সময় পারফেক্ট জাম্প এবং একহাতে ক্যাচ রোহিতের। শরীরকে পিছনের দিকে বাঁকিয়ে সাকিব আল হাসানের ক্যাচ ধরেন সিরাজ। কোনটা সেরা, তা নিয়ে তর্ক চলতেই পারে। প্রতিরোধ বলতে মোমিনুল হকের অপরাজিত ১০৭। শেষপর্যন্ত মাঝের সেশনের প্রথম ঘণ্টায় ২৩৩ রানে শেষ বাংলাদেশ।

৯ রানে শেষ চার উইকেট পড়ে। কপিল দেব, অশ্বীনের পর তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে ৩০০০ রান ও ৩০০ উইকেটের ক্লাবেও ঢুকে পড়েন রবীন্দ্র জাদেজা।

মাঝ দুপুরে যশস্বীকে নিয়ে রোহিত যখন মাঠে নামেন, দিনের দেড়খানা সেশন বাকি। যে দেড় সেশনে স্বপ্নের ঘোর, ভারতীয় বাজবলে আচ্ছন্ন গ্রিনপার্ক। নিজের ইনিংসের প্রথম দুই বলে ছক্কা হাঁকিয়ে রিংটোন সেট করে দেন রোহিত। ইঙ্গিত পরিষ্কার, জয়ের জন্য শেষ বল পর্যন্ত ঝাঁপাবেন।

ভারতীয় ইনিংসে তারই বিচ্ছুরণ। যশস্বী থেকে শুভমান, বিরাট থেকে লোকেশ-সুনামি হয়ে আছড়ে পড়লেন। শুরুটা ১৯ বলে দলগত হাফ সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ড দিয়ে। ১৪৭ বছরে যার দ্বিতীয় নজির নেই। আগের সেরা ২৬ বলে ইংল্যান্ডের। ১০.১ ওভারেই ১০০ পূরণ। আরও এক বিশ্বরেকর্ড। ১৫০, ২০০, ২৫০-এও রেকর্ডের ছড়াছড়ি।

চারটি করে উইকেট নিলেও মিরাজ-সাকিবরাও যার সামনে দর্শক মাত্র। প্রথম তিনদিনের বৃষ্টি-হতাশা ধুয়েমুছে সাফ নিমেষে। ৫১ বলে ৭২ যশস্বীর। রোহিতের ১১ বলে ২৩। শুভমান খেলেন ৩৯ রানের কার্যকর ইনিংস। আকাশও পর্যন্ত জোড়া ছক্কা মেরে যান। যা নিয়ে বিরাটের প্রতিক্রিয়া দেখার মতো।

সুইপ, রিভার্স সুইপ, কভার ড্রাইভ, পুল- সমস্ত অস্ত্রভাণ্ডার নিয়ে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভারতীয় ব্যাটাররা। যশস্বীদের 'যশবলের' সামনে তখন ফিকে দেখাচ্ছিল ইংল্যান্ডের 'বাজবল'-কেও। বাউন্ডারি লাইনে সারাক্ষণ ৫ জন ফিল্ডারকে দাঁড় করিয়ে যে ঝড় থামানো যায়নি।

শেষে বিরাট কোহলি-লোকেশের নান্দনিক যুগলবন্দি। যশস্বীদের বিগহিটের পাশে বিরাটদের ক্লাসিক শটের ঝাঁপি, ফাঁকফোকর খুঁজে স্ট্রাইক রোটেট করা। চাপে থাকা লোকেশ ৪৩ বলে ৬৮ রানের ইনিংসে অনেক কিছুর জবাব দিয়ে গেলেন। বিরাট ৩ রানের জন্য মিস করেন আরও একটা হাফ সেঞ্চুরি।

ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া নয়, দিনটা ছিল দলের হিসেব মেলানোর। পাখির চোখ, দ্রুত রান তুলে জয়ের রাস্তা খোলা রাখা। প্রচেষ্টার ফল, ৩৪.৪ ওভারে ২৮৫/৯! ওভার পিছু ৮.২৮ রান। ব্যাটিং-তাণ্ডবের পর শেষবেলায় ক্রমশ বড় হওয়া অশ্বীনের ছায়ার সামনে নড়বড়ে বাংলাদেশ।

উঁকি মারছে চেন্নাই টেস্টে টাইগারদের তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ার দৃশ্য। আগামীকাল যার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে বদ্ধপরিকর গম্ভীরের দল। পাখির চোখ ম্যাচের শেষ তিন সেশনে বাঘবন্দি করে রূপকথার জয়ে।

চতুর্থ দিনে আজ ১৮ উইকেট পড়েছে। রান হয়েছে ৪৩৭। পঞ্চম দিনে? সবকিছু সম্ভব- সেই বার্তা রোহিতদের 'যশবল' মেজাজে। সবমিলিয়ে রুদ্ধশ্বাস পরিণতির পথে গ্রিনপার্ক টেস্ট।

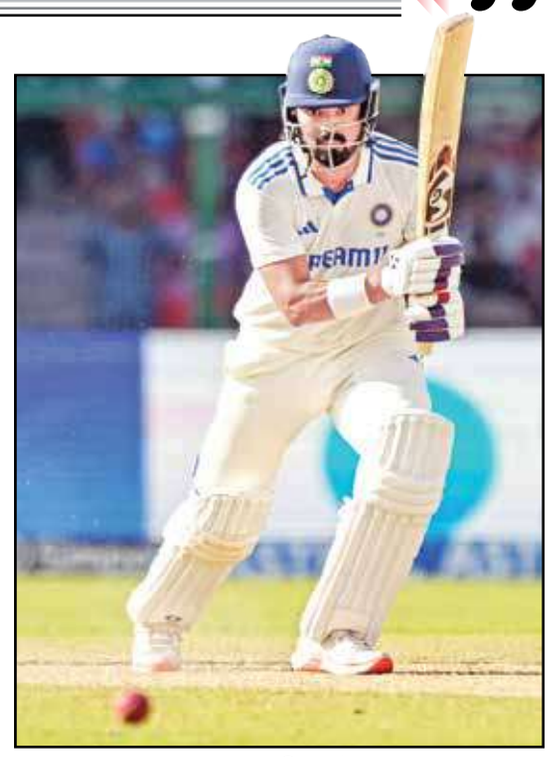

৪৩ বলে ৬৮ রান করে দলের চাহিদা মেটালেন লোকেশ রাহুলও।

খেলায় আজ

১৯৭৭ : পেলে ফুটবল কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ খেললেন। নিউ ইয়র্কের জায়েন্টস স্টেডিয়ামে কসমস ও স্যান্টোসের মধ্যে প্রদর্শনী ম্যাচটি দেখতে ৭৫ হাজার দর্শক হয়েছিল।

সেরা অফবিট খবর

আলিঙ্গনে ক্ষমাপ্রার্থনা

বিরাট কোহলি একটি শট খেলার পর রান নেওয়ার জন্য কল করেন নন স্ট্রাইকারে থাকা ঋষভ পন্থ। ডাকে সাড়া দিয়ে বিরাট মাঝপথে চলে আসার পর নিষেধ করে দেন ঋষভ। কিন্তু বোলার খালেদ আহমেদ বল স্টাম্পে লাগাতে না পারায় শেষপর্যন্ত তিনি বেঁচে যান। নিজের দোষ বুঝতে পেরে বিরাটকে জড়িয়ে ধরেন ঋষভ।

উত্তরের মুখ

পাটনায় অনূর্ধ্ব-২৩ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে হাই জাম্পে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন বিধাননগরের মহম্মদ আশরাফ আলি। লাফিয়েছিলেন ২.০৮ মিটার।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. বিরাট কোহলি শেষ রনজি ট্রফির ম্যাচটি কাদের বিরুদ্ধে ছিল?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. সঞ্জয় মঞ্জরেকার,
২. রঞ্জন ভট্টাচার্য।

সঠিক উত্তরদাতারা

সবুজ উপাধ্যায়, লাবণ্য কুণ্ডু।

'অস্ট্রেলিয়ায় টেস্টের চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি'

কানপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর : বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা বোলার কে? ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই কোন বোলার অটোমেটিক চয়েজ?

কোনও কুইজ প্রতিযোগিতায় এমন প্রশ্ন এলে যে কোনও ক্রিকেটপ্রেমী অনায়াসে জবাব দেবেন। আর জবাবে উঠে আসবে জসপ্রীত বুমরাহর নাম। মাসখানেক আগের টি২০ বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার হয়েছিলেন তিনি। রোহিত শর্মার ভারতও জিতেছিল টি২০ বিশ্বকাপ। কিন্তু তিনি, বুমরাহ ক্রিকেটের কোন ফরম্যাটকে বেশি পছন্দ করেন? বছর শেষের মিশন অস্ট্রেলিয়া নিয়ে তাঁর প্রস্তুতি কেমন চলছে?

কানপুরের গ্রিন পার্কে চলতি

ঘোষণা বুমরাহর

ভারত বনাম বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজের মাঝেই সম্প্রচারকারী চ্যানেলে এই ব্যাপারে নিজের মনের কথা জানিয়েছেন বুমরাহ। টিম ইন্ডিয়ার সেরা জোরে বোলারের কথায়, 'আগেও বলেছি, আবারও বলছি, আমার পছন্দের ফরম্যাট হল টেস্ট। যতদিন সম্ভব হবে, টেস্ট ক্রিকেট চালিয়ে যাব আমি। লাল বলের ক্রিকেটের চ্যালেঞ্জ সবসময় উপভোগ করে এসেছি আমি। আগামীদিনেও করব।' ঘরের মাঠে বাংলাদেশ সিরিজের পরই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ রয়েছে। আর কিউয়িদের বিরুদ্ধে সিরিজের পরই পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে রওনা হয়ে যাবে টিম ইন্ডিয়া।

বছর শেষের আসন্ন সিরিজে ভারতীয় দলের এক্স ফ্যাক্টর হতেই পারেন বুমরাহ। তাঁর দক্ষতা, স্কিলের কথা সবারই জানা। তাছাড়া স্যর ডনের দেশে টিম ইন্ডিয়া শেষ দুই সিরিজ জিতেছিল বলে এবার সাফল্যের হ্যাটট্রিকের প্রত্যাশা একটু বেশিই রয়েছে। যাঁর বোলিং রোহিতদের সিরিজ জয়ের রাস্তা প্রশস্ত করতে পারে, সেই বুমরাহ বলছেন, 'এখনও পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রস্তুতি ভালোই চলছে আমাদের। সামনে আরও ম্যাচ রয়েছে। তার আগে নিজেদের গুছিয়ে নিতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট খেলা সবসময়ই চ্যালেঞ্জিং। টানা অনেক ওভারের স্পেলও করতে হয়। তার জন্য প্রয়োজন স্মার্ট বোলিং। আমি তৈরি সেই চ্যালেঞ্জের জন্য।' কানপুরে চলতি টেস্টের আড়াই দিনের বেশি সময় নষ্ট হয়েছে বৃষ্টির কারণে। বৃষ্টির সময় সাজঘরে বসে থাকার হতাশা নিয়ে বলতে গিয়ে বুমরাহ বলেছেন, 'টানা সাজঘরে বসে থাকতে কারোরই ভালো লাগার কথা নয়। কিন্তু প্রকৃতির উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই সাজঘরে বসে নিজেদের মধ্যে মজা করার পাশে আগামীর পরিকল্পনাও সেরে ফেলি আমরা।'

প্রথম ইনিংসে তিন উইকেট নেওয়া বুমরাহকে অভিনন্দন অশ্বীনের।

পরিশ্রমের ফল পাচ্ছি, বলছেন জাদেজা

টেস্টে তিন হাজার রানের পর তিনশো উইকেটও হয়ে গেল রবীন্দ্র জাদেজার।

কানপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর : ঘটনাবহুল দিন। রেকর্ড ভাঙাগড়ার দিনও! কানপুরের গ্রিনপার্ক স্টেডিয়াম ভারতীয় ক্রিকেটের বহু ইতিহাসের সাক্ষী। সেই তালিকা আজ ভারত বনাম বাংলাদেশ টেস্টের চতুর্থ দিন আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। সারাদিনে পড়ল মোট ১৮ উইকেট। তার মধ্যেই খালেদ আহমেদের উইকেট নিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে ৩০০ উইকেট ক্লাবের সদস্য হয়ে গেলেন রবীন্দ্র জাদেজা। টেস্টের আঙিনায় তিন হাজার রানের পাশে তিনশো উইকেট নিয়ে ডাবলের নয়া নজির গড়লেন তিনি।

স্বপ্ন ছিল চেন্নাইয়ে ৩০০ নম্বর উইকেট দখলের। সেটা হয়নি। প্রত্যাশিতভাবেই সেই নজির গ্রিন পার্কে গড়লেন স্যর জাদেজা। ঘটনাবহুল ও প্রবল আগ্রাসনে ভরা টেস্ট ক্রিকেটের বিরল একটি দিনের শেষে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে হাজির হয়ে টিম ইন্ডিয়ার অলরাউন্ডার ঘোষণা করে দিলেন, দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল পাচ্ছেন তিনি। শুধু তাই নয়, জাড্ডু এখন

> প্রায় দশ বছর টেস্ট ক্রিকেটের আঙিনায় থাকার পর একটি বিশেষ মাইলস্টোনে পৌঁছাতে পেরে আমি গর্বিত। দীর্ঘসময় ধরে করা পরিশ্রমের ফল পাচ্ছি।
>
> **রবীন্দ্র জাদেজা**

নিজেকে আর সাদা বলের ক্রিকেটার হিসেবে দেখতে বা ভাবতে একেবারেই রাজি নন। জাদেজার কথায়, 'প্রায় দশ বছর টেস্ট ক্রিকেটের আঙিনায় থাকার পর একটি বিশেষ মাইলস্টোনে পৌঁছাতে পেরে আমি গর্বিত। দীর্ঘসময় ধরে করা পরিশ্রমের ফল পাচ্ছি আমি। যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু করেছিলাম, আমায় বলা হত সাদা বলের ক্রিকেটার। সময়ের সঙ্গে সেই ধারণাকেও বদলে দিতে পেরেছি।' মাসখানেক আগে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর কুড়ির ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন জাদেজা। তারপর টেস্টে নয়া নজির গড়া। সাফল্যের সরণিতে এগিয়ে চলা জাড্ডুর কথায়, 'নিজেকে নিয়ে আমি গর্বিত। ক্রিকেটার হিসেবে আজ এমন একটা নজির গড়তে পেরেছি, যা চিরকাল মনে থেকে যাবে আমার।'

জাদেজার নজিরের দিনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে 'যশবলের' নয়া ঘরানা দেখিয়েছে রোহিত শর্মার ভারত। যার ফলে আড়াই দিনের বেশি সময় বৃষ্টিতে নষ্ট হওয়ার পরও মঙ্গলবার ম্যাচের শেষ দিনে বাংলাদেশের দখল নেওয়ার পথে ফেভারিট টিম ইন্ডিয়া।

এদিকে, কানপুর টেস্টের শেষ দিনে এখনও ম্যাচে ফেরার ব্যাপারে আশার কথা শুনিয়েছেন মেহেদি হাসান মিরাজ। দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে মিরাজ বলেছেন, 'পরিস্থিতি কঠিন ঠিকই। কিন্তু টেস্টে সবই সম্ভব। আমরা এখনও ম্যাচ হেরে যাইনি। আগামীকাল দীর্ঘসময় ব্যাটিং করতে পারলে ভারতকেও চাপে ফেলা যাবে বলে বিশ্বাস করি।'

সমতা ফিরিয়ে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের অ্যাঞ্জেল কোরেয়া।

কোরেয়ার গোলে ড্র মাদ্রিদ ডার্বি

মাদ্রিদ, ৩০ সেপ্টেম্বর : শেষ মুহূর্তের গোলে জয় হাতছাড়া করল রিয়াল। মাদ্রিদ ডার্বিতে অ্যাটলেটিকোর ঘরের মাঠে ৬৪ মিনিটে এডের মিলিটাওয়ের গোলে এগিয়ে ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু ম্যাচের সংযোজিত সময়ে গোল করে অ্যাটলেটিকোকে সমতায় ফেরান অ্যাঞ্জেল কোরেয়া। তবে ৬৮ মিনিটে দর্শক তাণ্ডবে ম্যাচ প্রায় ২০ মিনিট বন্ধ ছিল। এদিন চোটের জন্য দলে ছিলেন না কিলিয়ান এমবাপে। তাতেও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে কোনও অসুবিধা হয়নি ভিনিসিয়াস জুনিয়ারদের। বরং অ্যাটলেটিকোর গোলরক্ষক জান ওবলাক বেশ কয়েকটি সেভ করে দলের পতন নিশ্চিত করেন। তবে ম্যাচ ড্র করে বেশ হতাশ রিয়াল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। তিনি বলেছেন, 'আমরা জয়ের কাছাকাছি ছিলাম। কিন্তু শেষ মুহূর্তে গোল হজম করাটা দুর্ভাগ্যজনক।' তিনি আরও বলেছেন, 'তবে অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে পয়েন্ট পাওয়াটা বেশ ইতিবাচক দিক। লিগ শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার সঙ্গে ব্যবধান কমেছে।'

অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের ফরাসি তারকা আতোয়াঁ গ্রিজম্যান আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছেন। ২০১৮ বিশ্বকাপ জয়ী গ্রিজু সোমবার সমাজমাধ্যমে নিজের অবসরের কথা ঘোষণা করেন।

কাউন্টিতে লগ্নি ভারতীয় সংস্থার

হ্যাম্পশায়ার, ৩০ সেপ্টেম্বর : ইংলিশ কাউন্টির দল হ্যাম্পশায়ারের মালিকানা নিচ্ছে ভারতের জিএমআর গ্রুপ। কাউন্টির প্রথম দল হিসাবে কোনও বিদেশি সংস্থার কাছে মালিকানা বিক্রি করছে তারা। আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালস দলের অন্যতম স্টেক হোল্ডার জিআরএম। তাঁদেরই মালিকানাধীন সংস্থা জিজিপিএল হ্যাম্পশায়ার স্পোর্ট অ্যান্ড লিজার হোল্ডিং লিমিটেডের ৫৩ শতাংশ কিনে নিচ্ছে। ভবিষ্যতে কাউন্টি দলটিকে পুরোপুরি তাদের হাতে হস্তান্তর করতে পারে হ্যাম্পশায়ার। ৫৩ শতাংশ স্টেক কেনার জন্য আপাতত প্রায় ২৩ মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করছে ভারতীয় সংস্থাটি।

অশ্বীনকে নেতৃত্বেও দেখতে চান

বিরাটের আগে পন্থ, নাপসন্দ গাভাসকারের

কানপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর : চার নম্বরে বিরাট কোহলির বদলে ঋষভ পন্থ। ক্রিজে নেমে ঝড় তোলার স্ট্র্যাটেজি। ঝোড়ো শুরুতে রোহিত শর্মা ও যশস্বী জয়সওয়াল আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের মঞ্চ তৈরি করে যায়। দ্রুত রান তুলে বাংলাদেশকে চাপে ফেলার কৌশলে ঋষভকে ব্যাটিং অর্ডারে এগিয়ে আনা। যদিও গৌতম গম্ভীরদের যে যুক্তি পছন্দ হয়নি সুনীল গাভাসকারের।

সানির মতে, বিরাটের প্রায় ৯ হাজার টেস্ট রান রয়েছে। এমন একজনকে ঋষভের পরে খেলানোর সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনি একেবারেই সহমত নন। বলেছেন, 'আমি অবাক। মনে রাখা উচিত, চার নম্বরে যে নামে (পড়ুন বিরাট), তার নামের পাশে প্রায় ৯০০০ টেস্ট রান রয়েছে।'

সহ ভাষ্যকার দীনেশ কার্তিক ডান-বাঁ কম্বিনেশনের যুক্তি দেখান। যদিও সানি সেই যুক্তি মানতে নারাজ। পালটা দাবি, চার নম্বরে বিরাটকেই নামানো উচিত ছিল। কারণ বিরাট যে কোনও পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ নিতে সক্ষম। বলার কথা, ঋষভ-ফাটকা কাজে লাগেনি। ৯ রানে আউট হন। কোহলির নামের পাশে ৩৫ বলে ৪৭।

রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাকে নিয়েও বড়সড়ো দাবি কিংবদন্তির। গাভাসকারের মতে, দুই তারকা স্পিন-অলরাউন্ডারকে ভারতীয় দলের লিডারশিপ গ্রুপে ব্যবহার করা হয়নি। নেতৃত্বের প্রশ্নে বরাবরই দুইজনে বঞ্চিতদের দলে। অথচ, অশ্বীনদের মধ্যে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার গুণ ভালোমতোই মজুত। একটা ম্যাচ হলেও অশ্বীনদের কাঁধে গুরুভার দিয়ে দেখা উচিত।

শতাধিক টেস্ট খেলেছে অশ্বীন। জাদেজার টেস্ট সংখ্যা ৭৩। যা নিয়ে সানির মন্তব্য, সিরিজের প্রথম টেস্টে দুইজনের প্রয়াস প্রশংসনীয়। কঠিন পরিস্থিতি থেকে দলকে লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনে। বছরের পর বছর ধরে যে কাজই সাফল্যের সঙ্গে জাদেজারা করে আসছেন। নেতৃত্বের দায়িত্বে একেবারে পারফেক্ট, অন্তত এক ম্যাচের জন্য হলেও। সানির মতে, অশ্বীন, জাদেজার সবথেকে বড় গুণ দলকে অগ্রাধিকার। বাকি সবকিছু পিছনে।

প্রথম ইনিংসে চার উইকেট নিয়ে অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তকে ভরসা দিয়েছিলেন সাকিব আল হাসান। কানপুরে সোমবার।

ঢাকা, ৩০ সেপ্টেম্বর : ৭৮ রানে চার উইকেট।

ভারতীয় দলের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের মাঝেও অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে পালটা প্রতিরোধ। শুভমান গিল, ঋষভ পন্থ, রবিচন্দ্রন অশ্বীনের সঙ্গে বিরাট কোহলির উইকেট।

সাকিবের নিরাপত্তা প্রশ্নে দাবি ক্রীড়া উপদেষ্টার

'রাজনৈতিক অবস্থান পরিষ্কার করুক ও'

কিং কোহলিকে ফিরিয়ে সাকিবের উচ্ছ্বাসেই বুঝিয়ে দিচ্ছি, তিনি কতটা তৃপ্ত।

কিন্তু প্রশ্ন অন্যত্র। বাংলাদেশের জার্সিতে আর কি টেস্ট খেলতে দেখা যাবে সাকিব আল হাসানকে? দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পরবর্তী সিরিজে মিরপুরে বিদায়ি টেস্ট খেলতে চান। কিন্তু সেই ইচ্ছেয় বাধ সাধছে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, খুনের অভিযোগ।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ইতিমধ্যে হাত তুলে নিয়েছে। জানিয়েছে, সাকিবের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরমধ্যেই নয়া টুইস্ট সাকিবকে নিয়ে। বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা জানিয়েছেন, সাকিব আগে তার রাজনৈতিক অবস্থান পরিষ্কার করে জানান। তারপর নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামি লিগের সাংসদ ছিলেন সাকিব। ছাত্র আন্দোলনের সময় বারবার আন্দোলনকারীদের তোপের মুখে পড়েন সাকিব। যেদিকে ইঙ্গিত

> সাকিব আগে রাজনৈতিক অবস্থান পরিষ্কার করুন। আসলে জনগণের থেকে ঝুঁকি থাকলে কাউকেই নিরাপত্তা দেওয়া অসম্ভব। শেখ হাসিনাকেও নিরাপত্তা দেওয়া যায়নি। দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে। কারণ, ৫-১০ জন নিরাপত্তারক্ষী দিয়ে কোটি কোটি মানুষের ক্ষোভের হাত থেকে বাঁচানো যায় না।
>
> **আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া**

করে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া বলেছেন, 'তিনি আগে রাজনৈতিক অবস্থান পরিষ্কার করুন। মাশরাফি বিন মোর্তাজা (আরেক আওয়ামি লিগ সাংসদ) ইতিমধ্যে এই নিয়ে কথা বলেছেন। আসলে জনগণের থেকে ঝুঁকি থাকলে কাউকেই নিরাপত্তা দেওয়া অসম্ভব। শেখ হাসিনাকেও নিরাপত্তা দেওয়া যায়নি। দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে। কারণ, ৫-১০ জন নিরাপত্তারক্ষী দিয়ে কোটি কোটি মানুষের ক্ষোভের হাত থেকে বাঁচানো যায় না।'

ক্রীড়া উপদেষ্টার যুক্তি, ক্রিকেটারের পাশাপাশি সাকিবের রাজনৈতিক পরিচয়ও রয়েছে। আওয়ামি লিগের সাংসদ, যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। বাদ সাধছে যে রাজনৈতিক পরিচয়। খুনের অভিযোগ থেকে অবশ্য সাকিবকে দ্রুত ছাড় দেওয়ার ভাবনাচিন্তা রয়েছে সরকারের তরফে। ক্রীড়া উপদেষ্টার কথায়, দাবির সত্যতা খতিয়ে দেখা হবে। সাকিব কোনওভাবে যুক্ত নন, দ্রুত ছাড় দেওয়া হবে।

বহু চেনা নাম লাল-হলুদের নতুন তালিকায়

সরলেন কোয়াদ্রাত, অন্তর্বর্তী কোচ বিনো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর খবরেই সিলমোহর। ইস্টবেঙ্গলের কোচের পদ থেকে সরলেন কার্লোস কোয়াদ্রাত। অন্তর্বর্তীকালীন কোচ বিনো জর্জ।

দেওয়াল লিখন পড়ে ফেলেছিলেন ইস্টবেঙ্গলের সদ্য বিদায়ি কোচ। শনিবার থেকেই শোনা যাচ্ছিল, কোচকে নিয়ে সপ্তাহের শুরুতেই বসবেন বিনিয়োগকারী সংস্থা ও ক্লাবকর্তারা। রবিবার বিনো জর্জ ও কোম্পানির চিফ টেকনিকাল অফিসার অময় ঘোষালের সঙ্গে আলাদা করে আলোচনা হয় তাঁদের। সেখানেই বিনোকে অন্তর্বর্তী দায়িত্ব দেওয়ার কথা আলোচনাও হয়ে যায়। কোয়াদ্রাত নিজেও বুঝতে পারছিলেন, তাঁকে আর চাইছে না ম্যানেজমেন্টও। যেভাবেই হোক তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হবেই। তাই এদিন সকাল হতে না হতেই তিনি পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন ম্যানেজমেন্টকে। ক্লাবের বিনিয়োগকারী সংস্থা ইমামির তরফে একটু বেলা বাড়তেই সংবাদমাধ্যমকে এক বিবৃতির মাধ্যমে এই খবর জানানো হয়। সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়, আপাতত বিনোকে দায়িত্ব দেওয়ার কথাও। কোয়াদ্রাতকে লম্বা ১২ বছর পর ট্রফি দেওয়া ও এএফসি-র টুর্নামেন্টে নিয়ে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়েছে বিনিয়োগকারী সংস্থার পক্ষ থেকে। এই বিবৃতিতেই সমর্থকদের কাছে অন্তর্বর্তী কোচ বিনো ও দলের পাশে থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে। পরবর্তী কোচ কে হবেন তা এখনও পরিষ্কার নয়। আন্তোনিও লোপেজ হাবাস, সঞ্জয় সেন থেকে হুয়ান ফেরান্দো, সাইমন গ্রেসন, ইভান ভুকোমানোভিচ সহ বহু পরিচিতি কোচের নামই আছে তালিকায়। ম্যানেজমেন্টের যেমন শর্ত থাকবে তেমনি যিনি দায়িত্ব নেবেন তাঁরও থাকবে। সবমিলিয়ে এখন দেখার এঁদের মধ্যে কেউ নাকি নতুন কাউকে শেষপর্যন্ত নিয়ে আসা হয় নতুন কোচ হিসাবে। তবে খবর হল, এই মুহূর্তে গ্রেসন ও ভুকোমানোভিচ এগিয়ে কোচ হওয়ার দৌড়ে।

ঘরের মাঠে গত ২৭ সেপ্টেম্বর এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে হারের পরই গ্যালারিতে ওঠে 'গো ব্যাক কোয়াদ্রাত' ধ্বনি। শুধু ওখানেই শেষ না হয়ে দল বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে ওই একই দাবিতে বাস ঘেরাও করা হয়। সেদিনই বিধ্বস্ত দেখিয়েছে কোয়াদ্রাতকে। তিনি বুঝতে শুরু করেন, যে সমর্থকরা তাঁকে প্রফেসর বানিয়েছিলেন সেই তাঁরাই আর কোচ হিসাবে তাঁকে পছন্দ করছেন না। অন্দরের খবর, কিছু ফুটবলারও প্রায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসেছিলেন কোচের বিপক্ষে। অনেকেই কোয়াদ্রাতের খেলানোর কৌশল পছন্দ করছিলেন না। সবমিলিয়ে কোয়াদ্রাত দলের সঙ্গে থাকলে আর কোনওভাবেই ভালো কিছুর সম্ভাবনা ছিল না। তবে শুধু কোয়াদ্রাতই নয়, বাতিলের তালিকায় আছেন দুই-একজন ফুটবলারও। ক্লেইটন সিলভা ও হিজাজি মাহেরকে আর চাইছে না ম্যানেজমেন্ট। ফলে কোয়াদ্রাতের পরে এই দুই ফুটবলারের বিদায় হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

নজরে আর্সেনাল-পিএসজি দ্বৈরথ

নামছে বার্সেলোনা, ম্যান সিটিও

লন্ডন, ৩০ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার রাতে জমজমাট উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের লড়াই। মাঠে নামছে একাধিক বড় দল। একদিকে মাঠে নামবে বার্সেলোনা। রয়েছে আর্সেনাল-প্যারিস সাঁ জাঁ দ্বৈরথ। অ্যাওয়ে ম্যাচ রয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। এছাড়াও নামবে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, এসি মিলান, ইন্টার সহ একাধিক ক্লাব।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শুরুটা ভালো হয়নি বার্সেলোনার। মোনাকোর কাছে হেরে মহাদেশীয় টুর্নামেন্টে অভিযান শুরু করেছে কাতালান জায়েন্টরা। গত শনিবার চলতি লা লিগাতেও প্রথম হারের মুখ দেখেছে তারা। এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে বার্সার প্রতিপক্ষ ইয়ং বয়েজ। ঘরের মাঠে এই ম্যাচ থেকে যে কোনও মূল্যে তিন পয়েন্ট ঘরে তুলতে মরিয়া বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। ইয়ং বয়েজও অ্যাস্টন ভিলার কাছে হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অভিযান শুরু করেছে। তবুও সতর্ক বার্সা শিবির। ফ্লিক বলেছেন, 'অতিরিক্ত ভুল করলে সেই ম্যাচ জেতা কঠিন হয়ে যায়। মাঠে কী করতে হবে সেটা আমাদের সবার জানা। কাজ একটাই, ভুলের সংখ্যা কমানো।' একইসঙ্গে একটি সুখবর দিয়েছেন ফ্লিক। জানিয়েছেন, এই ম্যাচে মাঠে ফিরছেন ফ্র্যাঙ্কি ডি জং। পাশাপাশি তিন পয়েন্টের লক্ষ্যে সেরা দল নামাবেন বলেও জানিয়েছেন বার্সেলোনা কোচ।

অন্যদিকে, আর্সেনালকে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে তৈরি পিএসজি। চলতি মরশুমে এখনও কোনও ম্যাচ হারেনি প্যারিসের ক্লাবটি। তবে এই ম্যাচে ওসমানে ডেম্বেলেকে ছাড়াই নামছে তারা। গত শনিবার লিগ ওয়ানের ম্যাচে পিএসজি কোচ লুইস এনরিকের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়েছিলেন ফরাসি ফরওয়ার্ড। তার জেরেই ডেম্বেলেকে আর্সেনাল ম্যাচের স্কোয়াডে না রাখার সিদ্ধান্ত নেন এনরিকে। এমনকি তাঁকে ছাড়াই দল লন্ডন গিয়েছে বলে খবর। উলটোদিকে তাল ঠুকছে আর্সেনালও। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে আটালান্টার সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে পয়েন্ট হাতছাড়া করেছে গানাররা। মিকেল আর্তেতাও সম্ভবত তাঁর দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রিকার্ডো ক্যাবাফিওরিকে চোটের জন্য এই ম্যাচে পাচ্ছেন না। সেটা বড় ধাক্কা হতে পারে আর্সেনালের জন্য।

মঙ্গলবার ম্যাঞ্চেস্টার সিটির প্রতিপক্ষ স্লোভান ব্রাতিস্লাভা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামার আগে স্বস্তিতে নেই ম্যান সিটিও। প্রিমিয়ার লিগে প্রথম ম্যাচে পয়েন্ট নষ্টের পরই যেন তালটা খানিকটা কেটে গিয়েছে। প্রিমিয়ার লিগে মাঝে ওয়াটফোর্ডকে হারালেও পয়েন্ট নষ্ট হয়েছে আর্সেনাল ও নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে। তার ওপর চোটের জেরে রড্রির ছিটকে যাওয়া। সবমিলিয়ে বেশ বেকায়দায় সিটিজেনরা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রস্তুতিতে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

আরবি সলজবার্গ বনাম ব্রেস্ট
স্টুটগার্ট বনাম স্পার্টা প্রাহা
সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট

বরুসিয়া ডর্টমুন্ড বনাম সেল্টিক
পিএসভি আইন্দহোভেন বনাম স্পোর্টিং লিসবন
স্লোভান ব্রাতিস্লাভা বনাম ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
বার্সেলোনা বনাম ইয়ং বয়েজ
বেয়ার লেভারকুসেন বনাম এসি মিলান
ইন্টার মিলান বনাম রেড স্টার বেলগ্রেড
আর্সেনাল বনাম প্যারিস সাঁ জাঁ
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

ইরানে যাচ্ছে না বাগান

৩৫ ফুটবলারের সই করা চিঠি পাঠানো হল এএফসি-তে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর : ইরানে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের।

বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলে রবিবার কলকাতায় ফিরে আসার পরই বোঝা যাচ্ছিল ট্র্যাক্টর এফসি-র বিরুদ্ধে সম্ভবত না খেলারই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে হোসে মোলিনার দল। যদিও ম্যানেজম্যান্টের তরফে বেসরকারিভাবে জানানো হয়, তারা এএফসিকে চিঠি দিয়েছে। যেখানে ইরানের বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে ফুটবলারদের নিরাপত্তাহীনতার কথা জানানো হয় এবং সোমবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে এশিয়ার সর্বোচ্চ সংস্থার উত্তরের জন্য। কিন্তু এদিন সময়সীমা পার হয়ে গেলেও এএফসি-র তরফ থেকে কোনও উত্তর আসেনি। এমনকি এএফসি-র ওয়েবসাইটে ম্যাচ অন বলে দেখানো হচ্ছে। এরপরেই ক্লাবের ৩৫ জন ফুটবলারের সই করা একটি চিঠি এএফসি, কেন্দ্রীয় সরকার ও বিদেশি মন্ত্রককে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যে চিঠিতে ফুটবলাররা তাঁদের নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা জাহির করে অনুরোধ করেন ম্যাচ পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ইরানেরই কোনও ভেন্যুতে দিতে। অথবা কোনও নিরপেক্ষ জায়গায় খেলানো হোক।

অন্দরের খবর, মোহনবাগান ফুটবল দলের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা নিজে এই বিষয়টিতে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। দলের এক কর্তা প্রশ্ন করেন, 'যেখানে দল থাকবে বলে বুকিং করা হয়, সেখান থেকে মাঠ প্রায় ১৩১ কিলোমিটার দূরে। এতটা পথ যাওয়ার সময় যে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যাবে না, তার নিশ্চয়তা কে দেবে?' ক্লাব কর্ণধার দলের সঙ্গে যুক্তদের জানিয়ে দিয়েছেন, কোনওভাবেই ফুটবলারদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করে খেলতে পাঠানো যাবে না। সূচি একান্তই পরিবর্তন না করা হলেও এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করা হবে না বলে মোহনবাগানের তরফে জানানো হয়। সেক্ষেত্রে তিন পয়েন্ট তিন গোল ছাড়াও জরিমানা হওয়ার সম্ভাবনা সবুজ-মেরুনের। এএফসি-র টুর্নামেন্ট থেকে তাদের বহিষ্কার করা হতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন হ্যাগের চাকরি নিয়ে

ম্যাঞ্চেস্টার, ৩০ সেপ্টেম্বর : টটেনহাম হটস্পারের কাছে রবিবার ০-৩ গোলে হারের পর ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড কোচ এরিক টেন হ্যাগকে নিয়ে আবার প্রশ্ন উঠে গেল। ইউনাইটেড প্রিমিয়ার লিগে ঘরের মাঠ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে পরপর দুই ম্যাচে ০-৩ ব্যবধানে হারল। সেপ্টেম্বরের শুরুতে হেরেছিল লিভারপুলের কাছে। তারপর টটেনহামের কাছে এই হার নিঃসন্দেহে চাপ বাড়াল টেন হ্যাগের। যদিও তিনি চাকরি ছাড়ার কথা এখনও ভাবছেন না। ম্যাচের পর ইস্তফা প্রসঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, 'এটা নিয়ে ভাবছিই না। মরশুমের শুরুতে ক্লাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম একসঙ্গেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করব। তখনই কথা হয়েছিল উন্নতির প্রয়োজন এবং তার জন্য সময় লাগবে।'

টেন হ্যাগ উন্নতির স্বপ্ন দেখালেও তাতে আশা দেখছেন না লাল ম্যাঞ্চেস্টারের প্রাক্তনীরা। গ্যারি নেভিল বলেছেন, 'একটা জঘন্য দিন! টেন হ্যাগের আমলে আমার দেখা সবচেয়ে খারাপ ফুটবল।' অন্যদিকে, জেমি রেডন্যাপ মনে করছেন দলের এমন পারফরমেন্স কোচ ছাঁটাইয়ের জন্য যথেষ্ট। তাঁর মন্তব্য, 'টেন হ্যাগের কথা ভেবে খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে ও যেন পথ হারিয়ে ফেলেছে। জানি না কীভাবে ও চাকরি বাঁচাবে। এমন বিশ্রী ফুটবল কোচ ছাঁটাইয়ের জন্য যথেষ্ট।'

গম্ভীরের আসল পরীক্ষা অস্ট্রেলিয়ায় : সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর : অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বছর শেষে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। আর বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিই কোচ গৌতম গম্ভীরের আসল পরীক্ষা হতে চলেছে। আজ রাতে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির হয়ে এমন কথা শুনিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মহারাজের কথায়, 'অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কোচ গম্ভীরকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। আমার মনে হয়, গম্ভীরের কোচিং কেরিয়ারের আসল পরীক্ষা হতে চলেছে অস্ট্রেলিয়াতেই।'

২২ নভেম্বর থেকে পারথে শুরু হতে চলেছে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি। ১৯৯১-'৯২ সালের পর এই প্রথম স্যর ডনের দেশে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। প্যাট কামিন্সদের বিরুদ্ধে তাদের মাঠে শেষ দুই সিরিজ জেতা টিম ইন্ডিয়ার ভাগ্যে এবার কী অপেক্ষা করে রয়েছে? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র সৌরভের জবাব, 'ভারতের সামনে কঠিন সিরিজ। অস্ট্রেলিয়াকে ওদের মাঠে হারানো সহজ নয়। শেষ দুটি সিরিজ হারের বদলা নিতে চাইবে ওরা এবার। কিন্তু বর্তমান ভারতীয় দলটাও খুব শক্তিশালী। একটা বিশ্বকাপ ফাইনালে হারলেও আরেকটি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার থেকেও শক্তিশালী ভারতীয় বোলিং। তবে সবদিক মাথায় রেখেও বলছি, কোচ গম্ভীরের জন্য বড় পরীক্ষা হতে চলেছে অস্ট্রেলিয়ায়।'

ঘরের মাঠে বাঘ, বাইরে বিড়াল। একটা সময় ভারতীয় ক্রিকেট সম্পর্কে এমন কথাই বলা হত। সেই ধারণাকে প্রথম ধাক্কা দিয়ে বদলেছিলেন অধিনায়ক সৌরভ। বিদেশের মাটিতে সৌরভের ভারতও সমানতালে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডকে। অতীতের সোনালি সেইসব দিনের কথা তুলে মহারাজ বলেছেন, 'আমরা ঘরের মাঠে জিততাম। কিন্তু বিদেশে গেলে পারতাম না। সিমিং ও বাউন্সি উইকেটে সফল হতাম না আমরা। ব্যক্তিগতভাবে আমি একটা সময় অস্ট্রেলিয়ানদের থেকে শেখার চেষ্টা করতাম। ওদের মরিয়া মনোভাবটাই ভারতীয় দলে নিয়ে আসি।' ক্রিকেট বদলে চলেছে। সৌরভ যখন শুরু করেছিলেন, তখন একটি রনজি ট্রফি ম্যাচ থেকে পাওয়া যেত ৪০০ টাকা। এখন একটি আইপিএল ম্যাচ খেললেও সাড়ে সাত লক্ষ নিশ্চিত। ক্রিকেটের এমন পরিবর্তনের জন্য বিসিসিআইয়ের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সৌরভ।

ফাইনালে হার শিলিগুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৭ জেলা ফুটবল ট্যালেন্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে হার শিলিগুড়ির। ৪-০ গোলে ম্যাচ জিতে টানা দ্বিতীয়বারের জন্য চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থা। সোমবার আইএফএ-র এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয় ইস্টবেঙ্গল মাঠে। ম্যাচের প্রথমার্ধে ১ গোলে পিছিয়ে পড়ে শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ। দ্বিতীয়ার্ধে তারা হজম করে আরও তিনটি গোল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার হয়ে ফাইনালে হ্যাটট্রিক করে শুভদীপ সর্দার। একটি গোল শাভনদেব সাউয়ের। ফাইনালে দল ক্লান্তির কাছেই হার মানল বলে মনে করছেন শিলিগুড়ি দলের কোচ দেবজ্যোতি নাহা।

চ্যাম্পিয়ন ভারত

থিম্পু, ৩০ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশকে হারিয়ে আরও একবার অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব ঘরে তুলল ভারত। সোমবার ফাইনালে পড়শি দেশকে ২-০ গোলে হারাল ইশফাক আহমেদের দল। এদিন ম্যাচের শুরু থেকে গোলের জন্য ঝাঁপালেও রক্ষণাত্মক বাংলাদেশের সামনে ম্যাচের প্রথমার্ধে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি ভারত। প্রথম গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয় ৫৮ মিনিট পর্যন্ত। নিখুঁত হেডারে বল জালে জড়ান মহম্মদ কাইফ। অপর গোলটি সংযুক্তি সময়ে মহম্মদ আরবাসের করা।

দলে বিশাল

নিজস্ব প্রতিনিধি কলকাতা ৩০ সেপ্টেম্বর : অবশেষে জাতীয় দলে ডাক পেলেন বিশাল কেইথ। ৯ ও ১২ অক্টোবর ভিয়েতনামে যথাক্রমে লেবাননন ও আয়োজকদের বিরুদ্ধে খেলবে ভারতীয় দল। এদিন তার জন্যই ২৬ জনের দল ঘোষণা করলেন কোচ মানোলো মার্কুয়েজ। এই দল থেকে তিনজন বাদ যাবেন। তেইশ জনের দল নিয়ে ফিফা উইন্ডোয় ট্রাইনেশনস কাপ খেলতে যাবে ভারত। এদিন বিশাল ছাড়াও জাতীয় দলে ফিরলেন রহিম আলি।

প্রয়াত আরিফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর : সোমবার রাতের দিকে নিজের বাড়িতে আচমকাই পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেয়ে মৃত্যু হল আরিফ হোসেনের। ২৮ বছরের এই ব্যাটার বাংলার হয়ে বিভিন্ন বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় খেলেছেন। এছাড়াও বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে হাওড়া ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়েও খেলেছিলেন আরিফ।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়িনী হলেন
নাসিক-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, নাসিক - এর একজন বাসিন্দা স্নেহাল নিলেশ দাহাকে - কে 23.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 97B 73756 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "এই নবীন বয়সে আমি একজন কোটিপতি হবো কখনো ভাবতেও পারিনি। আমি যখন রাস্তায় কোনো টিকিট বিক্রেতাকে দেখতাম তখন আমি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনতাম। এটি তাদের উপার্জনের বিষয় হিসাবে সাহায্য করে এবং আমাদেরকে বেশ কয়েকটি পুরস্কারের পরিমাণ জেতার সুযোগ করে দেয়।এই সুযোগটির জন্য আমি ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
বিজ্ঞাপন

সিএবি অনুদান বাড়াল অনুমোদিত সংস্থার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর : গতানুগতিক বৈঠক। কোনও চমক নেই। চমক থাকার কথাও ছিল না।

সিএবি-র বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত সংস্থাগুলির অনুদান ৪ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৫ মহিলাদের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুরু করা নিয়েও দীর্ঘসময় আলোচনা হয়েছে। জানা গিয়েছে, আগামীদিনে মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৫ প্রতিযোগিতা শুরুর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। পাশাপাশি সন্ধ্যার সিএবি এজিএমের বৈঠকে হাজির হয়ে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ইডেন সংস্কারের দাবিও তুলেছেন। দেশের মাটিতে ২০২৬ সালে রয়েছে টি২০ বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপ আয়োজনের লক্ষ্যে ইডেন গার্ডেন্স সংস্কারের কাজ করার পরিকল্পনা স্থগিত রয়েছে সিএবি-র। সেই কাজ শুরুর আবেদনই করেছেন মহারাজ। জানা গিয়েছে, গতবারের তুলনায় এবার সিএবি-র আয় বেড়ে ৫২ কোটি হয়েছে। ইডেনে একদিনের বিশ্বকাপের ৫ ম্যাচ আয়োজন করে আয় বাড়ার পর সৌরভ বর্তমান সিএবি কর্তাদের খরচ নিয়ন্ত্রণের উপরও জোর দিয়েছেন বলে খবর। কারণ, প্রতি আর্থিক মরশুমে একইরকম আয় হবে না। তাছাড়া সিএবি এক বছরে কেন নানা দিকে লাগামছাড়া খরচ করল, তা নিয়েও আজকের বৈঠকে সদস্যদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়দের। এদিকে, আজকের এজিএমে উত্তরবঙ্গে অত্যাধুনিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও ক্রিকেটীয় পরিকাঠামো উন্নতির প্রস্তাব এসেছে। এসবের মধ্যেই কোষাধ্যক্ষ পদে থেকে গেলেন প্রবীর চক্রবর্তী।